উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৯১৯.৭১ (+৮৯৭.৯৬)

নিফটি : ২৫,৮০০.৬০ (+২৮৬.৩০)





শিল্পের নামে জোর করে জমি নয় ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৯° / ১৭°	২৮° / ১৮°	২৭° / ১৭°	২৯° / ১৭°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন



রাজস্থানে কংগ্রেসের জয়জয়কার ৭

পদ্মে দুর্নীতি, তোলাবাজির দায় এড়ালেন শমীক ৫

শিলিগুড়ি 8 অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 November 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 182

শিকড়ের টানেই উত্তরে বিয়ের আসর মিমির

দীপ সাহা

কালিম্পং, ২০ নভেম্বর : তারকারা বিয়ের জন্য গন্তব্য খোঁজেন দেশের নানা প্রান্তে। কখনও রাজস্থানের রাজপ্রাসাদ, কখনও গোয়ার সমুদ্রসৈকত, কখনও বা বিদেশের কোনও বিলাসবহুল রিসর্ট। অথচ মিমি চক্রবর্তীর জীবনের নতুন অধ্যায়ের উৎসবের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। কলকাতায় আইনি বিয়ে। সঙ্গে ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠান। তার পর তিনদিনের বিয়ের আয়োজন কালিম্পংয়ে। সংগীত, মেহেন্দি থেকে মালাবদল- সবটাই হবে পাহাড়ের কোলে। বসবে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলনমেলা। টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রীর এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাই শুধু ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের গল্প নেই, রয়েছে নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে আসার টানও।

মিমির বেড়ে ওঠা জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায়। অভিনয়ের সূত্রে বহু বছর কলকাতায় থাকলেও জলপাইগুড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা কখনও আলগা হয়নি। সুযোগ পেলেই ফিরে এসেছেন নিজের শহরে।

এরপর বারোর পাতায়

কবে কী অনুষ্ঠান?

২৬ নভেম্বর : কলকাতায় আইনি বিয়ে, সঙ্গে ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠান

৩ ডিসেম্বর : কালিম্পংয়ে ককটেল ডিনার

৪ ডিসেম্বর : মেহেন্দি ও সংগীতানুষ্ঠান

৫ ডিসেম্বর : সাতপাক, মালাবদল ও সিঁদুরদান



জংশনে ফের উচ্ছেদ আতঙ্ক

পুনর্বাসনে দিশা দেখছেন না ব্যবসায়ীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পর্যটনমন্ত্রীর আশ্বাস ছিল, ছটপুজো পর্যন্ত রেল জংশন এলাকায় উচ্ছেদে নামবে না। এই সময়ের মধ্যে তিনি রেলের কর্তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের আলোচনায় বসিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজবেন। বিশেষ করে, দোকানগুলো কোথায় সরানো হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গত অক্টোবর মাসে উচ্ছেদ সংক্রান্ত নোটিশ পেয়েই পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ি জংশন ব্যবসায়ী সমিতি। তখনই মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের এমন আশ্বাস দেন বলে খবর। মন্ত্রীর সঙ্গে সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির তরফে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া ব্যবসায়ীদের তেমন বাতাই দেওয়া হয়। তাতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ীরা।

এরপর অবশ্য কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা দিন। ছটপুজো পেরোতেই ফের আশঙ্কা গ্রাস করছে ওই ব্যবসায়ীদের। বিকল্প ব্যবস্থা তো দূরের কথা, রেলকর্তাদের সঙ্গে একবারের জন্যও বৈঠক না হওয়ায় কার্যত ফাঁপরে পড়েছেন ওই ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। পুরো বিষয়টা নিয়ে মন্ত্রী শংকর ঘোষের অবশ্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমি এ ব্যাপারে কথা বলব।' যদিও বিকল্প ব্যবস্থা বা কতদিন পর্যন্ত রেলের কাছ থেকে সময় পাওয়া যাবে, এসব নিয়ে কারও কাছে কোনও উত্তর নেই।

এদিকে, নোটিশ পাওয়া ব্যবসায়ীরাও নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। যে কোনও সময় রেল উচ্ছেদ অভিযানে নামতে পারে, এই আশঙ্কায় নতুন করে দোকানের জন্য সামগ্রী আনা বন্ধ করে দিয়েছেন ওই ব্যবসায়ীরা। একটি হোটেলের ম্যানেজার অম্বরীশ রায়ের কথায়, 'আশা আর খুব বেশি দেখছি না। ব্যবসায়ী সমিতি অনেক আশার কথা শুনিয়েছিল। কিন্তু পরে তো সব চুপচাপ হয়ে গেল। এর মধ্যেই ছট চলে গেল। কার কাছে এখন আর যাব, বলুন তো?'

বিশেষ কিছু বলার জায়গায় নেই ব্যবসায়ী সমিতিও। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য পাপাই সাহার কথায়, 'পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর নতুন করে আর কিছু হয়নি। রেলের সঙ্গে বৈঠকও হল না। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে আরেকবার বসার চেষ্টা করছি।'

জংশন মোড় থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত ১৩০টিরও বেশি দোকানে উচ্ছেদ নোটিশ এসেছে।

এরপর বারোর পাতায়





জংশনের এই দোকানগুলোই উচ্ছেদ নোটিশ পেয়েছে।



শুক্রবার সিলেটে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল।

অগ্নিগর্ভ ৩২ জেলা, সতর্ক তারেক সরকার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২০ নভেম্বর : বাসে, ট্রেনে আগুন। হামলা রেললাইনেও। অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের ৩২ জেলায়। হিংসা শুধু আওয়ামী লিগের পরিচিত ঘাঁটি গোপালগঞ্জে আটকে নেই। চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, পাবনা তো বটেই, আঁচ লাগছে রাজধানী ঢাকাতেও। শুক্রবার পর্যন্ত ১২টি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটি ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আওয়ামী লিগের মোকাবিলায় অন্যদের পথে নামার ডাকে।

শাসকদল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) তো বটেই, পথে নেমে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত দুই প্রধান বিরোধী দল জামায়েতে ইসলামি ও ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি (এনসিপি)। বাংলাদেশ সরকার অবশ্য মনে করছে, প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করার নেপথ্যে আছে আওয়ামী লিগ। জোর করে এই হিংসা ঠেকাতে গেলে আওয়ামী লিগ সুবিধা পেয়ে যাবে বলে তারেক রহমান সরকারের আশঙ্কা। সে কারণে সতর্কভাবে পা ফেলতে চাইছে ঢাকা।

তবে লাল সংকেত জারি করে গোটা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে সমস্ত গাড়িতে তল্লাশি চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। ট্রেনে, বাসে যাত্রীদের মোবাইল চেক করছে পুলিশ। নিরাপত্তাবাহিনীর গোয়েন্দা সূত্রের আশঙ্কা, সরকারি অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ ভবনে হামলা হতে পারে। যদিও আওয়ামী লিগের বক্তব্য, বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত দলের বদনাম

এরপর বারোর পাতায়



বছরে দু’বার বদলির আবেদন

শিক্ষকদের সুযোগ, ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ নভেম্বর : দূরের স্কুলে চাকরি, বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা। দিনের পর দিন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছাতে হয় বহু শিক্ষককে। বদলির আবেদন করেও এতদিন অনেকেরই সুরাহা হয়নি। সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখে এবার বছরে দু’বার শিক্ষকদের বদলির সুযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। জুন ও ডিসেম্বর মাসে বদলির সুযোগ মিলবে। আর সারা বছরই তার জন্য আবেদন করা যাবে বলে জানান তিনি। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রশাসনিক সভা থেকে মন্ত্রীর এই ঘোষণায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন বাসস্থান থেকে দূরের জেলায় কর্মরত শিক্ষকরা।

বদলি নিয়ে শিক্ষকদের একাংশের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। ২০১৪ ও ২০২১ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মালদার বাইরের জেলা এবং জেলার দূরবর্তী ব্লকের বহু শিক্ষককে ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। মালদার অনেক শিক্ষক এখনও অন্য জেলায় কর্মরত। বারবার বদলির আবেদন করেও তাঁরা সুযোগ পাননি। আগের সরকারের আমলে উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষক মহলের অভিযোগ, বেশিরভাগ সময় পোর্টাল বন্ধ থাকত। আবেদন করেও অনেক ক্ষেত্রে সাড়া মেলেনি। এমনকি টাকাপয়সার বিনিময়ে বদলির অভিযোগও উঠেছিল।

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাঁকুড়ার শিক্ষক নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদায় পোস্টিং। বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা। এদিন মন্ত্রীর ঘোষণার পর আশার আলো দেখছেন নবীন। আবার শুক্রবারই হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের কয়েকজন শিক্ষক বদলির দাবিতে মন্ত্রীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দেন। তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এলাকার শিক্ষক রামকৃষ্ণ সরকার বলেন, ‘প্রতিদিন ১০০ কিলোমিটার জার্নি করে স্কুলে যেতে হয়। বদলি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস পেয়েছি।’

অতিরিক্ত শিক্ষকদের বদলির জন্য তৈরি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হওয়ায় এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি না বুঝেই শিক্ষকরা মামলা করেছেন। আখেরে তাতে শিক্ষকদেরই ক্ষতি হয়েছে। নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা চালু করা এবং স্কুলগুলিতে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের ওপরেও জোর দেন তিনি।

শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরে একাধিক কর্মসূচি ছিল শিক্ষামন্ত্রীর। প্রথমে তিনি যান ভুনা আদিবাসী হাইস্কুলে। একসময় এই স্কুলেই দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন তিনি। স্কুলটির প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। পরে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন এবং সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন। সেখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টার ব্যবস্থা নিয়ে পোর্টালে রিভিউ সিস্টেম চালুর কথা বলেন মন্ত্রী। এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় কি না, তা নিয়ে পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকরা নিজেদের মতামত জানাতে পারবেন। সরকারি ছুটি কমানোর জল্পনাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি ছুটি কমানো হবে না। তবে গরমের ছুটি সহ স্কুলের বিভিন্ন ছুটির ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।



সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

> **প্রতিদিন ১০০ কিলোমিটার জার্নি করে স্কুলে যেতে হয়। বদলি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস পেয়েছি।**
>
> **রামকৃষ্ণ সরকার** শিক্ষক

ডানকানসের ১৪ বাগানে ২০০ কোটির প্রস্তাব

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ নভেম্বর : ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজের বন্ধ ও অচল উত্তরবঙ্গের ১৪টি চা বাগানকে সচল করতে ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাব জমা দিল শিলিগুড়ির টেরাই গ্রুপ। টেরাই গ্রুপ জানিয়েছে, ওই বাগানগুলি অধিগ্রহণ করার পর ছয় মাসের মধ্যে শ্রমিকদের পুরোনো বকেয়া ১০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে। আর্থিক ঋণদাতাদের বকেয়া ৫ বছরের মধ্যে শোধ করা হবে। এছাড়া গ্রুপটি বাগান উন্নয়ন, কারখানা পুনরুদ্ধার ও কার্যকরী মূলধনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১০,০০০ জন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার উপকৃত হবেন।

শিলিগুড়ির টেরাই গ্রুপের প্রস্তাবটি ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজের ঋণদাতাদের কমিটি (সিওসি), ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইবিউনাল (এনসিএলটি) সহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থার কাছে পেশ করা হয়েছে। বাগানগুলি পুনরায় খোলার বিষয়ে সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। ডানকানসের বাগানগুলি বহু বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে চলছে না। অভিযোগ, ১৪টি বাগান পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম এখনও সফল হয়নি।

টেরাই গ্রুপের কোম্পানি সেক্রেটারি রাজেশ সিংহানিয়া বলেন, ‘শীতকালীন পরিচর্যার জন্য আগেভাগেই যাতে কাজ শুরু করা যায়, আমরা এমনটাই চাইছি। নয়তো পরিস্থিতি খারাপ হবে।’ টেরাই গ্রুপের দাবি, অস্থায়ী ভিত্তিতে ওই বাগানগুলি যে বা যারা চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা সরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

শিলিগুড়ির চা শিল্পপতি অজিতকুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন টেরাই গ্রুপ প্রথমে ১৯০ কোটি টাকার প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। পরে সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়। সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সম্পদ ডানকানসের বাগানগুলি পুনরায় খুলতে ও কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তবে প্রস্তাবটি কার্যকর করার আগে ঋণদাতাদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রয়োজন।

ডানকানসের যে বাগানগুলি টেরাই গ্রুপ চালাতে চায়, সেগুলি হল বীরপাড়া, লঙ্কাপাড়া, ধুমচিপাড়া, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, তুলসীপাড়া, নাগেশ্বরী, কিলকোট, গঙ্গারাম, বাগ্রাকোট ১ ও ২, রংলি, মেরিবং ও মাদারিহাট। মাদারিহাট অবশ্য একটি ফ্রি হোল্ড জমি। নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, ‘ওরা যদি শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে সুষ্ঠুভাবে বাগান চালাতে চায়, তবে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য দ্রুত সমস্ত বন্ধ বাগান খুলে দেওয়া।’

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘কেউ যদি সঠিকভাবে বাগান চালাতে চান, তবে অবশ্যই স্বাগত। শ্রম দপ্তর ও টি বোর্ড সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে যেটা ভালো হয়, সেটাই করবে।’ চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের নেতা জিয়াউল আলম বলেন, ‘এই প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।’



- অধিগ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে শ্রমিকদের পুরোনো বকেয়া ১০০ কোটি টাকা পরিশোধ করার প্রস্তাব
- বাগান উন্নয়ন, কারখানা পুনরুদ্ধার ও কার্যকরী মূলধনে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব টেরাই গ্রুপের

> **শিলিগুড়ির টেরাই গ্রুপ যদি শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে সুষ্ঠুভাবে বাগান চালাতে চায়, তবে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।**
>
> **পুনা ভেংরা** বিধায়ক, নাগরাকাটা

TENDER NOTICE

Name of work : Laying of Paver Block at Tufanganj Municipality area under Tufanganj Municipality. NIT No. TUFANGANJ/05/2026-27, id : 2026_MAD_5087350_1, 2026_MAD_5087350_2, 2026_MAD_5087350_3, 2026_MAD_5087350_4, & 2026_MAD_5087350_5, Published Date - 19th November, 2026, at 3.00 PM, Closing Date-9th December, 2026 at 3.00 P.M., Opening Date-11th December, 2026, at 3.00 P.M., Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj Municipality
Po- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No.- WBIW/EE_TA/NIC-I/eNIT-03/26-27. The Executive Engineer & TA to Sr.SE, North Irrigation Circle-I, Green Park, Malda invites above mentioned eNIT for 01No. work under CSDS Head. eNIT Publishing Date: 20/11/2026 at 10.00Hrs. Last Date of Bid Submission 04/12/2026 & Time upto 17.00 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For more details visit the site www.tenders.wb.gov.in / & www.iwd.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer & TA to Sr. SE North Irrigation Circle-I, Green Park, Malda ICA-T20105(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. e-QUOTATIONS NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 29e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5087430_1, Name of work : Providing man power for Round the clock Operation of 04 (Four) Nos. Bed-Cum-Passenger Lift installed at Jalpaiguri Govt. Medical College (District Hospital Campus), Jalpaiguri for 01(One) year. The last date for submission of tender on 07-Dec-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb.EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T20111(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1. Construction of New Garage for Civil Judge (Junior Division) at Mekhliganj Judicial Quarter Under Teesta Bridge Construction Division, P.W.D, Mekhliganj, CoochBehar. during the year 2026-2027. **Tender Id-2026_WBPWD_5087804_1.** Estimated. Amount : Rs. 6,25,211. e-NIT No.- 03 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online) 21.11.2026 from 11:30 hrs. Bid Submission closing date (online) 04.12.2026 upto 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- E.E, P.W.D, TBCD, Mekhliganj, Coochbehar. ICA-T20118(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting e-Tender from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Polymerase Chain reaction (Thermal Cycler) PCR Machine under the Dept. of Microbiology, North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Microbiology/2511/NBMC/2026 Dated 17/11/2026 and Tender ID: 2026_HFW_5087084_1. The last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 08/12/2026. Details are available in the websites https://tenders.wb.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College ICA-T20085(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
নোটিসের নং. ঃ সিগ_ভব_৫_পলিসি, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -বলবলিয়া, জেলা -মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_৩২_৩টি, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৬। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিসনে নন-ইন্টারলকড এলসি গেটগুলিতে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৬,৪৫,১৭৭.৮২ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৩,৯২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ২৭.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ১১.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in। নোটিস বোড ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা। MLD-255/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৫২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৫৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Invitation for Applications for Conducting Employment Linked Short Term Training (STT) Courses under PM AJAY for FY 2026-27 as per NSQF Norms.
Application are hereby invited from eligible and interested Training Providers for conducting the following NSQF Short Term Training courses in Jalpaiguri District under PM AJAY for FY 2026-27

Sr. No.	Sector	Sub sector	Course Name	QP/Job Code	Tuta Duration (Hours)	Course fee in Rs. (as per training center category	Maximum Assessment fees per trainee	NSQF Level	No of Batches	Max no of trainees Allowed	Max Total cost per trainee Allowed
1	Automotive	Automotive Vehicle Service	Two Wheeler Service Technician	ASC/ Q1411	360	16,362	2,500/-	4	1	30	23,786
2	Food Industry Capacity & Skilling	Fruits and Vegetables, Bread & Bakery Products Packaging	Multi Skill Technician [Food Processing]	FIC/ Q9901	360	16,362	2,500/-	4	1	30	49,453
3	Health Care	Allied Health & Paramedics	General Duty Assistant	HSS/ Q5101	640	32,192	2,500/-	3	1	60	34,575
4	Health Care	Allied Health & Paramedics	Geriatric Care Assistant (Hospital/ Home Settings)	HSS/ Q6001	430	18,362	2,500/-	4.5	1	60	23,127
5	Retail	Retail Operations	Retail Team Leader	RAS/ Q0104	400	20,412	1,500/-	4	1	30	24,912
6	Tourism & Hospitality	Front Office	Front Office Associate	THC/ Q0102	410	19,362	1,500/-	4	1	30	22,912
7	Management Security	Security	Security Guard (Armed/ Unarmed)	THC/ Q0102	410	19,362	1,500/-	4	1	30	22,262
8	Management	Security	Security Information	MEP/ Q7101	360	16,362	1,500/-	4	1	30	13,360

Eligible Criteria:
1. Must be registered on Skill India Digital Hub (SIDH) Portal with valid affiliation for the applied courses. 2. Must have adequate Infrastructure, lab, equipment and certified trainers as per NSDC Norms. 3. Must have prior experience in conducting employment linked STT courses with placement record. 4. Submission a letter of intent (LOI) or registered industry partners for employment of successful trainees.
Documents to be submitted : Application Form, SIDH Registration & Courses Affiliation certificate, Trainer Certificates, Centre Address Proof & Lab Photographs, Previous Placement Records, LOI from Industry Partners, PAN/GST, Bank Details.
Last Date of submission : 09/12/2026.
Address : Office of the District Manager, WB SC, ST & OBC Dev. & Fin. Corporation, Hakimpara, Shibaji Road, Jalpaiguri. (Ph-9002191318)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
PPP/NIT/69/2026
Department of Health & Family Welfare invites Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of 5 bedded Dialysis Centre at Darjeeling DH, Darjeeling, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) in EOM mode (2nd call). The document containing the scheme and the eligibility criteria of the applicants may be obtained from the web site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in under the option 'TENDER'. Interested Organizations may attend a Pre-BID meeting to be held on 26-11-2026 at 12.00 PM at SPSRC, 5th floor, B wing, Swasthya Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91. The Bid submission start date (Online: https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) 21-11-2026 at 10:00 a.m. & last date of receipt of Bids (online: site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) in the prescribed format provided in the document (online) for the Project is 12-12-2026 till 5.00 p.m. Sd/- Joint Director SPSRC, Department of Health & Family Welfare ICA-T20084(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate Notice invites Electronic Quotation No. - 02 of 2026-27 of Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division. Name of Work : 1. Preparation of Detailed Project Report for the work of "Chopra Udrail Road, from 0.00 km to 5.85 km, Strengthening Work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5087367_1. Name of work 2. Preparation of Detailed Project Report for the work of "Rampur Chakulia Road, from 0.00 km to 7.33 km, Strengthening Work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5087367_2. Bid Submission start date (online) **23.11.2026 from 10:00 A.M.** Closing date of Bid Submission on **02.12.2026 up to 11:30 A.M.** Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T20110(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
PPP/NIT/69/2026
Department of Health & Family Welfare invites Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of 5 bedded Dialysis Centre at Darjeeling DH, Darjeeling, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) in EOM mode (2nd call). The document containing the scheme and the eligibility criteria of the applicants may be obtained from the web site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in under the option 'TENDER'. Interested Organizations may attend a Pre-BID meeting to be held on 26-11-2026 at 12.00 PM at SPSRC, 5th floor, B wing, Swasthya Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91. The Bid submission start date (Online: https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) 21-11-2026 at 10:00 a.m. & last date of receipt of Bids (online: site https://wbtenders.gov.in / https://tenders.wb.gov.in) in the prescribed format provided in the document (online) for the Project is 12-12-2026 till 5.00 p.m. Sd/- Joint Director SPSRC, Department of Health & Family Welfare ICA-T20084(3)/2026

NOTICE
Application are hereby invited vide memo no. FC/172 dated 20-11-2026 from eligible and interested Training Providers for conducting Short Term Training courses in **Cooch Behar District** under PM AJAY for FY 2026-27.
Documents to be submitted :
Application Form, SIDH Registration & Courses Affiliation Certificate, Trainer Certificates, Centre Address Proof & Lab Photographs, Previous Placement Records, LOI from Industry Partners, PAN/GST, Bank Details.
Last Date of submission : 27-11-2026
Office Address : (For any queries)
Office of the District Manager, W.B. SC, ST & OBC Dev. & Fin. Corporation, M.J.N. Road, Kalyan Bhawan, 1st Floor, Cooch Behar.
Time : 11:00 a.m. to 5:00 p.m.
Sd/-
District Manager
W.B. SC, ST & OBC Dev. & Fin. Corporation
Cooch Behar District Branch

আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা সংস্থান, শিলিগুড়ি
কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান পরিষদ, নতুন দিল্লি,
ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
বিজ্ঞাপন নং: ০২/২০২৬ তারিখ: **20.11.2026**
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (হোমিওপ্যাথি) পদে নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ
আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিলিগুড়ি, যা কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ (Central Council for Research in Homoeopathy), ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির অধীনে সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য ০৪ (চার) জন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (হোমিওপ্যাথি) (সাধারণ-02, ও.বিসি.- 02) নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগামী 10.12.2026 তারিখে একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের আয়োজন করতে চলেছে।
১. "বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিশোরী ছাত্রীদের মাসিক ঋতুচক্রের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে হোমিওপ্যাথি : একটি জনস্বাস্থ্য গবেষণা প্রকল্প"
২. "মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার প্রদাহবিহীন মাথার ত্বকের খুশকির ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কার্যকারিতা : একটি প্রাথমিক র‍্যান্ডমাইজড নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষামূলক গবেষণা"
উক্ত পদগুলির জন্য মাসিক পারিশ্রমিক `42,000/- + বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA), সমন্বিত ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।
যোগ্যতার মানদণ্ড, নিয়োগের স্থান এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিষদের সরকারি ওয়েবসাইট www.ccrhindia.ayush.gov.in -পরিদর্শন করুন।
Link : বিজ্ঞাপনটির হিন্দি/ইংলিশ সংস্করণ নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ আছে : https://ccrhindia.ayush.gov.in/recruitment/recruitment/vacancies
Sd/-
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
আ.হো.গ.স. শিলিগুড়ি

অ্যাফিডেভিট

আমি Gita Sarkar, W/O Surendra Nath Sarkar, গ্রাম- চৈতা, পো: পোপড়া, থানা+ জেলা- মালদা, পিন- 732142. আমার স্বামীর আধার কার্ডে (যার নং 4101 4651 1908) স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 17/11/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Suren Sarkar থেকে Surendra Nath Sarkar করা হইল। (M-114120)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sizu Chowdhury, S/o Md. Jinnat Hossain গ্রাম- মণ্ডলপাড়া, পো- নুরপুর, থানা- মানিকচক, জেলা- মালদা, পিন-732203, আমার পাসপোর্টে আমার নাম Siju Chowdhury থাকায় ও আমার ভোটার, আধার ও প্যান কার্ডে Sizu Chowdhury আছে, তাই গত 20/11/2026 তারিখে মালদা নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Siju Chowdhury (পুরোনো নাম) থেকে Sizu Chowdhury (নতুন নাম) সংশোধন করা হইল। (C/124499)

●

আমি Subri Kharia, W/o Suman Kharia, গ্রাম : ভার্নোবাড়ি TG, পো: হাসিমারা, থানা: জয়গাঁও, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Subri Kharia যা আমার আধার কার্ড, No: 641728959991, এবং রেশন কার্ড No : AAY0545389759-এ উল্লেখ আছে। কিন্তু ভোটার কার্ড No : DNF1339274 এবং প্যান কার্ড No : AHMPO3536F-এ ভুলবশত আমার নাম Suhuri Oraon উল্লেখ আছে। তাই গত ২১/০৯/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Suhuri Oraon থেকে Subri Kharia করা হলো। Suhuri Oraon এবং Subri Kharia একই ব্যক্তি। (C/123382)।

●

আমি Md Abdullah, পিতা - Mohidur, গ্রাম ও পোস্ট:- বাটনা, থানা-রতুয়া,জেলা- মালদা। আমার বার্থ রেজিস্টারে (চাঁদমণি-২ পঞ্চায়েত) আমার ও আমার পিতার নাম যথাক্রমে ভুলবশত MD Abdullha ও MD Mohidur Rahm উল্লেখ রয়েছে। ১৯/১১/২৬ তারিখে চাঁচল EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে MD Abdullah ও MD Abdullha এবং Mohidur ও MD Mohidur Rahm উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। (C/124497)

Lost/found

আমি অনিমেষ রায়, পিতা : মনিরাম রায়, গ্রাম: দক্ষিণ সোনাপুর, পো: সোনাপুর, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট, NO: 583/Apd-1/SC, হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 7063808206. (C/123381)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি ধ্রুবজ্যোতি রায়, পিতা সনাতন রায়, গ্রাম ও পো: বঞ্চুকামারী, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No : WB 2001SC201508149) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 8972007232. (C/123383)

বিক্রয়

চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি। ১ কাঠা জমি বিক্রি করা হবে। ২৪ ফুট PMG রাস্তার পাশে। Asian Highway-3 Km, M - 9091209759. (C/124705)

কর্মখালি

সল্টলেকের নামি রেস্টুরেন্টে Authentic Bengali কুক, তন্দুরি এবং বিরিয়ানি কুক চাই। খাওয়া, থাকা+বেতন, M : 9147214268. (C/124508)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ziaul Hoque, S/O : Ainal Hoque, গ্রাম আলমগঞ্জ, পোস্ট তালগাছি, থানা হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদা। আমার ও আমার স্ত্রীর আসল নাম যথাক্রমে Ziaul Hoque ও Khalida Bibi। কিন্তু আমার ছেলে Fawzan Alam এর জন্মের সময় ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Jiyaul Hoque ও স্ত্রীর নাম Khaleda Bibi উল্লেখ রয়েছে। গত ০৩/০২/২৬ তারিখে চাঁচল JM 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ziaul Hoque ও Jiyaul Hoque এবং Khalida Bibi ও Khaleda Bibi উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেব পরিচিত হল। (C/124490)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজি: ন: WB 63 2001 0914530, তাং 31.05.2001, স্থায়িত্ব- 28-11-2026, ভুলবশত আমার উল্লেখিত ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমাদের পরিবারের পদবি Bhaskar Ray, S/o. Lt. Indreswar Ray নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-11-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Bhaskar Roy, S/o. Late Indreswar Roy এবং Bhaskar Ray, S/O. Lt. Indreswar Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার উপরোল্লিখিত ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমাদের পরিবারের পদবি Bhaskar Roy, S/o. Late Indreswar Roy- Bhaskar Ray, S/O Late Indreswar Ray-এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ম্যাগাজিন রোড এক্সটেনশন, থানা : কোতোয়ালি, পো: + জেলা: কোচবিহার। (C/123778)

অ্যাফিডেভিট

২০০২ এর ভোটার লিস্টে আমার পদবী ভুলবশত Roy ছিল। আবার ২০২৬ এ আমার পদবী Barman আছে। গত ১৯/১১/২০২৬ তারিখে J.M 1st Class কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jagabandhu Barman ও Jagabandhu Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (C/124065)

●

আমি Dip Kumar Roy পিতা গণেশ রায় পোস্ট হেলাপাকড়ি জিলা জলপাইগুড়ি, আমার ছেলের Birth Certificate-এ আমার নাম Deb Kumar Roy আছে, তাই গত 30-10-26 তাং Judicial Magistrate 1st Court Jalpaiguri Affidavit বলে Dip Kumar Roy হলাম, যাহা Adhar Cart No- 852033892996 ও Voter Card No- ZMJ1 346600 তে Dip Kumar Roy আছে। (A/K/B)

●

আমি Bubai Sen, পিতা Jagadish Sen, Gartali Jalpesh, Jalpesh Mandir ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি আমার মেয়ের আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 17.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 25388) বলে Annesha Sen ও Inaysa Sen একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

●

আমার ভোটার কার্ড নং UHI2829505 আমার সঠিক ঠিকানা - Khagrabari, Uttar Khagrabari, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, West Bengal, Pin : 736179 নথিবদ্ধ হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2009 0854738, প্রদত্ত তারিখ - 27-03-2009, স্থায়িত্ব - NT 25/03/2032 T 21/06/2026 যেখানে আমার এবং আমার বাবার নাম Dhani Ch Barman, Son of Phani Ch Barman নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার উল্লেখিত ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ঠিকানা Kishmat Karala, Dinhata, Dinhata II Cooch Behar 736135, উপরোল্লিখিত আমার সঠিক ঠিকানার পরিবর্তে পরিবর্তে নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 20.11.2026, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফি

হাসপাতালে হামলা ঠেকাতে কড়া নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : কলকাতা মেডিকেল কলেজে হামলার পর তৎপর প্রশাসন। হাসপাতালে ভাঙচুর, চিকিৎসা সরঞ্জাম নষ্ট করা থেকে শুরু করে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপর আক্রমণ হলে এবার কড়া পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব শরদকুমার দ্বিবেদী রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং সাতটি কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারকে এই মর্মে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন।

ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাসপাতাল কিংবা চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলা হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেয়ার সার্ভিস পার্সন অ্যান্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট, ২০০৯ অনুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের কোনও ঘটনাকে কেবল বিশৃঙ্খলা হিসেবে না দেখে পুলিশকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা বাধ্যতামূলক। অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে তিন বছরের জেল এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের কথা ওই নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে জরুরি বিভাগ, ক্যাজুয়ালটি বিভাগ, আইসিইউ-এর মতো বিভাগগুলিতে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারকে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথাও বলা রয়েছে নির্দেশিকায়। প্রতিটি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা করার বিষয়টি জেলা শাসক এবং পুলিশ কর্তাদের নিশ্চিত করতে হবে।

আজ উত্তরে রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : চারদিনের সফরে দার্জিলিংয়ে আসছেন রাজ্যপাল আরএন রবি। শনিবার বিকেল ৩.৪৫ মিনিটের বিমানে তিনি বাগডোগরা রওনা হবেন। সন্ধ্যা ৫.০৫ মিনিটে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে নিউ চামটা টি রিসর্টে যাবেন। সেখান থেকে সন্ধ্যায় তিনি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দার্জিলিং পৌঁছে রাজ্যপাল লোকভবনে রাত্রিবাস করবেন। রবিবার ও সোমবার তিনি লোকভবনে থাকবেন। তবে, পূর্ব নির্ধারিত তাঁর কোনও কর্মসূচি নেই। ২৪ নভেম্বর নকশালবাড়িতে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাজ্যপাল। সেখান থেকে তিনি বাগডোগরা হয়ে বিমানে কলকাতায় ফিরবেন।

ছিনতাইয়ে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তায় মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম রাকেশ গোস্বামী। তিনি তুফানগঞ্জের বাসিন্দা হলেও এখন শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় থাকেন। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত বাইক এবং ওই মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তায় টোটোয় থাকা এক মহিলার মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে দুই তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা বাইকে ছিলেন। চলন্ত টোটো থেকে দুজন মোবাইল ছিনিয়ে চম্পট দেন বলে অভিযোগ। এরপর ওই মহিলা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিধান মার্কেট এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।



যাযাবরের সংসার।। *শুক্রবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু কেন্দ্র-রাজ্যের

চিকেনস নেক-এর নিরাপত্তায় জোর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনের সাম্প্রতিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা বলয় নিশ্ছিদ্র করতে তৎপরতা বাড়াচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য। সামরিক কৌশলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই করিডরে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি বা অভিযানে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের পদক্ষেপে যাতে বিন্দুমাত্র বাধা না আসে, তা নিশ্চিত করতে চাইছে প্রশাসন। সেজন্য এবার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির আশপাশ এলাকা জবরদখলমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (এসআইবি)-র পরামর্শ মেনে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ছয় জেলাকে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে নবান্ন। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে শুক্রবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার একটি বিশেষ দল।

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের এই সংকীর্ণ করিডরটি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র স্থল-যোগাযোগ। চিন সীমান্তের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো এবং সেনা চলাচলের পথ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত রাখতে চাইছে দিল্লি। এদিন যৌথ পরিদর্শনে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার আধিকারিকদের পাশাপাশি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত শিলিগুড়ি করিডরের অধীন জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির এক থেকে দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা সমস্ত ধরনের জবরদখল ও বেআইনি নির্মাণের ওপর কড়া নজর দেওয়া হচ্ছে। কোথায় কী ধরনের অবৈধ



- এসআইবি-র পরামর্শ মেনে উত্তরের ৬ জেলাকে বিশেষ নির্দেশ নবান্নের
- সংবেদনশীল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ১-২ কিমি ব্যাসার্ধে জবরদখল ও বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করার উদ্যোগ
- শুক্রবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার বিশেষ দল

নির্মাণ রয়েছে, তা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৩ নভেম্বর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার সিনিয়ার স্পেশাল সেক্রেটারি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসকদের কাছে এই মর্মে একটি জরুরি চিঠি পাঠান। চিঠিতে এসআইবি-র পরামর্শ উল্লেখ করে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সংশ্লিষ্ট স্থাপনার কর্তৃপক্ষ, বিএসএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ এবং এসআইবি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি করে জেলা স্তরের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার তালিকাও ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

এদিনের পরিদর্শন প্রসঙ্গে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার এক আধিকারিক বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত সংবেদনশীল স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেইসব এলাকায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপে যাতে কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও জবরদখল বা অবৈধ নির্মাণ থাকলে তা দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট নবান্নে পাঠানো হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত স্থানগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি করিডরের বিএসএফ ও এসএসবির উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তর রয়েছে। তার ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে বালাসন ও মহানন্দা নদী, জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ে-২ রয়েছে। সেগুলির ধারে প্রচুর অবৈধ দখলের অভিযোগ রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি থেকে ভারত-নেপালের পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের মধ্যে প্রচুর দখলের অভিযোগ রয়েছে। বাড়ি, হোটেল ও ভবনের ছড়াছড়ি। সেগুলি সরাতে প্রশাসন কতটা সফল হবে, এখন সেটাই দেখার।

জাতীয় সড়কে ধস মোকাবিলায় বরাদ্দ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস মোকাবিলায় ১৯২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে চিঠি দিয়ে এই বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, বরাদ্দ অর্থে ৮টি ধসপ্রবণ এলাকায় পাহাড় এবং তিস্তা নদীর ঢাল সংরক্ষণের কাজ হবে।

সেবক-রংপোর মধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রতি বছর বর্ষায় ধসের জেরে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর জেরে পর্যটকদের পাশাপাশি দুই এলাকার সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হয়। এই সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যেই রাস্তাটি জাতীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএলের হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্র। ওই সংস্থা রাস্তার কিছু জায়গায় সম্প্রসারণ এবং মজবুতিকরণের কাজ করছে। এবার ধস মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ দিল কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত শ্বেতিঝোরা, ২১ মাইল, ২৯ মাইল, লিকুভির, মল্লি সহ মোট ৮টি জায়গায় ধস মোকাবিলায় পাহাড়ের গায়ে দেওয়াল তোলা হবে। একইসঙ্গে রাস্তা থেকে তিস্তা নদীর ঢালেও কংক্রিটের দেওয়াল দেওয়া হবে। এর জেরে নদীর জলের স্রোত বাড়লেও রাস্তা ধসে যাওয়ার ঘটনা কমবে। দ্রুত টেন্ডার করে এই কাজ শুরু হবে বলে সাংসদ রাজু বিস্ট আশাবাদী।

বাংলাদেশি মহিলা গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রেল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক বাংলাদেশি মহিলা। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং এনজেপি জিআরপির যৌথ উদ্যোগে ডাউন চারলাপল্লি ট্রেনের জেনারেল কামরায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে সন্দেহভাজন এক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি। ধৃতের নাম ওয়েদা আখতার। বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর। তিনি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশের দাবি, ১৭ নভেম্বর সিলেট-মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এই অনুপ্রবেশের পিছনে কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ। ধৃতকে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পদ্ম-এনসিপিআই 'লেনদেন'-এর সম্পর্ক

জেলা দখলে যৌথ পরিকল্পনা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ নভেম্বর : শুধু ইসলামপুর মহকুমা নয়। এনসিপিআই-কে 'ঢাল' করে গোটা উত্তর দিনাজপুর দখলের ছক কষছে বিজেপি। ইতিমধ্যে মহকুমার দুটি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছে এনসিপিআই-বিজেপি জোট। এই ফর্মুলায় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখলের কৌশল নিয়েছে তারা। এদিকে, বিজেপির আনুকূল্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে জেলায় আত্মপ্রকাশ করতে মরিয়া এনসিপিআই। ফলে রাজনৈতিকভাবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস।

এনসিপিআই-কে 'বিজেপির বি টিম' তকমা দিলেও সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বীকার করছে, বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদের যাবতীয় তত্ত্ব উড়িয়ে বিজেপির পালটা প্রশ্ন, শরিক দলের সমর্থন নিতে বাধা কোথায়? রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর পুরভোট এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনকে 'পাখির চোখ' করেছে বিজেপি। পাশাপাশি নীচুতলায় দলের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজানোও তাদের অন্যতম রণকৌশল। দলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে সেই তত্ত্ব।

বিজেপির জেলা স্তরের এক নেতা বলেই বসলেন, 'আমাদের সরকার এলাকার উন্নয়ন করবে আর অন্য কেউ কৃতিত্ব নেবে, তা হতে দেব না। হাতেগোনা সদস্য নিয়েও আমরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনছি। শরিক হিসেবে এনসিপিআই সমর্থন করছে। কিছু ক্ষেত্রে আমরা তাদের সমর্থন করছি। রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের এই অবস্থান।'

ইতিমধ্যে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতি এনসিপিআইয়ের দখলে গিয়েছে। গুঞ্জন, আড়ালে কলকাঠি নাড়ছে বিজেপি। আবার মাত্র দুজন সদস্য নিয়ে ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি এনসিপিআইয়ের সমর্থনে দখল করেছে বিজেপি। ব্লকের



- এনসিপিআই-কে 'ঢাল' করে গোটা উত্তর দিনাজপুর দখলের ছক কষছে বিজেপি
- সিপিএম এবং কংগ্রেস স্বীকার করছে বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে
- ইতিমধ্যে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতি এনসিপিআইয়ের দখলে গিয়েছে

মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছে এনসিপিআই। তৃণমূল থেকে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া এক জনপ্রতিনিধির কথায়, 'বিজেপির তরফে চাপ ছিল। এনসিপিআইতে যোগ না দিলে অনাস্থা প্রস্তাব আসত। ফলে কিছু করার ছিল না।'

এদিকে, চোপড়া ব্লকে এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছে এনসিপিআই খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ায় বিজেপির বদান্যতায় ক্রমশ বেড়ে উঠছে এনসিপিআই। অন্যদিকে পালাবদলের পর চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী বিধায়কদের সাংগঠনিক কর্মসূচি চোখে পড়েনি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এনসিপিআই-কে 'ঢাল' করে জমি দখলের পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। এনসিপিআইয়ের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কংগ্রেস নেতা জাকির আবেদিনের কটাক্ষ, 'ওরা বিজেপির বি টিম। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। ক্ষমতা ধরে রাখতে এইসব করছে। লাভ নেই। তবে ইসলামপুর, চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখরে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি কম। বিষয়টি আমরা দেখছি।' সিপিএম নেতা বিকাশ দাসের প্রতিক্রিয়া, 'তৃণমূল আমলের দাগিরাই বিজেপির সঙ্গে মিলে এনসিপিআইতে যোগ দিচ্ছেন। দলীয় স্তরে আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি।'

এদিকে এনসিপিআইয়ের জেলা সভাপতি মহম্মদ জাহেদুল বলেন, 'আমরা বিজেপির শরিক। জেলায় দ্বিতীয় বড় দল হয়ে উঠব। আমাদের দল ধর্মনিরপেক্ষ। ফলে সকলেই নিজস্ব কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন। পালাবদলের পর তৃণমূল নেতারা আমাদের খোঁজ নেননি। ফলে শাসকদলের শরিক হয়ে উন্নয়নে শামিল হতে সমস্যা কোথায়? আমরা কারও ঢাল নই। আমরা শরিক।' বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'রাজ্য স্তরে এনসিপিআই যদি আমাদের সমর্থন করে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কে কী ভাবল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

১১ দফা দাবি

ইসলামপুর, ২০ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শুক্রবার সহকারী সুপারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। এদিন মোট ১১ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেয় সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি।

তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, হাসপাতাল চত্বরে রোগীর পরিজনদের বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাসপাতালের লিফট চালু করা, হাসপাতাল চত্বরে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের দাপট কমানো, পূর্ণাঙ্গভাবে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন ইত্যাদি। ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সুপার না থাকায় সহকারী সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দেন। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

চারটি বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : এক রাতে চারটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় ফুলবাড়ি চতুরাগছ এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, চোরের দল চারটি বাড়ি থেকে কাঁসার বাসন, পুজোর সামগ্রী ও গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে বিষয়টি বাসিন্দাদের নজরে আসে। খবর পেয়ে এলাকায় যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। চারটি পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কমিটি গঠন নিয়ে টানাপোড়েন

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : ব্লকের প্রাথমিক স্কুলগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে চোপড়ায় শিক্ষকদের দুই সংগঠনের মধ্যে টানাপোড়েন। কমিটি গঠন ও পরিচালনা নিয়ে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম) এবং বিজেপি টিচার সেলের শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। শুক্রবার নিজেদের দাবি জানাতে দুই সংগঠনের নেতৃত্ব পৃথকভাবে সদর চোপড়ায় স্কুল পরিদর্শকের (প্রাইমারি) দপ্তরে হাজির হয়। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের একাংশ সেখানে উপস্থিত ছিল। কমিটি গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পরে পরিস্থিতি সামাল দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সদস্য তথা চোপড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ সিংহ বলেন, 'ব্লকে দুই সংগঠন কমিটির রাশ নিজেদের হাতে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতা ঠিক নয়। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে।' এবিআরএসএমের চোপড়া চক্রের সভাপতি রানা দাস অবশ্য বলছেন, 'আমাদের শিক্ষকরা কারও সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়াননি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে কবে এবং কীভাবে বৈঠক হবে, এ ব্যাপারে মতামত জানাতে আমরা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরে গিয়েছিলাম।' বিজেপির টিচার সেলও শিক্ষকদের মধ্যে বচসার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। সংগঠনের মণ্ডল কনভেনার সমীর দাসের দাবি, 'কীভাবে খেলা পরিচালনা করা হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। আগে থেকে তালিকা করে নামমাত্র মিটিংয়ে যেন না ডাকা হয়।'

তবে শিক্ষকদের একাংশ কমিটিতে দুই সংগঠনের প্রতিনিধিদের রাখার দাবি তুলেছে। স্কুল পরিদর্শক দপ্তর জানিয়েছে, কমিটি গঠনের ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বৈঠক ডেকে সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চোপড়া উত্তর সার্কেলের সম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী বলেন, 'বাম আমলে সমস্ত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে কমিটি গঠন করা হত। তৃণমূল আমলে সেই প্রথা কার্যত উঠে যায়। এবার কোন পদ্ধতিতে কমিটি গঠন হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।' প্রাথমিক স্কুলগুলির চলতি বছরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, ১৪-১৬ ডিসেম্বর চক্র স্তরে, ১৮ ও ২২ ডিসেম্বর মহকুমা স্তরে এবং ২৯-৩০ ডিসেম্বর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা হবে। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা হবে ৭-৯ জানুয়ারি।

শংকরকে দলে ফেরাতে প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : জেলার একাংশের আপত্তি, তবু শংকর মালাকারকে দলে ফেরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, শীঘ্রই কলকাতায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদকে দলে ফেরাবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে শংকরের পাশাপাশি তাঁর অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দিতে চান। কারা যোগ দিতে আগ্রহী, তাঁদের নামের তালিকা শংকরের কাছে চেয়েছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটি। অনুগামীদের দলে নেওয়ার আগে ঝাড়াই-বাছাই করতে চাইছে জেলা নেতৃত্ব। তারপরই তাঁদের যোগদান হবে শিলিগুড়িতে। জেলা কংগ্রেসের এক নেতা এই কথা জানিয়েছেন।

যদিও শংকরের যোগদানের বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুবীন ভৌমিক।

জেলা নেতৃত্বের একাংশের আপত্তি মূলত শংকরের অতীত রাজনৈতিক অবস্থান ঘিরে। তা সত্ত্বেও প্রদেশ নেতৃত্ব তাঁকে ফেরানোর বিষয়ে এগোচ্ছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি। মতভেদ রয়েছে দলে।

এদিকে, কার্সিয়াংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা শুক্রবার তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। বিষ্ণুর যোগদানের পর শংকরের কংগ্রেসে ফেরার পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। আগেই কংগ্রেসে ফেরার কথা জানিয়েছিলেন শংকর। এদিন তিনি বলেন, 'কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গের অবজার্ভার দিল্লিতে গিয়েছেন। দিল্লি থেকে ফিরলে যোগদানের দিন চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেবেন।'

বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে

অনুগামীদের নাম চাইল জেলা কংগ্রেস



সংগঠন বাড়াতে তৃণমূলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস। পাহাড়ে সংগঠন মজবুত করতেই বিষ্ণুকে দলে নেওয়া হয়েছে। শংকর ফিরলে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে বলে কংগ্রেসের এক নেতা জানান। তবে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে লড়ার সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শংকরের বিষোদ্গারের কারণে দলের একাংশ তাঁর প্রত্যাবর্তনে আপত্তি জানাচ্ছেন। দলীয় বৈঠকে কয়েক জন নেতা ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, আগামী সপ্তাহে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে 'ভোট বাঁচাও দেশ বাঁচাও' কর্মসূচিতে শিলিগুড়িতে মিছিল করবে কংগ্রেস। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের নেতা-কর্মীরা তাতে যোগ দেবেন। সুবীনের বক্তব্য, 'পাঁচ জেলা নেতা-কর্মীদের নিয়ে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে আমরা মিছিল করব। তার আগে ২২ নভেম্বর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা কংগ্রেসের তরফে মিছিল করা হবে।'

জামিন খারিজ হতেই সপরিবার বেপাত্তা কৃষ্ণ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বাড়ির সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। কয়েকদিন আগেও এখানে সকাল থেকে বেশ কয়েকটা বাইক দাঁড়িয়ে থাকত। এলাকার লোকজন কিছুটা এড়িয়েই চলত রাস্তাটা। বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ দাসের খোঁজ করতেই রাস্তায় খেলতে থাকা একটি বাচ্চা মেয়ে এগিয়ে বলল, 'ওরা কেউ বাড়িতে নেই।' এ কথা বলেই আবার নিজের খেলায় মত্ত হয়ে গেল সে।

এলাকায় খোঁজ নিতেই জানা গেল, দু'দিন আগে থেকেই কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠদের যাতায়াত কমে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও সুপ্রিম কোর্টের শুনানি হয়নি। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে কৃষ্ণর জামিন নাকচের খবর জানাজানি হওয়ার পর তাঁর প্রতিবেশীরা বুঝতে পারেন শাগরেদদের যাতায়াত কমে যাওয়ার কারণ কী। শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের ধারণা, সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন নাকচ হতে পারে, এমনটা আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন কৃষ্ণ। যে কারণে শুনানির আগেই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন। আর ফের কৃষ্ণ গা-ঢাকা দেওয়ায় তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সর্বত্র।

বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীর ওপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগে নাম জড়ানোয় সপরিবারে এলাকাছাড়া হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। প্রায় পাঁচ মাস এলাকাছাড়া থাকার পর সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ দেওয়ায় বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার পর কৃষ্ণকে পুরোনো ফর্মে দেখা না গেলেও, তিনি যে ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে বাড়িতে বসেই নতুন করে ঘুঁটি সাজানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তা গত এক মাসে তাঁর বাড়িতে শাগরেদদের আনাগোনা দেখেই বুঝতে পারছিলেন স্থানীয়রা। এলাকায় জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে দানধ্

দেহ ফিরতেই উত্তেজনা

পলাশি দাসের কাকাশ্বশুরকে মারধরের অভিযোগ উঠল মৃত তরুণী তানিশা ঘোষের পরিবারের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। নামানো হয় আধাসেনাও। তরুণীর মা এখনও নিখোঁজ।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে তানিশা ঘোষের রহস্যমৃত্যু ঘিরে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফের উত্তেজনা ছড়ায়। ময়নাতদন্তের পর তরুণীর দেহ বাড়িতে ফিরতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় পলাশি দাসের কাকাশ্বশুর মানিক দাসকে বাড়িতে ঢুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তানিশার পরিবারের বিরুদ্ধে। মাথা ফেটে যাওয়ায় মানিককে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিবারের দাবি, মানিকের নার্ভের সমস্যা রয়েছে। পরিবারের এক মহিলাকেও চড় মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। নামানো হয় আধাসেনাও।

এদিকে, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তানিশার মা দীপশিখা ঘোষের কোনও খোঁজ মেলেনি। তিনি শহরে রয়েছেন, নাকি বাইরে চলে গিয়েছেন, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাঁর সূত্র পাওয়ার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দীপশিখা। ঋণের কিস্তি নিতে আসা ব্যাংককর্মীদের এড়াতে দু'বার তিনি বাড়ি ছেড়েছিলেন বলে অভিযোগ। পরে তাঁর স্বামী তাঁকে খুঁজে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এবার তিনি কোথায়, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে বাড়ি থেকে তানিশার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, বালিশ চাপা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় তানিশার মা দীপশিখা ঘোষ এবং তাঁর বান্ধবী পলাশি দাসের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই দীপশিখা নিরুদ্দেশ। ঘটনার পরই দীপশিখার বান্ধবী পলাশিকে আটক করেছিল পুলিশ। শুক্রবার তানিশার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পলাশিকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, বৃহস্পতিবার পলাশি তানিশাদের বাড়িতে যাননি।

এর আগে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছিল, পলাশির সঙ্গে দীপশিখার আর্থিক লেনদেন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। বোনের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা ধার নেওয়া এবং মায়ের নামে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ করানোর অভিযোগও তুলেছিলেন দীপঙ্কর ঘোষ।

পলাশির এক আত্মীয়ের কথায়, 'পলাশি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে পুজো দিয়ে ছেলেকে পড়াতে বসেছিল। এরমধ্যেই রাতের দিকে তানিশার পরিবার এসে বাড়িতে ঝামেলা শুরু করে। পরে আমরাই পলাশিকে হেনস্তা করার জন্য ডায়েরি করতে শিলিগুড়ি থানায় পাঠানোর উপদেশ দিই। তারপর থানায় যেতেই পলাশিকে আটক করে নেয় পুলিশ। পলাশি পালানোর কোনও চেষ্টা করেনি।' তাঁদের আরও অভিযোগ, 'তানিশার মানসিক সমস্যা ছিল। গত বছরও কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল।' তানিশার পরিবার অবশ্য এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।

তানিশার আত্মীয়দের সূত্রে খবর, কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর একবার ঝামেলা হয়েছিল। সেই সময় তানিশা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এরপর তাঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা জানতে চিকিৎসা করানো হয়। তাঁকে বেঙ্গালুরুও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে রিপোর্টে মানসিক সমস্যার কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে পরিবারের দাবি। তানিশার বাবা বলেন, 'মেয়ের জন্য ছেলে দেখাও শুরু করেছিলাম। তবে মেয়ে বলেছিল, বিয়ে না করে পড়তে চায়।'

আর্থিক সমস্যার কারণে কয়েক বছর তানিশাকে কলেজে ভর্তি করানো যায়নি বলে তাঁর বাবার দাবি। স্থানীয় সূত্রে আরও খবর, পরিবারে নানা বিষয় নিয়ে অশান্তি ছিল। তাই ঋণ সংক্রান্ত বিবাদের বাইরেও তানিশার মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালিশ চাপা দিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না, সে বিষয়েও এখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি পুলিশ। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'গোটা বিষয়টাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'



- ময়নাতদন্তের পর দেহ ফিরতেই দুই পরিবারের সংঘাত নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে
- ঋণবিবাদ, নিখোঁজ মা ও পলাশি দাসের গ্রেপ্তারি ঘিরে তদন্ত এখন এগোচ্ছে
- তানিশার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দুই পরিবারের ভিন্ন দাবি সামনে এসেছে



দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক পেলেন নগেন্দ্রনাথ

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির তরফে শুক্রবার শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে বিএড কলেজের সভাকক্ষে পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়কে দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। রাজবংশী রামায়ণের রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নামতেই প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করা হয়। হাঁটাচলায় সমস্যা। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে মঞ্চে উঠে বর্ষীয়ান মানুষটি বলেন, 'সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষ আমার আত্মীয়। রাজবংশী, বাঙালি, বিহারি বলে কিছু নেই। সবাই আমার আত্মীয়। আমরাই বৈষম্যের সৃষ্টি করেছি।' দীনেশচন্দ্রের নামে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তাঁর লেখা পড়েননি এমন ছাত্রছাত্রী কম। বাংলা ভাষায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় থাকবে। রাজবংশী ভাষায় নগেন্দ্রনাথের অনুবাদ নতুন দৃষ্টান্ত। বাংলা-রাজবংশী মেলবন্ধন ঐতিহাসিক হবে, দুই ভাষারই ব্যাপ্তি বাড়বে, নতুন সাহিত্য রচিত হবে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিখিলেশ রায় বলেন, 'বিশ্বের নানা দেশে স্থানীয় ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয়েছে। ভারতে নগেন্দ্রনাথ রায় তা রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।'

দীনেশচন্দ্রের প্রপৌত্রী তথা সোসাইটির সম্পাদক দেবকন্যা সেন জানান, এদিন তাঁর তিরোধান দিবস। নগেন্দ্রনাথকে স্বর্ণপদক দিতে পেরে তাঁরা গর্বিত। দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতিও তুলে ধরেন তিনি। নগেন্দ্রনাথের নামে ডাকটিকিট ও ২০১৭ সালের ক্যালেন্ডার আনন্দময় প্রকাশ করেন।

চুরির গয়না বিক্রি, আটক বিজেপি নেতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : রাজ্য সরকারের বয়স মাত্র ছয় মাস। এর মধ্যেই শিলিগুড়িতে নানা অভিযোগে জর্জরিত পদ্ম শিবির। তিনবাত্তি মোড়ে ট্রাক থামিয়ে চালককে মারধর করে তোলাবাজির ঘটনায় বিজেপির এক যুব নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। তোলাবাজির ঘটনায় এই নিয়ে তিনজন গ্রেপ্তার হলেও এখনও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর সুজয় বিশ্বাসের ভাই সঞ্জয় বিশ্বাস গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সঞ্জয়কে বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে দল সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় কাজে যোগ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তারপরও কোন ক্ষমতায় সঞ্জয় পুলিশের হাত এড়াচ্ছেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, চুরি যাওয়া গয়না হাতবদলের পর বিক্রির অভিযোগে বিজেপির যুব মোর্চার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৩ নম্বর মণ্ডলের এক নেতাকে আটক করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, এক নাবালক নিজের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি করেছিল। ওই নেতা নাবালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে গয়না নিয়ে হিলকার্ট রোডের একটি দোকানে বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ। পরিমাণ ১৪ গ্রামের মতো। চুরির বড় চক্র এর নেপথ্যে রয়েছে কিনা, জানতে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ নিজেদের মতো কাজ করছে। যে দোষ করবে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।'

ট্রাক থেকে তোলাবাজির ঘটনায় শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে শুভাশিস রায় ওরফে বিশাল নামে বিজেপির এক যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রাক থেকে তোলাবাজির সময় যে ভিডিও সামনে এসেছে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি), সেখানে শুভাশিসকে দেখে চিনতে পারা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ব্লেড নিয়ে শুভাশিস ওই ট্রাকের ত্রিপলের দড়ি কাটতে শুরু করেছিলেন।

এর আগে তোলাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মাটিগাড়ার পতিরামজোতের বাসিন্দা দুই ভাই অভিজিৎ সিংহ ও শুভজিৎ সিংহের তিনদিনের পুলিশ হেপাজত এদিন শেষ হয়। অভিজিৎ ও শুভজিতের পাশাপাশি শুভাশিসকে এদিন পুলিশ জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে। আদালত তিনজনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।



- তিনবাত্তি মোড়ে ট্রাক থামিয়ে চালককে মারধর করে তোলাবাজির ঘটনা ঘটে
- সেই ঘটনায় বিজেপির এক যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- এখনও অধরা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটরের ভাই

সঞ্জয় ঘটনার পর থেকে গা-ঢাকা দিলেও তাঁর মোবাইল ফোন এতদিন অন ছিল। ফোন করলে তিনি কথাও বলছিলেন। কিন্তু এদিন তাঁর মোবাইল ফোন সুইচড অফ মেলে। এদিন সঞ্জয়ের দাদা সুজয় বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে এনজেপি থানায় দেখা যায়। সুজয় বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে দলের কিছু করার নেই।'

সব মিলিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে একের পর এক তোলাবাজি সহ অনৈতিক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠায় বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে।

গীতা পাঠে উত্তর থেকে লক্ষ্য ৫০ হাজার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'দশ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। আয়োজক এবং সংঘ পরিবার সূত্রে খবর, এই কর্মসূচিকে সফল করতে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কর্মী-সমর্থক এবং সাধুসন্তদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আবার ২০২৯ সালের লোকসভার আগে ব্রিগেডের মতোই গীতা পাঠের বড়সড়ো একটি কর্মসূচি শিলিগুড়িতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান সংঘ নেতাদের একাংশ।

সংঘ নেতা সত্যরঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে আবারও গীতা পাঠের কর্মসূচি হবে। সেই পরিকল্পনায় এগিয়ে চলছে প্রস্তুতি।' বিধানসভার আগে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হয়েছিল। সেই স্থানকেই পরবর্তী লোকসভা ভোটের আগে গীতা পাঠের জন্য চিহ্নিত করা হতে পারে বলে তিনি বলেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে হিন্দু ভাবাবেগকে সংহত করার পাশাপাশি ব্রিগেডের অনুষ্ঠান আসলে গেরুয়া শিবিরের রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের একটি বড়সড়ো উদাহরণ হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, আয়োজকদের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) উত্তরবঙ্গের সম্পাদক (সংগঠন) অনুপকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'গীতা পাঠে হিন্দুরা যাবেন স্বাভাবিক। এতে কাউকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। হিন্দু সংগঠনগুলির তরফে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হতে পারে।' ভিএইচপির তরফে বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, গৌড়ীয় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠের প্রায় ২ হাজার সাধুসন্ত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন গেরুয়া শিবিরের প্রায় ৪৫ হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থক।

আপাতত বিপুল সংখ্যক এই অংশগ্রহণকারীদের কলকাতায় পৌঁছে দিতে উত্তরবঙ্গজুড়ে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। আয়োজক সূত্রে খবর, টিকিট কেটেই রেল ও বাসে চেপে কর্মী-সমর্থকরা কলকাতায় যাবেন। তবে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকার সুবাদে বিশেষ ট্রেন বা বাসের মাধ্যমে বিনামূল্যেই বিপুল এই জনস্রোতকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হতে পারে।



পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উৎসব শেষ, আবার শুরু প্রতীক্ষা।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবদীপ বসু।

উড়ান বাতিল, বিমানবন্দরে ঝামেলা

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : প্রতিদিন বাতিল হচ্ছে একটি বেসরকারি সংস্থার বিমান। যার জেরে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। শুক্রবার আহমেদাবাদ-বাগডোগরা-আহমেদাবাদ রুটের উড়ান বাতিল হওয়ার ফলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ও ভাঙচুর করার চেষ্টা চালান। বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশ এবং সিআইএসএফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিকল্প বিমান না পেয়ে অনেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করে ছোট গাড়িতে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন।

এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল যাত্রীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন।

সন্দীপ মোহন নামে এক যাত্রী বলেন, 'বাগডোগরা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে আহমেদাবাদ যাওয়ার জন্য বিমান ছিল আমার। আমরা সিকিম থেকে সাড়ে ৪টায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসেছি। বিমান সংস্থার তরফে সঠিক সময়ে বাতিলের বিষয়ে জানানো হয়নি। এভাবে কেন যাত্রীদের নাজেহাল করা হয়, বুঝি না।'

এদিন সন্ধ্যার পর কয়েকজন যাত্রী বাগডোগরা থেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করে কলকাতা রওনা দেন। কলকাতা থেকে অন্য বিমানে আহমেদাবাদ যাবেন তাঁরা। সঞ্জীব মালহোত্রা নামে এক যাত্রী বলেন, 'এখান থেকে অন্য উড়ানে আহমেদাবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না ওই সংস্থা। জরুরি কাজের জন্য আমায় আহমেদাবাদ যেতেই হবে। সেজন্য বাধ্য হয়ে তিনজনে মিলে ২২ হাজার টাকায় গাড়িভাড়া করে কলকাতা যাচ্ছি!'

বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ওই বিমান সংস্থার জন্য আমাদের সমস্যা হচ্ছে। আজ অনেকে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকায় ছোট গাড়ি ভাড়া করে কলকাতা গিয়েছেন।' তবে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার কোনও আধিকারিক।

কর্মসূচিতে ব্রাত্য দুর্গা রুষ্ট বিডিও-র কাজে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাসের জন্য জমি দেখছেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ায় জমি পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিডিও বনানী মজুমদার। কিন্তু দেখা মেলেনি স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর। এক রাজনৈতিক নেতার ডাকে বিডিও কেন গেলেন এবং বিধায়ককে কেন জানানো হল না, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

অভিযোগ, দুর্গাকে বাদ দিয়েই দলীয় ও প্রশাসনিক কাজের তদারকি করছে দলের একাংশ। শুক্রবার জেলা নেতৃত্ব ও মণ্ডল সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করে নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন দুর্গা। তাঁকে বাদ রেখে কাজ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর বক্তব্য, 'প্রত্যেক মাসে কোথায় কী কাজ হয়েছে সেই আলোচনা হয়েছে। দলের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ করছি। শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে নিয়ম টপকে কেউ যাতে পদক্ষেপ না করেন, তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি।'

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও-র ফোন মারফত দাবি, 'কোনও দলের নেতার ডাকে নয়, আমি নিজেই জমি পরিদর্শনে গিয়েছি। জায়গাটি কোথায় আমার জানা ছিল না।' এদিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত দু'বার ফোন করা হলেও অরুণ তা ধরেননি। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত গৌতমের বক্তব্য, 'সেরকম বড় কোনও বিষয় নয়। প্রত্যেক মাসে রিভিউ বৈঠক হয়ে থাকে। সেই বৈঠকে এক মাসে কী কাজ হয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী মাসের জন্যও কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

সম্প্রতি বিধাননগরের তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সূত্রের খবর, জেলা বিজেপির এক শীর্ষ নেতার হাত ধরেই দিল্লি পৌঁছেছিলেন কাজল। তখন ফাঁসিদেওয়া ও বিধাননগরের নেতাদের গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগে প্রতিবাদ জানান বিধাননগরের বিজেপি নেতাদের একপক্ষ। বিক্ষোভকারীদের নিয়ে বৈঠক না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হন।

প্রশাসনের কাজে নাক গলাচ্ছেন অরুণ

বিধায়কের ক্ষেত্রেও কি পরিস্থিতি এক? নইলে কেন মণ্ডল সভাপতিদের সামনে জেলা নেতৃত্বকে দলীয় শৃঙ্খলার কথা শোনাতে হল দুর্গাকে, সেই প্রশ্ন উঠছে। দুর্গা অনুগামীদের অভিযোগ, বিধায়ককে বাদ দিয়েই দলের কিছু বৈঠক হচ্ছে। কয়েকজন নেতার অঙ্গুলিহেলনেই ঠিক হচ্ছে কাজের জায়গা। তাঁর এলাকায় নেতা-মন্ত্রীরা এলেও বিধায়ক অনেক ক্ষেত্রে জানতে পারছেন না। আগেও জেলার কয়েকটি বৈঠকে না ডাকার অভিযোগে চটেছেন দুর্গা। এবার তিনি রাজ্যে সেই অভিযোগ জানাবেন কি না, তা নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে।

নিকিতার শেষকাজ সম্পন্ন

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। তবে ঘরে ফিরলেন না তাঁদের আদরের মেয়ে, ফিরলেন না সৌভিকের জীবনসঙ্গীও। শুক্রবার সকালে সদর চোপড়ায় পৌঁছাল নিকিতা সাহার নিথর দেহ। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাবার বাড়িতে। পরে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্বশুরবাড়িতে। তরুণীর দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়পরিজনরা।

শেষবারের মতো নিকিতাকে দেখতে সকাল থেকেই দুই বাড়িতে ভিড় করেন আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। কেউ আবার নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এদিনই নিকিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মাত্র চার মাস আগেই ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল নিকিতা ও সৌভিক দাসের। নতুন সংসার, একসঙ্গে পথচলা আর ভবিষ্যৎ ঘিরে ছিল নানা স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্নের সংসার সাজানোর আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

আজ সিকিম যাচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : সিকিমের গাড়ি সমতলের সর্বত্র ছুটতে পারলেও, এখানকার গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে সিকিম পাহাড়ের সব জায়গায় যেতে পারে না— এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। দুই রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ চুক্তি থাকলেও তা সিকিম মানে না বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্যা সহ কয়েকটি বিষয়ে সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে পাহাড়ি রাজ্যটিতে শনিবার যাচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী সহ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার থেকে রাজধানী গ্যাংটকের রিজ পার্কে দু'দিনের সিকিম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২৬ শুরু হচ্ছে। ওই পর্যটনমেলায় যোগ দিতে যাচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর। এই মেলার সূচনায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে), ওই রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ছিরিং থেনডুপ ভুটিয়া সহ কয়েকজন মন্ত্রী এবং আমলার উপস্থিত থাকার কথা। এই অনুষ্ঠানে গিয়ে সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের বন্ধুত্বের বার্তা দেবেন শংকর। তাঁর কথায়, 'এখন আর পর্যটকরা শুধু দার্জিলিং বা সিকিম ঘুরতে আসেন না। তাঁরা সিকিম এবং দার্জিলিং নিয়ে প্যাকেজড ট্যুর করেন। দপ্তরের তথ্য বলছে, গত কয়েক বছরে এই প্যাকেজড ট্যুরের হার লাফিয়ে বেড়েছে। অর্থাৎ পর্যটকরা দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমে ঘোরার জন্য একইসঙ্গে প্যাকেজড ট্যুর বুক করে আসছেন। সেই পর্যটকরা যাতে নির্বিঘ্নে সর্বত্র ঘুরতে পারেন, সেই ব্যবস্থাকে আরও সহজ করাই পর্যটন দপ্তরের লক্ষ্য।'

দুই রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরেও পুনরায় সেই চুক্তি পর্যালোচনা করে কিছু সংশোধন, সংযোজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী বলেছেন, 'চুক্তি অনুযায়ী পর্যটক নিয়ে সিকিমের গাড়িগুলি যেমন এরাজ্যে সর্বত্র ঘুরতে পারবে, একইভাবে আমাদের এখানকার গাড়িগুলিও সিকিমে সর্বত্র পর্যটক নিয়ে যেতে পারবে। নতুন সরকার আসার পরে গাড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে তিন হাজার করেছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের তিন হাজার গাড়ি সিকিমে চলবে, সিকিমের সমসংখ্যক গাড়ি আমাদের রাজ্যে চলতে পারবে।'

গাড়ির সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ

তাঁর অভিযোগ, 'সিকিমে সব জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পেলিং, রা বাংলা, নামচিতে পর্যটক নিয়ে চলাচলে সমস্যা করছে। পেলিংয়ে পর্যটক নামিয়ে দিতে পারলেও সেখান থেকে আর পর্যটক তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পর্যটকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।' পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, দুই রাজ্যই সঠিকভাবে পারস্পরিক চুক্তি মেনে চললে পর্যটকরাও স্বচ্ছন্দে বেড়াতে পারবেন, তাঁরাও উপকৃত হবেন।

সিকিমে পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি চলাচলে সমস্যার কথা অজানা নয় পর্যটনমন্ত্রী শংকরের। তিনি বলেন, 'সমস্তটাই জানি। শনিবার সিকিমে যাচ্ছি। সেখানে যাতে আমাদের গাড়িগুলিও বিনা বাধায় সর্বত্র চলাচল করতে পারে, সে বিষয়ে কথা বলব। সিকিম সরকারের বক্তব্যও শুনব।'

দ্বারস্থ পরিবহণমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার কলকাতায় পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির প্রতিনিধিরা। বাসভাড়া বৃদ্ধি, টোলের সরলীকরণ এবং ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার তহবিলে টাকা জমা নিয়ে একাধিক দাবি জানান তাঁরা। বৈঠকে বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাসের দৈনিক লোকসানের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়। সংগঠনের সভাপতি প্রণব মানি বলেন, 'সমস্ত ধরনের রুট মিলিয়ে প্রতিদিন ৬৯ শতাংশ ক্ষতির মুখে আমাদের পড়তে হচ্ছে। আমরা অনুরোধ করেছি, অন্তত বাস মালিকরা প্রতিদিন যাতে ১৫ শতাংশ আয়ের মুখ দেখতে পারে, সেইমতো টিকিটের দাম করে দেওয়া হোক।' এদিন টোলের বিষয়েও সরব হন বাস মালিকরা। প্রতি তিন মাস অন্তর কর নেওয়া হলেও ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ারে নির্ধারিত টাকা জমা পড়ছে না বলেও মন্ত্রীকে জানানো হয়।

গাউন নয়, উত্তরীয়তে আস্থা উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২০ নভেম্বর : 'পশ্চিমী' গাউন ছেড়ে এবার 'ভারতীয়' উত্তরীয় পরার নিদান দিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার ছিল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মঞ্চে কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও অতিথিদের চিরাচরিত অ্যাকাডেমিক গাউন পরে থাকতে দেখা গেলেও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে তা পরে থাকতে দেখা যায়নি। বদলে সাধারণ পোশাকে ছিলেন তিনি। গলায় ছিল উত্তরীয়। তবে কি এবার বদলাতে চলেছে সমাবর্তনে গাউন পরার নিয়ম? শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'জানি আমাকে একটু অন্যরকম লাগছে। আসলে, গাউন থাকলেও আমি তা পরতাম না।'

সম্প্রতি দুর্গাপুজোয় নিরামিষ খাওয়ার নিদান নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। সেই সময় চিরাচরিত রীতি ছেড়ে 'সনাতনী' নিয়ম মানার নিদান দেওয়া হয়েছিল কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ



মহুয়াকে নোটিশ

গৌতম আদানিকে উদ্দেশ্য করে কার্টুন পোস্ট করার অভিযোগে আইনি নোটিশ পাঠানো হল মহুয়া মৈত্রকে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে পোস্ট মুছে, জনসমক্ষে ক্ষমা না চাইলে মহুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী।



সন্তানকে খুন

লালগোলায় দু'মাসের শিশুসন্তানকে খুনের অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার অভিযুক্ত লাইলি খাতুনকে (১৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পারিবারিক অশান্তির জেরেই নিজের ছেলেকে পুকুরে ফেলে দেন তরুণী।



হেনস্তা

রাতের মেট্রোয় মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সামনেই তাঁকে অপ্রীতিকরভাবে স্পর্শ করেন এক তরুণ। মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে সাহায্য পাননি বলে দাবি সাংবাদিকের।



রিপোর্ট তলব

আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তথ্যপ্রমাণ নষ্টের অভিযোগে সিবিআই-কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।



বিচ্যুতির দায় এড়ালেন শমীক!

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : দুর্নীতি, তোলাবাজি সহ বিচ্যুতির দায় নেবেন না শমীক। কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক ও বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসলের উপস্থিতিতে বৈঠকের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, যেসব অভিযোগ এবং বিচ্যুতির কথা সামনে আসছে, তাঁরা কেউ দলের নন। তাই তাঁদের বিচ্যুতির কোনও দায় নেওয়ারও দলের প্রশ্ন নেই। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে ৬ কোটি টাকার তোলাবাজির দায়ে দলীয় নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও এদিন শমীক বলেছেন, 'বিচ্যুতি এখনও পর্যন্ত সেভাবে তেমন দেখা যায়নি।' তবে প্রকাশ্যে এই কথা বললেও সূত্রের খবর, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ ও বিচ্যুতির ব্যাপারে কড়া বার্তা দিয়েছেন বনসল।

১ জানুয়ারি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। ওই দিন থেকে ২৫দিন রাজ্যব্যাপী সেবাদূত জনসংযোগ কর্মসূচিতে নামছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মনোভাব ও এসআইআরে ভোট চুরির অভিযোগে বিরোধীদের প্রচারের পালটা জবাব দিতেই এলাকায় এলাকায় যাবেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের বৈঠকে সেই কর্মসূচির রূপরেখাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে জেলা সভাপতি, বিভাগীয় প্রধান, জোন ইনচার্জ এবং আহ্বায়কদের তলব করেছিলেন বনসল। সেখানেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দুর্নীতির প্রশ্নে কড়া বার্তা দিয়েছেন বনসল। দলীয় নেতাদের সাফ জানিয়েছেন, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী আপনি যাই হোন না কেন,

কড়া বার্তা বনসলের

সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে। সংগঠনকে এড়িয়ে কিছু করা যাবে না। সতর্ক করে বলেন, 'এমন কোনও আচরণ করবেন না, যাতে দল ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। আপনি যত বড়ই মন্ত্রী হোন না কেন, দলের থেকে বড় নন। দল মনে করলে মন্ত্রীকে ছেঁটে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

বৈঠকে শমীক বলেন, 'নিজের চেয়ার ঠিক রাখতে সব ভালো ভালো বলে রিপোর্ট দেবেন। যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। এমনটা যেন না হয়। বিচ্যুতি থাকলে তাকে চিহ্নিত করতে হবে। দলকে জানাতে হবে।' যদিও প্রকাশ্যে শমীক বলেছেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, তাতে মানুষ ভালো আছে। নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কার্যকর করা হচ্ছে। তবে সমস্ত কাজ সব প্রতিশ্রুতি আমরা করে ফেলেছি এমনটা দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই। ছোটখাটো কোনও বিচ্যুতি যদি ঘটে থাকে, তা দল ঠিক করে নেবে।' এরপরই বিচ্যুতি নিয়ে দলীয় পদক্ষেপের কথা পাড়তেই শমীক ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বলেন, 'বিচ্যুতি এখনও পর্যন্ত সেভাবে তেমন কিছু দেখা যায়নি। যেগুলো আপনারা সামনে আনছেন, তাতে দল যুক্ত নয়।'

দলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এবং শমীক নিজে বিচ্যুতির ব্যাপারে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কাজ না হওয়ায় অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। সাসপেনশনের মতো শাস্তি নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে। কেন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে সবুজসংকেত দিচ্ছে না দল? এই প্রসঙ্গে শমীক বলেছেন, 'যাঁরা আমার সঙ্গে নেই তাঁদের দায় আমি নিতে পারি না। কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমি কী করে হস্তক্ষেপ করতে পারি। তবে পুলিশকে বলা হয়েছে কোথাও কোনও বিচ্যুতি দেখলে রং না দেখে কড়া ব্যবস্থা নিন।' এই অবস্থায় দুর্নীতি ও স্বজনপোষন রুখতে জেলা ইনচার্জকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

গিরিশ পার্ক থানার বাইরে তৃণমূল-বিজেপি খণ্ডযুদ্ধ

অভিষেকের মন্তব্যে উষ্মাপ্রকাশ কোর্টের

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে একের পর এক লাগামছাড়া মন্তব্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের ক্ষোভপ্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'মন্তব্যগুলি ইচ্ছাকৃত আদালত অবমাননা না'ও হতে পারে। তবে এই ধরনের মন্তব্য এড়ানো যেত।' উষ্মাপ্রকাশ করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'এই ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক এবং আদালতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। একজন সাংসদ তথা আইনপ্রণেতা যদি এই ধরনের মন্তব্য করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে বা তাঁর অনুগামীদের কাছে কী বার্তা যাবে।' তবে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও ডায়মন্ড হারবার সাংসদের ডিজে মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়েছেন বিচারপতি। ২৯ জানুয়ারি বা পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে এই মামলায় কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

চলতি বছর বিধানসভা ভোটের প্রচারে একাধিকবার ডিজে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছিল অভিষেককে। যা নিয়ে এফআইআর দায়েরের পর তদন্ত চলছে। এদিন এই মামলাতেই রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন, বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিষেককে শোকজ করেছে অন্য বেঞ্চ। তার পরেও একাধিকবার বিচারব্যবস্থা ও বিচারপতিদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন সাংসদ। তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের রক্ষাকবচের নির্দেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। অশিক্ষার কারণেও কেউ আদালতকে



আক্রমণ করতে পারেন না। তাই তার রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো উচিত নয়। তার পরেই অভিষেকের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনার মক্কেল আদালত সম্পর্কে প্রতিদিন কী মন্তব্য করছেন তা জানেন না? কোনও রায় পছন্দ না হলে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কেন বার বার একই কাজ করছেন? এগুলি অযথা সমস্যা বাড়ানো হচ্ছে।' তবে এই ধরনের মন্তব্য সরাসরি আদালত অবমাননা বলা যায় কি না, তার ভিত্তিতে মামলাকারীর আবেদন খারিজ করা যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি।

অভিষেকের রক্ষাকবচ প্রসঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'এই মুহূর্তে সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতা বা আদালত অবমাননার মতো যথার্থ প্রমাণ নেই। উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে আদালত অবমাননার মামলার প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।' ডিজে মন্তব্য নিয়ে সিআইডি তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্টও চেয়েছেন বিচারপতি।

> **এই ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক এবং আদালতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। একজন সাংসদ তথা আইনপ্রণেতা যদি এমন মন্তব্য করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে বা তাঁর অনুগামীদের কাছে কী বার্তা যাবে।**
> সৌগত ভট্টাচার্য
> বিচারপতি

পুলিশকে হুমকি, জেরা অভিষেককে

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে তাঁদের ভবিষ্যতে কাজের হিসাব নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানাকে নিয়েও মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। তার জেরে গতমাসে আইনজীবী তথা বিজেপি সদস্য নাজিয়া ইলাহি খানের অভিযোগের ভিত্তিতে গিরিশ পার্ক থানায় এফআইআর হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে শুক্রবার গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দিতে হল মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা তাঁকে জেরা করা হয়। থানা থেকে বেরোনোর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে পুলিশকে হুমকি, ভয় দেখানো ও নিগ্রহের মত গুরুতর অভিযোগ তুলে আইনজীবী অর্ক নাগের মাধ্যমে 'জিরো এফআইআর' দায়েরও করেন তিনি। সন্ধ্যায় কালীঘাটে অর্ক বলেন, 'গিরিশ পার্ক থানা অভিষেকের ক্ষেত্রে যে তৎপরতা দেখিয়েছে, জিরো এফআইআর-এর ক্ষেত্রেও ওঁরা সেই একই তৎপরতা দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবে।

এদিন দুপুর ১টা নাগাদ গিরিশ পার্ক থানায় পৌঁছোন অভিষেক। থানায় তাঁর হাজিরাকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন অভিষেক অনুগামীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যান বিজেপি কর্মীরাও। অভিষেক থানায় ঢোকার সময় বিজেপি সমর্থকদের একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দেন। পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরাও। ক্রমে দু'পক্ষের মধ্যে



বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি শুরু হয়। পচা রসগোল্লা ছোড়া এবং এক তৃণমূল কর্মীর মুখে জোর করে পচা মিষ্টি গুঁজে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ অভিষেক বেরিয়ে যাওয়ার পরেও থানা চত্বরের উত্তেজনা কমেনি। যদিও এদিন থানা থেকে বেরিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিষেক।

এফএমসিজি ব্যবসায় শ্রাব্বি ন্যাচারালস

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : এফএমসিজি ব্যবসায় পা রাখল শ্রাব্বি ন্যাচারালস প্রাইভেট লিমিটেড। আগামী পাঁচ বছরে ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংস্থাটি। সেই লক্ষ্য পূরণে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। পার্সোনাল কেয়ার এবং পুজো-সামগ্রীর বাজারে ব্যবসা বাড়াতে চায় তারা। শুক্রবার কলকাতার একটি বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা জানান সংস্থার ডিরেক্টর শিবম আগরওয়াল। পার্সোনাল কেয়ার বিভাগে প্রথম পণ্য 'কেএমপি অলিভো' বডি অয়েল। এছাড়া প্রভা ও আরতি ব্র্যান্ডে প্রদীপের তেল এবং ঘি বাজারে আনছে সংস্থাটি। উৎপাদন বাড়াতে নতুন কারখানাও তৈরি হবে। এমডি রমেশ আগরওয়াল বলেন, 'আগামী পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে সেখানে কাজ শুরু হবে।' সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর অভিনেত্রী দর্শনা বণিক বলেন, 'এই পরিবারের সদস্য হতে পেরে ভালো লাগছে।'

হাজিরা টুলুর

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ছ'মাস নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে ভবানীভবনে হাজিরা দিলেন বীরভূমের পাথর সম্রাট টুলু মণ্ডল। এদিন ভবানী ভবনে এসওজি বিভাগে দীর্ঘক্ষণ সংশ্লিষ্ট মামলার সূত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় টুলুকে।

ভোটার তালিকা সংশোধন স্থগিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিল কমিশন। ২৩ নভেম্বর থেকে এই সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। এদিন কমিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তালিকা সংশোধনের সেই কাজ আপাতত স্থগিত করা হল বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে ১ জানুয়ারি ২০২৭-এর নিরিখে যাঁদের বয়স ১৮ বছর হবে, সেই নতুন ভোটারদের নাম তোলার বিষয়টি থমকে গেল। একইসঙ্গে বর্তমান তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত এককথায় অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজও আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

১৩ নভেম্বর থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসএসআর-এর লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছিল। ২৩ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে ওইদিন থেকেই তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, আপাতত এই কাজ স্থগিত থাকছে। শুধু তাই নয়, সংশোধনের এই কাজ কবে শুরু হবে, সেই দিনক্ষণ ঘোষণা অনিশ্চিত দেখে বিষয়টি কমিশন ভবিষ্যতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেবে বলে এদিনের ঘোষণায় জানিয়েছে রাজ্যের সিইও দপ্তর। সিইও দপ্তরের তালিকা সংশোধনের এই স্থগিতাদেশের কারণের ব্যাখ্যা না



- ১ জানুয়ারি ২০২৭-এর নিরিখে যাঁদের বয়স ১৮ বছর হবে, সেই নতুন ভোটারদের নাম তোলার বিষয়টি থমকে গেল
- একইসঙ্গে বর্তমান তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত এককথায় অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজও আপাতত বন্ধ হয়ে গেল
- সংশোধনের এই কাজ কবে শুরু হবে, তা স্পষ্ট করে জানায়নি কমিশন

দিয়ে সিইও দপ্তর জানিয়েছে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কমিশনকে।

রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে এসআইআরে ১৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সিইও দপ্তরের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে ১৬টি রাজ্যে এসআইআর হয়েছিল, তাতে সাকুল্যে ৯০ কোটিরও বেশি নাম বাদ পড়ে। ওই বাদ পড়া তালিকার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। পরে দিল্লি এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা নিয়ে জলঘোলা হতে শুরু করে। কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে চিহ্নিত ৩৩লক্ষ নামের যোগ্যতা বিচারের জন্য ট্রাইবিউনাল গড়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই ট্রাইবিউনালের বিচারেরও এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এরই মধ্যে এসআইআর হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৬টি রাজ্যে এসএসআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কাজ শুরু করে দেয় কমিশন। এসআইআর-এর ভিত্তিতে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত না করে এই বিশেষ সংশোধনের কাজ শুরু করা নিয়ে গোড়াতেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের এই আচমকা এসএসআর-এর কাজ স্থগিত করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

পুরসভার ভোট-জট

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে গিয়েই কি পুরভোট গাড্ডায় পড়তে চলেছে? একতরফা কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে ২০৯ করে পুনর্বিন্যাসের ফতোয়া জারি করেছিল কলকাতা কর্পোরেশন। তাতে সায় দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলার জেরে এখন পুরভোটই কার্যত অনিশ্চিত হতে বসেছে। এমন আশঙ্কা করছে বিজেপি। শুক্রবার সল্টলেকে দলীয় বৈঠকে যোগ দিতে এসে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপির ইনচার্জ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন সুকান্ত বলেন, 'যদি ধরে নিই ডিলিমিটেশন করতে গিয়ে ২০৯ ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর বসাতে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে পুরোনো ১৪৪টি ওয়ার্ড ধরেই সরকারের কো-অর্ডিনেটর নিয়োগে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।' সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা পুরভোট সংক্রান্ত সমস্ত মামলা জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে রাজি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। সুপ্রিম কোর্টের রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে কলকাতা পুরভোট আপাতত স্থগিত রেখে পুর প্রশাসকের মেয়াদ বৃদ্ধি ও ১৪৪ ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করে পুরসভার রাশ হাতে রাখার চেষ্টা করতে পারে সরকার।



বাউল-ফকিরি সুর বননবগ্রামে

বননবগ্রাম, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে বননবগ্রাম বাউল আশ্রমে শুরু হল তিনদিনের বাউল-ফকিরিমেলা। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দুশো বাউল-ফকির ছাড়াও স্পেন ও ইংল্যান্ডের শিল্পীরা এবার যোগ দিয়েছেন। উদ্বোধনে ছিলেন দিল্লির স্প্যানিশ দূতাবাসের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রধান ফার্নান্দো মাগল্লানেস এবং এক্সাইডের সিএসআর প্রধান নিশান্ত সিনহা। এদিন প্রকাশিত হয় আসমত ফকিরের গানের বই 'ভক্তগণের হৃদয়পুরে'। তাঁর শিষ্য ফকির নুর আলম গান গেয়ে বইটির উদ্বোধন করেন।

প্রথম দিনের বড় চমক ছিল স্প্যানিশ ব্যান্ড 'লা ফুরিয়া ডেলোস পাহারোস'-এর সঙ্গে রিনা দাস বাউল ও কাঙাল খ্যাপার যুগলবন্দি। শেষ পর্বে আসুরা ফকিরানি ও দেবলীনা ভৌমিকের নেতৃত্বে মহিলা শিল্পীদের মাইজভাণ্ডারী গান আসর জমিয়ে তোলে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্থানীয়দের পাশাপাশি কলকাতা, শান্তিনিকেতন ও দুর্গাপুর থেকে বহু শ্রোতা ভিড় জমান।

শনিবার থাকছে জলঙ্গির সুফি-কাওয়াল গোলাম ফকিরের গান এবং ইংল্যান্ডের জেমস লাস্কেলাস ও টিম হার্নিমেনের সঙ্গে বাউলদের যৌথ পরিবেশনা। জাতপাত ভুলে ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে রবিবার মিলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বপ্রেমের আসরের সমাপ্তি ঘটবে।

সবজির দাম বাড়ার শঙ্কা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : 'আকভান'-এর কোপে রাজ্যে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি ভিত্তিতে শুক্রবার নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। এদিন নবান্নে কৃষি দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, 'আমন ধান সহ ফসলের ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত পরিমাণ এখনই জানানোর সম্ভব নয়।' জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমানে। এবার আকভানের কোপে আমন ধান ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি শীতকালীন সবজি চাষেরও ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে শীতকালীন সবজির দাম বাড়তে পারে।

থ্রেট সংস্কৃতির অভিযোগ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : পড়ুয়া চিকিৎসকদের শোকজ ও রাতের ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের দৌরাত্মের আবহের মধ্যেই থ্রেট সংস্কৃতির অভিযোগ উঠল কলকাতা মেডিকেল কলেজে। সহপাঠীদের একাংশের বিরুদ্ধেই হুমকি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন কলেজের ১৮৯তম ব্যাচের তৃতীয় বর্ষের দুই পড়ুয়া। অভিযোগের তির এমসিডিএসএ-এর কয়েকজন সমর্থকের দিকে। শুক্রবার এই অভিযোগের কথা জানিয়েছেন এমএমও-র রাজ্য সভাপতি রুদ্রনীল নন্দী। এই ঘটনায় নকশালপন্থীদের ফের নিশানা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বাড়ির পুজোই এখন নয়া নেটওয়ার্কিং মঞ্চ

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ধূপ-ধুনোর গন্ধ আর শাঁখের আওয়াজের আড়ালে বাড়ির পুজো কি আজকাল নিখাদ ভক্তির বদলে ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখার সবচেয়ে নিরাপদ মঞ্চ হয়ে উঠছে? পরিচালক অরিন্দম শীলের ১৯৩ বছরের পুরোনো পারিবারিক জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে সমাজমাধ্যমে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে, তা অন্তত সেই প্রশ্নটাই নতুন করে উসকে দিল। একদা বামপন্থী, পরে তৃণমূল জমানার ঘনিষ্ঠ মুখ হিসেবে পরিচিত অরিন্দমের পুজোয় এবার গেরুয়া শিবিরের নেতাদের পাশাপাশি টলিউডের প্রথম সারির তারকাদের হাসিমুখের উপস্থিতি ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অরিন্দম শীলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজেপি নেতা এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। পুজোমণ্ডপে এসে দেবীর সামনে জোড়হাতে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে আরেক বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডাকেও। যদিও ২০২১ সালের ভোটের আগেও শঙ্কুদেবের সঙ্গে পরিচালকের 'চায়ে পে চর্চা' ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছিল। টলিপাড়ার উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিমার সামনে পরিচালকের সঙ্গে হাসিমুখে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, খোশমেজাজে কথা বলতে দেখা গিয়েছে সৌরসেনী মৈত্রকে। হাজির ছিলেন যশ-নুসরত এবং অভিনেত্রী-রাজনীতিক জুন মালিয়াও। কয়েক মাস আগেই চলতি বছরের মার্চে মুক্তি পাওয়া অরিন্দমের রাজনৈতিক থ্রিলার 'কর্পূর'-এ ঋতুপর্ণার পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষ। আবার ২০২৪ সালে এক অভিনেত্রীর অভিযোগের জেরে ডিরেক্টর্স গিল্ড থেকে তাঁর সাসপেনশন



অরিন্দম শীলের বাড়ির জগদ্ধাত্রীপুজোয় মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শঙ্কুদেব পন্ডা, জুন মালিয়া এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। অথচ পুজোর আসরে অতীতের বিতর্ক ও রাজনৈতিক দূরত্ব সরিয়ে রেখে সবার অনায়াসে মেলামেশা দেখে বিস্মিত অনেকেই।

অরিন্দমের রাজনৈতিক অবস্থান বদল নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর পদবি নিয়ে খোঁচা দিয়ে মন্তব্যকারীরা লিখেছেন 'সতত পরিবর্তন-শীল' কিংবা 'দ্রুত পরিবর্তন-শীল'। নেটিজেনদের একাংশের কটাক্ষ, লাল ও নীল শিবিরের পর এবার গেরুয়ার দিকে ঝুঁকেছেন পরিচালক, যা গিরগিটির রং বদলের সঙ্গে তুলনীয়। এক মন্তব্যকারীর প্রশ্ন, একসময় যিনি দিদির নির্দেশে গোটা টলিউডকে নিয়ে রাস্তায় মিছিল করতেন, তিনি এখন আর সেদিকে যান না? কেউ আবার গানের লাইনে বিঁধেছেন, 'ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়'। 'আমে দুধে মিশে গেল, জনগণ লাথি খেল' বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন একজন। অন্য একজনের সাবধানবাণী, এই পথে হাঁটলে বিজেপিরও বিপদ আসন্ন।

এই বিতর্ক ফের একবার কলকাতার অভিজাত মহলের এক সাম্প্রতিক অলিখিত সংস্কৃতিকে সামনে এনে দিল। শহরে এখন বাড়ির দুর্গা, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজো কেবল পারিবারিক আরাধনায় আটকে নেই, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর ডিজিটাল প্রচারের দৌলতে তা হয়ে উঠেছে সবচেয়ে মসৃণ জনসংযোগ ও 'নেটওয়ার্কিং'-এর আসর। প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চে শিবির বদল করলে যতটা সমালোচনার ঝুঁকি থাকে, পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা ও সৌজন্য বিনিময়ের মোড়কে নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি পৌঁছানো অনেক বেশি নিরাপদ। পুরোনো বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও এই ঘরোয়া আসরগুলো আজকাল দারুণ কার্যকরী হয়ে উঠছে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮২ সংখ্যা, শনিবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

সঞ্চয়ে জোর

আয় বুঝে ব্যয়- আপ্তবাক্যটি আজকের ভারতে বড্ড বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রতিদিনের বাজার খরচের ঊর্ধ্বমুখিনতায় আমজনতার নাভিশ্বাস উঠছে। প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবার খরচ বাড়ছে। অবস্থা এমন যে, দৈনন্দিন খরচ সামলাতে মানুষকে তিল তিল করে জমানো সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে। করোনা পরবর্তী ভারতে মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে আমজনতার কাছে।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটি জলছবি তৈরি হয়ে গেল মানুষের মনে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে মোদি বলেছেন, খাও-পিও-মৌজ করো মোটেও ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মুখে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সতর্কতার বিপরীতে মোদির সঞ্চয়ী বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

তাহলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা কি সত্যিই ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, যেকারণে দেশবাসীকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে। এর আগে ভারতীয়দের অপ্রয়োজনে বিদেশভ্রমণ না করার, অহেতুক সোনা না কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুতবৃদ্ধির পথে হাঁটছে বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারের উলটোদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শুরু করে সাধারণ পরিবারের বাজেট- সর্বত্র আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার তাগিদ জোরালো হওয়ার বৈপরীত্য প্রকট হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাংক সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টকে হাতিয়ার করে দাবি করছেন, দেশের অন্তত ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। তাহলে তাঁর মুখে আচমকা সঞ্চয়ের কথা কেন? ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সঞ্চয় নতুন ধারণা নয়। বরং যুগ যুগ ধরে গৃহস্থালির নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। মা-ঠাকুমারা সংসারের খরচ থেকে আলাদা করে লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টাকা জমিয়ে রাখতেন। যাতে দুর্দিনে সেই টাকা কাজে লাগে।

ভারতীয় পরিবারে আয়ের একাংশ ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত সংকট, সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা বা অবসর জীবনের জন্য সরিয়ে রাখার অভ্যাস নতুন নয়। বিশ্বায়নের গুঁতোয় সেই ব্যবস্থা বহুলাংশে ভেঙে গিয়েছে। উলটোদিকে ঋণ করে ঘি খাওয়ার ভোগবাদী মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে। প্রয়োজন থাকুক না থাকুক, দামি স্মার্টফোন, পোশাক, জুতো, গাড়ি, মোটরবাইক কেনা, ছেলেমেয়েকে মহার্ঘ স্কুল-কলেজে ভর্তি করা, বিদেশে ভ্রমণ ইত্যাদি প্রবণতা গ্রাস করেছে ভারতীয় সমাজকে।

ইএমআই দিয়ে সুখী জীবন ভোগের প্রবণতা এখন মারাত্মক। দেদার খরচের সেই মানসিকতায় এখন লাগাম টানার পরামর্শ দিচ্ছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, প্রকৃত সমৃদ্ধি কেবল তাৎক্ষণিক ভোগের উচ্ছ্বাসে নিহিত নয়, বরং তা আসে সংযম, দূরদর্শিতা এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে। তবে দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা কেবল নাগরিকদের সঞ্চয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সরকারের আয়ব্যয়ের ভারসাম্যও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ইত্যাদির জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ, ঋণের বোঝা সহনীয় মাত্রায় রাখা এবং অনুৎপাদক ব্যয় কমিয়ে মূলধনি ব্যয় বাড়ানো ইত্যাদি স্থিতিশীল অর্থনীতির মূল শর্ত। তাই জনপ্রিয়তা বা স্বল্পমেয়াদি সুবিধার লোভে এমন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে।

সরকারি কোষাগারের প্রতিটি টাকার হিসাব এবং তার উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা আর্থিক শৃঙ্খলার প্রথম ধাপ। তবে ভোগ বা চাহিদাও অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সাহায্য করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা শক্তিশালী থাকলে শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়ে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। তাই সঞ্চয়ের আহ্বান মানেই ভোগকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেওয়া নয়। আসল চ্যালেঞ্জ হল, চাহিদা এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রেখা টানা।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

একটি টর্চের আলোয় অন্ধকার ভবিষ্যৎ

প্রতিহিংসার রাজনীতি চরমে বাংলাদেশে। আওয়ামী লিগের পুনরুত্থান ঠেকাতে একজোট বিএনপি-জামায়াতে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



—আপনাদের ওখানে তো আবার ঝামেলা শুরু হল!

—নো প্রবলেম। উই আর ক্রিয়েটিং আওয়ার ফিউচার নাউ।

বাংলাদেশে নয়া তুলকালামের মাঝে ওপার বাংলার বিশিষ্ট সাংবাদিককে বার্তা পাঠালে এরকম উত্তর এল।

কী ভবিষ্যৎ তৈরি করছে বাংলাদেশ, কেউই জানে না। দুর্গাপুজোর সময় যে প্রবল উদার বাংলাদেশকে দেখা গিয়েছিল, জগদ্ধাত্রীপুজো শেষে সে দেশে আমূল বদল। পুনর্মূষিকো ভব।

রাত দুটো কুড়িতে ঢাকার উত্তরায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ফ্ল্যাটে ঠকঠকঠক। নুরুলের বয়স ৮১। পুলিশ হাজির ক্যামেরাম্যান নিয়ে। দরজা খুলে উঁকি মারল মেয়ে। ভেতরটা পুরো অন্ধকার। তার মধ্যেই পুলিশ ঢুকল। এবং মধ্যরাতের ঘোষণা, দশ বছর ধরে যিনি দেশের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। কারণ জানেন না। বৃদ্ধ মন্ত্রী লুঙ্গি-টি শার্ট পরে টর্চ জ্বালিয়ে এলেন অন্য ঘর থেকে। অতি নির্বিবাদী চেহারা। স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছেন। অতি শান্ত মেয়ে এক পুলিশকে প্রশ্ন করল, আমরা কি সঙ্গে যেতে পারি? পুলিশের প্রধান প্রথমে হ্যাঁ বলেও পরে বললেন, আপনারা পরে আসুন।

মেয়েই বাবাকে পোশাক বদলাতে সাহায্য করলেন। একাশি বছর ধীরে ধীরে আসার পথে পিছনে তাকাচ্ছিলেন বারবার। হয়তো ভাবছিলেন, আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবেন কি না। না দেশের অন্য প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী দীপু মনির মতো দীর্ঘ কারাবাস তাঁর ভাগ্যে এখন। নুরুলের ভাবমূর্তি ভালো ছিল। গড়পড়তা অসৎ আওয়ামী নেতার মতো নয়। ৮১ বছরের একজনকে বন্দি করে কী লাভ সরকারের?

নুরুলের মতোই গ্রেপ্তার হয়েছেন আওয়ামী সমর্থক অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি। পুলিশের রিমান্ড আবেদন এবং আসামিপক্ষের জামিনের আবেদন না থাকায় জ্যোতিকে জেলে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। শুনে কাঠগড়াতেই কাঁদতে থাকেন জ্যোতিকা। ক্ষোভ ও বিস্ময় গলায়, 'এ কেমন আদেশ হল? উনি তো আমার কোনও কথাই শুনলেন না। এটা কি আগে থেকে সাজানো ছিল? আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হল, কোন মামলায়—কিছুই জানি না। এ তো ইস্ট পাকিস্তান হয়ে গিয়েছে দেশ।'

কাগজ পড়ে পরে জানা গেল, ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় এই গ্রেপ্তার। হত্যাচেষ্টা! মানে কী? দুজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দমনে অর্থের জোগান দেওয়ার অভিযোগ। এত দিন পরে গ্রেপ্তার করার কী মানে? অবশ্যই আওয়ামী লিগের সঙ্গে জড়িত বাকিদের ভয় পাইয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। পুরোনো মামলা টেনে বের করে জেলে পাঠানোর সঙ্গে ইদানীং এপার বাংলার মানুষ অত্যন্ত পরিচিত। ওপারেও এক ছবি।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মগবাজারে মঙ্গলবার সন্ধের অন্য ঘটনা শুনলাম পরিচিতর মুখে। তিন-চারজন বসে চা খাচ্ছিলেন সেখানে। হঠাৎ কিছু পুলিশ এসে এক প্রবীণকে তুলে নিয়ে চলে গেল। 'এ নাশকতাকারী', বলতে বলতে। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। নিয়মিত আসতেন চা খেতে, কখনও নাতি-নাতনিদের নিয়ে। কেউ জানল না তাঁর কী অপরাধ। এ জিনিস পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ পুলিশ করত, হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী করত। বাংলাদেশে তা জলভাত আজ।



গাজীপুর শহরে বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে পুলিশের গাড়ি। -ফাইল চিত্র

নুরুল নাহিদের পরিবারের যেমন অভিযোগ, মধ্যরাতে পুলিশ যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে কিছু লোক ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে টাকাপয়সা ও গয়না নিয়ে গেছে। কী অবস্থা!

এভাবে বহু মানুষ এখন জেলে পচছেন বাংলাদেশে। তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, কেউ বলছে না। মনে পড়বে, বিএনপির বহিষ্কৃত সাংসদ রুমিন ফারহানার অভিযোগ, বাংলাদেশে জেলে এখন এত ভিড় যে বাথরুমে পর্যন্ত লোক থাকছে।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কথা ছড়াতেই আওয়ামী সমর্থকদের একাংশ নতুন করে সক্রিয়। হাসিনার রাজনৈতিক দুর্গ গোপালগঞ্জে প্রবলভাবে রাস্তায় তাঁরা। গোপালগঞ্জ থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছে মাদারীপুর, শরীয়তপুর সহ ২৩ জেলায়। সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র। অভিনেত্রী জ্যোতিকার পরেই যেমন জেলে ছোটপর্দার অভিনেতা তমাল মাহবুব।

আজকের বাংলাদেশকে বোঝার জন্য এই দু'তিনটি গ্রেপ্তারকে শুধু তিন মানুষের দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখলে ভুল হবে। দুটি দৃশ্য যেন একই রাষ্ট্রের দুটি আয়না। একটিতে অন্ধকার ঘর, পরিবারের অসহায় মুখ। অন্যটিতে আদালতের কাঠগড়া, আর এক শিল্পীর প্রশ্ন। দুটো দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আইন প্রয়োগের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। এমন অভিযোগ এত দিনে মনে পড়ল কেন, এছাড়া আর একটা প্রশ্ন উঠে আসছে, মুজিবের বাড়ি তছনছ করে ইতিহাস ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তারেক সরকার?

যা দেখছি, প্রতিশোধের রাজনীতি তৈরিতে দুই বাংলাই এক। ক্ষমতায় এসেই বাঙালি নেতাদের প্রথম লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে, বিরোধীদের যারা বশ্যতা স্বীকার করবে না, তাদের জেলে পাঠাও। হাসিনা যে বিশ্রী কাজটা করেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরিরাও এক কাজে মেতেছেন। নির্বাচনকে প্রহসন করে দেওয়া। আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নির্বাচনের কোনও মানে নেই বাংলাদেশে। এটা স্রেফ ভয় পেয়ে মাঠ থেকে একটা টিমকে বের করে দেওয়া। ইউনূস বিদায়ের পর প্রথমদিকে মনে হয়েছিল, বিদেশে দীর্ঘদিন কাটানো তারেক উদারতাকেই সঙ্গী করবেন। হা হতোস্মি। পরিচিত সাংবাদিকের গলায় যন্ত্রণা, 'গৃহযুদ্ধের এটা প্রাথমিক পর্ব। শুধু রাস্তায় গণহত্যাটা শুরু হয়নি।' আওয়ামীর মোকাবিলায় ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা পাহারা শুরু করেছেন। বিক্ষোভ মিছিল ও বাইক মিছিল চলছে। তারেক নিজে জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন একসঙ্গে মাঠে নামতে। একটি কাগজের প্রধান খবর— বিএনপি-জামায়াতে দূরত্ব কমছে।

বিতর্কিত সাংসদ রুমিন ফারহানা দেখছিলাম সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, 'বাসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেতে যেতে এক বড় নেতা উল্লাস প্রকাশ করে বলেন, অমুকের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। তাতে কোনও প্রতিবাদ করেননি তারেক। মানে আশকারাই দিয়েছেন।' তসলিমা নাসরিন ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'তারেক ব্যর্থ। দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার পরীক্ষায় তাঁর সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। বাড়িঘরে আগুন, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু— এই পরিস্থিতিতে দেশ পরিচালনার যোগ্যতার প্রশ্ন উঠবেই। আসলে দেশ চালানোর কোনও ক্ষমতাই তাঁর নেই। ইউনূস ছিলেন মহা বদমাশ এক লোক। জঙ্গি জিহাদি দিয়ে দেশকে মুড়িয়ে নরকে নিক্ষেপ করে বগল বাজিয়ে চলে গেছেন। তারেক এসে সেই নরক থেকে দেশকে উদ্ধার তো করলেনই না, তিনি বরং টেনে দেশকে পাতালে নিয়ে গেলেন। মানুষের প্রাণ বাঁচানো সরকারের দায়িত্ব। আগের শাসকের ব্যর্থতা বর্তমান শাসকের অজুহাত হতে পারে না। ক্ষমতায় বসেছেন তারেক, জবাবও তাঁকেই দিতে হবে।'

তারেকরা যদি ভালো কাজ করতেন, মানুষের আশা পূর্ণ করতে পারতেন, তা হলে আওয়ামী লিগ আবার এত দ্রুত প্রাসঙ্গিক হতে পারত না। জিনিসের দাম তুমুল বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা খুব খারাপ। তোলাবাজি ব্যাপক। শ্রমিক বিক্ষোভ চরমে। কলকারখানা বন্ধ। গর্বের পোশাকশিল্পের দুর্দশা অসীম। ঢাকার রাস্তায় যাত্রীর থেকে রিকশা বেশি।

২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত স্মৃতি এখনও বাংলাদেশ ভুলে যায়নি। হাসিনার দীর্ঘ শাসনে বিরোধীদের দমন, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার এবং আন্দোলনকারীদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ ছিল গভীর। সেই ক্ষতের বিচার চাওয়া স্বাভাবিক, জরুরিও। কিন্তু ক্ষমতা বদলের পর একই ভয় দেখানোর পদ্ধতি ফিরে এলে নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে পুরোনো বাংলাদেশের ফারাক কোথায়? আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদ প্রতিহিংসার ধারাবাহিকতা।

বাংলাদেশে এমনিতে যত দোষ নন্দ ঘোষের মতো এখন যত দোষ ভারতের। আওয়ামী সমর্থকদের সক্রিয় হওয়ার পিছনেও ভারতের হাত দেখছেন অনেকে। ভারতের মতো ও দেশেও গোদি মিডিয়ার উপস্থিতি প্রবল। ইউনূসের আমলে সেখানে আওয়ামী লিগের নাম, হাসিনার ভাষণ পর্যন্ত ছাপাত না অনেক কাগজ। সরকারের ইচ্ছেতেই। এপার বাংলায় বিজেপির মুসলিম বিরোধিতা যত বাড়ছে, ওপার বাংলায় তত বাড়ছে ভারত বিরোধিতা। সম্প্রতি ঢাকায় সাফ ফুটবল ফাইনালে ভারত-পাক ম্যাচে গ্যালারির প্রায় পুরোটা চাইছিল পাকিস্তানের জয়। পিছিয়ে পড়েও ভারতের জয়ের পর গ্যালারি থেকে বোতল পড়ে মাঠে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে শুধু ভারতের নাম জড়ানো হচ্ছে কেন? আমেরিকা আছে, চিন আছে, পাকিস্তান আছে। তার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত তুরস্কের নাম। বাংলাদেশে সম্প্রতি যে জামায়াতের রমরমা, তার পিছনে রয়েছে তুরস্কের আর্থিক সাহায্য। পাকিস্তানের অর্থ নেই, সাহায্য করে তুরস্কের মাধ্যমে। হাসিনার ফেরার অঙ্কের পিছনেও নির্ভর করবে এই পাঁচ দেশের সমীকরণ। তবে কথা বলে বুঝলাম, অধিকাংশ বাংলাদেশি সাংবাদিক মনে করছেন, হাসিনা ফিরবেনই। দল বাঁচাতে তাঁর অন্য উপায় নেই। এবং এটাই সেরা সময়। তাঁকে বন্দি করা হলে, খুন করা হলে, তিনিই হবেন মহানায়িকা।

সেই প্রবীণ সাংবাদিক লিখেছিলেন, তাঁরা এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করছেন। কথাটা চমৎকার। কিন্তু ইতিহাসের এক নির্মম রসিকতা আছে। ভবিষ্যৎ বানানোর ঘোষণা সবচেয়ে জোরে শোনা যায় যখন অতীতই নতুন পোশাক পরে দরজায় দাঁড়ায়। ঢাকার উত্তরার সেই অন্ধকার ঘরে যে টর্চ হাতে বেরিয়েছিলেন একাশি বছরের প্রাক্তন মন্ত্রী, তার ক্ষীণ আলোয় কি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের মুখটাও একবার দেখা যাবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭০



আজকের দিনে প্রয়াত হন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সিভি রমণ।

১৯৩৪



অভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত



একজন সাংসদ (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) যদি এই ধরনের (বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে) মন্তব্য করেন, তা হলে তাঁর অনুগামীদের কাছে কী বার্তা পৌঁছোয়? বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে অভিষেকের মন্তব্যগুলি ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত আদালত অবমাননা না-ও হতে পারে। এই ধরনের মন্তব্য এড়ানো যেত। আদালতের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আদালতের কাছে কষ্টদায়ক।

- বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১



'সাধুবাবা' সেজে একজন লুধিয়ানার গয়নার দোকানে ঢোকেন। এক কর্মীকে দুঃখ দূর করার টোপ দিয়ে পুজো শুরু করেন। ওই কর্মী বাবার হাতে সোনা-হিরের গয়না তুলে দেন। এরপরেই পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা বাবা ও তার সঙ্গীকে ধরে ফেলেন।

ভাইরাল/২



'উইল ইউ ম্যারি মি?'। ভরা পার্লামেন্টের মধ্যেই অন্য সদস্যদের সামনে হাতে আংটি নিয়ে নিজের বান্ধবীকে এমনভাবে প্রপোজ করলেন অস্ট্রেলিয়ান এমপি জর্ডান লেন। নিউসাউথ ওয়েলসের সংসদ ভবনে এমন ব্যক্তিগত মুহূর্তের দৃশ্য মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

জনমন জনমত

অনলাইন গেমে সতর্কতা জরুরি

বরানগরে এক তরুণীর খুনের ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অনলাইন গেম খেলতে গিয়ে গড়ে ওঠা পরিচয় ও পরবর্তী মনোমালিন্যই এর নেপথ্যে। তদন্ত চলছে, প্রকৃত কারণ কী, তা আদালতেই নির্ধারিত হবে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকেই তরুণী গেমে আসক্ত ছিলেন এবং পরিবারের বারবার নিষেধেও তাতে ছেদ পড়েনি। সেই আসক্তি যে এমন পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা পরিবার কল্পনাও করেনি। ঘটনাটি তাই শুধু একটি অপরাধের খবর নয়, গোটা সমাজের কাছে সতর্কবার্তা।

আজ গ্রামগঞ্জেও হাতে হাতে স্মার্টফোন, সস্তা ইন্টারনেট। অনলাইন গেম প্রথমে বিনোদন, ধীরে ধীরে নেশা। অচেনা মানুষের সঙ্গে দলবেঁধে খেলতে খেলতে ভার্চুয়াল জগতের বন্ধুত্ব, ঈর্ষা আর রাগ বাস্তব জীবনে গড়িয়ে আসে। এর শিকার শুধু কিশোর-তরুণরা নন, প্রাপ্তবয়স্করাও। অনেক ক্ষেত্রে এই আসক্তির আড়ালে থাকে একাকিত্ব ও মানসিক চাপ, যা আমরা সময়মতো চিনতে পারি না। আমাদের এলাকাতেও দেখি, ছেলেমেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে ডুবে থাকে, পিছিয়ে পড়ছে পড়াশোনা, খেলাধুলো, মেলামেশায়। পাড়ার ক্লাব, পঞ্চায়েত ও শিক্ষক সংগঠন যদি খেলার মাঠ, পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো বিকল্প তৈরি করে, তবে অনেকেই পর্দার বাইরে আনন্দ খুঁজে পাবে। তাই কয়েকটি বিষয়ে এখনই ভাবা দরকার।

প্রথমত, অভিভাবকদের শুধু নিষেধ করলে চলবে না, সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলে তার একাকিত্ব বা চাপের কারণ বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্কুল-কলেজে নিয়মিত কাউন্সেলিং ও ডিজিটাল সচেতনতা শিবির হওয়া উচিত। তৃতীয়ত, অনলাইন গেমে বয়সসীমা ও অর্থ লেনদেনের নজরদারি আরও কড়া করুক প্রশাসন ও সাইবার দপ্তর। চতুর্থত, আসক্তি ও মানসিক সমস্যায় সাহায্যের জন্য সহজলভ্য পরামর্শ কেন্দ্র চাই, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। প্রযুক্তি আমাদের শত্রু নয়, কিন্তু রাশ না থাকলে সে-ই বিপদের কারণ হয়ে ওঠে।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

মেডিকেলে বাস চাই

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাতায়াতের একটিও সরকারি বা বেসরকারি বাস নেই। উত্তরবঙ্গের ছয় জেলা নিয়ে আমাদের এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এখানে প্রতিদিন প্রচুর রোগী আসেন। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা বলতে টোটো এবং ম্যাজিক গাড়ি।

শিবমন্দির আন্ডারপাস থেকে মেডিকেলের টোটো ভাড়া মাথাপিছু ৩০ টাকা। বিকেল ৫টার পর এই ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাও আবার এক-দু'জন যাত্রী নিয়ে টোটোচালকেরা যেতে চান না। রাত বাড়লে ভাড়াও যেমন খুশি চাওয়া হয়। অন্য উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে চড়া ভাড়াতেই মানুষজন যাতায়াত করেন। এই পরিস্থিতিতে এনবিএসটিসির একটি বা দুটি বাস চালু করলে আমরা সকলেই উপকৃত হব।

অমিয়রঞ্জন ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

মিলল বিচার, ফেরার অপেক্ষায় রোহিঙ্গারা

২০১৭ সামরিক অভিযানে গণহত্যার দায় নির্ধারণ, বাস্তুচ্যুতদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ হেগের আদালতের।

আবীরলাল মণ্ডল



১৯ নভেম্বর, ২০২৬। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় হেগের আদালত ৯-৬ ভোটে জানায়, ২০১৭ সালে মায়ানমারের উত্তর রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর ক্লিয়ারেন্স অভিযানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। আদালতের বিবেচনায়, হত্যাকাণ্ড, ব্যাপক যৌন নির্যাতন, শিশুদের ওপর চরম হিংসা এবং জন্মরোধের ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা গণহত্যার অভিপ্রায়ের প্রমাণ। অন্তত ১০ হাজার রোহিঙ্গার মৃত্যুর হিসাবও আদালত গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার দায় নির্ধারণে এটিই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের প্রথম রায়। রায়টি চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। আদালত প্রমাণ সংরক্ষণের বিষয়ে ২০২০ সালের অন্তর্বর্তী নির্দেশ লঙ্ঘনের কথাও জানিয়েছে। গণহত্যা প্রতিরোধ ও অপরাধীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে মায়ানমার, এমন সিদ্ধান্তও জানিয়েছে আদালত।

রোহিঙ্গাদের বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘ। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর তালিকায় তাঁদের স্থান দেওয়া হয়নি। বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ফলে বিপুল মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েন। তবে এই বঞ্চনা ১৯৮২ সালেই শুরু হয়নি। তার আগে থেকেই নাগরিকত্ব ও পরিচয়ের প্রশ্নে বৈষম্য চলছিল। ২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইনে সামরিক অভিযানের পরে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। কক্সবাজার ও ভাসানচরে তাঁদের বড় অংশের আশ্রয়। বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১২,০৮,০১৮। নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর সংকট তাই শুধু অতীতের নৃশংসতার নয়, বর্তমানেরও।



কক্সবাজারের কাছে নৌকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। -ফাইল চিত্র

ন্যায়বিচারের লড়াই শুরু হয় ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার ৫৭ সদস্যরাষ্ট্রের সমর্থনে গাম্বিয়া মায়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্টের পর ১৯৪৮ সালে গৃহীত গণহত্যা কনভেনশন অনুযায়ী, গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি দেওয়ার দায় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির। মায়ানমার শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে। ২০১৯ সালে তৎকালীন নেত্রী আং সান সু কি হেগ-এ গিয়ে দেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। মায়ানমারের যুক্তি ছিল, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির হামলার জবাবেই সেনা অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত জানায়, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলা কোনও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বিচার হিংসা ও গণহত্যার অজুহাত হতে পারে না। ২০২২ সালে আদালত মায়ানমারের প্রাথমিক আপত্তি খারিজ করে জানায়, কনভেনশনের সব সদস্যরাষ্ট্রের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তির বিষয়ে সাধারণ স্বার্থ রয়েছে।

এখানে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ভূমিকার পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাষ্ট্রের দায় নির্ধারণ করে, ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিতে পারে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে আইসিসির কৌঁসুলি মায়ানমারের সামরিক প্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন ও নিপীড়নের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন

ভারত সফরে বালেন্দ্র শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে দু'দিনের সফরে রবিবার ভারতে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। গত মার্চে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফর। ৩৪ সদস্যের সরকারি প্রতিনিধিদল ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে আসছেন তিনি। সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন শাহ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। বাণিজ্য, জ্বালানি, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মউ স্বাক্ষর ও প্রকল্পের উদ্বোধন হতে পারে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এই সফর ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির গুরুত্বকে তুলে ধরে। মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই সফর দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' নেপালের বিদেশ সচিব অমৃত বাহাদুর রাই জানান, শীর্ষ বৈঠকে দুই দেশের সার্বিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে।

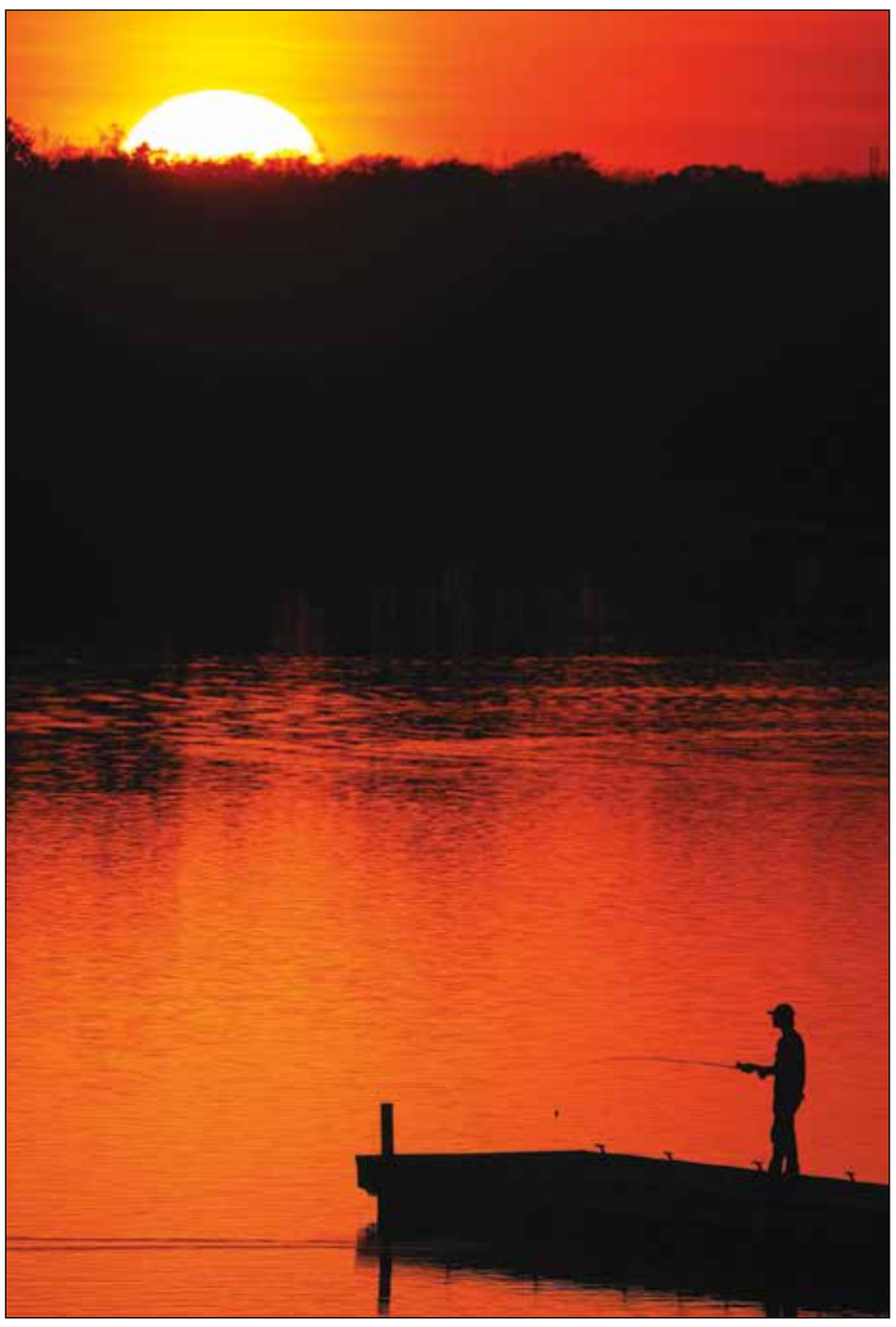
যুদ্ধের ডাক নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ২০ নভেম্বর : ইরানের বিরুদ্ধে আরও একটি 'সামরিক অভিযান অনিবার্য' বলে মন্তব্য করলেন ইজরায়েলের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সম্প্রতি শীর্ষ মন্ত্রী ও নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই দাবি করেন। খবর, আমেরিকার সমর্থনে ইরানের ওপর চার থেকে সাতদিনের বিমান হামলার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের সঙ্গে হামলার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই 'চূড়ান্ত ও অনুমোদিত' হয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি তাড়াহুড়ো করছি না।' ২০২৭ সালের শুরুতে পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য, 'আমাদের হাতে সময় আছে।' যুদ্ধ থামাতে আনা একটি বিল বৃহস্পতিবার ৫১-৪৮ ভোটে খারিজ হয়ে গিয়েছে মার্কিন সেনেটে।

রাফাল কমার গুজব নস্যাৎ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : বিমান চলাচল বিষয়ক ব্রিটিশ পত্রিকা ফ্লাইট গ্লোবাল এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল ভারতের বায়ুসেনার হাতে ৩২টি রাফাল রয়েছে। থাকা উচিত ৩৬টি। প্রশ্ন উঠেছে আরও চারটি বিমান কোথায় গেল, বিতর্কের মাঝে প্রতিবেদনের দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বায়ুসেনা উপ-প্রধান এয়ার মার্শাল নর্মদেশ্বর তিওয়ারি।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল তিওয়ারি এক্স হ্যান্ডেলে ওই পরিসংখ্যানকে পুরোপুরি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে লিখেছেন, ৩৬টি রাফালই সুরক্ষিত এবং সক্রিয় রয়েছে। সিঁদুর অভিযানে কোনও রাফাল খোয়া যায়নি। ফ্লাইট গ্লোবালকে নিজেদের তথ্যের উৎস নতুন করে যাচাইয়ের পরামর্শ দিয়ে তাঁর কটাক্ষ, একই সূত্র ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় রাফাল বিমানের ধ্বংস হয়েছিল বলে ভুয়ো ছড়িয়ে ছিল।



গোধূলিবেলায়... কানসাস শহরের এক লেকে।

ডিলিমিটেশনে দক্ষিণের স্বার্থরক্ষায় সরব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা না করার অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে সর্বদলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য তৈরির দাবি জানিয়ে শুক্রবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধী নয় কংগ্রেস। তবে এমন কোনও সিদ্ধান্তও মেনে নেওয়া হবে না, যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পাওয়া কোনও রাজ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়।' জয়রামের যুক্তি, চলতি জনগণনার ফল আগামী বছরের গোড়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর সংবিধানের ৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পাওয়া দক্ষিণের রাজ্যগুলি আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই আগেভাগেই রাজনৈতিক ঐকমত্য জরুরি।

কংগ্রেস চার দফা প্রস্তাবও সামনে এনেছে। তাদের বক্তব্য, লোকসভার বর্তমান ৫৪৩টি আসনই বহাল রাখতে হবে, রাজ্যভিত্তিক আসন বণ্টনে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। এই ৫৪৩টি আসনের মধ্যেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৮২টি আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে, এই তিনটি ব্যবস্থাই আগামী ২৫ বছরের জন্য অপরিবর্তিত রাখতে হবে। কংগ্রেসের দাবি, ডিএমকে এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি-এসপি সহ ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিকই এই চার দফা প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। তামিলনাড়ুর স্বার্থ রক্ষায় ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে লোকসভার আসনসংখ্যা না বাড়ানোর পক্ষেও অবস্থান নিয়েছে ডিএমকে। জয়রামের অভিযোগ, শুধু বিরোধী জোট নয়, এনডিএ-র শরিকদের সঙ্গেও ডিলিমিটেশন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়নি কেন্দ্র। ফলে মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই কেন্দ্রের উপর রাজনৈতিক চাপ বাড়াল কংগ্রেস।

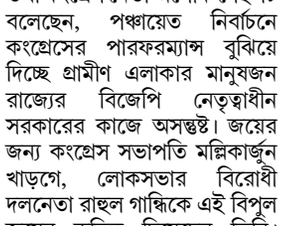
রাজস্থানে হাত চিহ্নের জয়জয়কার

জয়পুর, ২০ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের এখনও দু-বছর দেরি আছে রাজস্থানে। কিন্তু তার আগে গ্রামীণ রাজস্থানে শাসক বিজেপিকে ধাক্কা দিল কংগ্রেস। শুক্রবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের কংগ্রেসেরই জয়জয়কার। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৬০৫০টি পঞ্চায়েত সমিতি আসনের মধ্যে ২৯৯০টিতে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি জিতেছে মাত্র ১৭৯৫টি আসনে। জেলা পরিষদেও ছবিটা একই। ঘোষিত ২৩৯টি আসনের মধ্যে হাত শিবির জিতেছে ১৪৩টি আসনে। বিজেপির মাত্র ৮৩টি আসন। শুধু কংগ্রেস নয়, সিপিএমও মরুরাজ্যে ভালো ফল করেছে। ৫০টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে কাস্তে, হাতুড়ি, তারা প্রতীকে দাঁড়ানো প্রার্থীরা।

রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের পারফরম্যান্স বুঝিয়ে দিচ্ছে গ্রামীণ এলাকার মানুষজন রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজে অসন্তুষ্ট। জয়ের জন্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে এই বিপুল জয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। চিতোরগড়, সিরোহি, রাজসামান্দ, জালোরের মতো গেরুয়া শিবিরের শক্ত ঘাঁটিগুলিতেও ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং একাধিক মন্ত্রীর গড়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, অর্জুন রাম মেঘওয়ালের এলাকাতেও বিজেপি প্রার্থীদের হারের খবর মিলেছে।

স্বস্তি কর্ণাটকের

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : কাবেরীর বকেয়া জল চেয়ে তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা জোড়া আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। কর্ণাটকের থেকে ১১ টিএমসি জল পাওয়ার দাবিতে এই আবেদন জানানো হয়েছিল। শুক্রবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি অপরেশ সিংহের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শুনানি হয়। ক্ষোভ উগরে বিচারপতি নাথ বলেন, 'আবেদনটি খারিজ করা হল। আপনারা আজ আরও একটি আবেদন করেছেন। মনে হচ্ছে তামিলনাড়ু সরকারের আইনজীবীদের পিছনে ওড়ানোর মতো প্রচুর টাকা রয়েছে।' কাবেরী



পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি ১৫ দিন অন্তর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে বলে শীর্ষ আদালত নতুন করে এই জলবণ্টনে হস্তক্ষেপ করল না।

শিল্পের নামে জোর করে জমি নয় তাপস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে আগের সরকারের পথ থেকে সরে এসে নতুন নীতি তৈরির পথে পশ্চিমবঙ্গ। আগামী দু'মাসের মধ্যেই রাজ্যের নতুন জমিনীতি চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে জানালেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে প্রবাসী বাঙালি শিল্পপতিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি জানান, শিল্পের নামে আর জোর করে জমি অধিগ্রহণের পথে হাঁটবে না সরকার। কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমি দিতে চাইলে তবেই সরকার সালিশি করবে। কিন্তু কোনওভাবেই জোর করে জমি নেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, 'আগের সরকারের আমলে শিল্পের নামে যেভাবে জমি নেওয়া হয়েছিল, সেই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে না।'

এদিন রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও আশার কথা শোনান শিল্পমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই ১৬টি বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি নদিয়া, পুরুলিয়া, পানাগড়, আসানসোল সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৩৩টি শিল্প সংস্থার হাতে জমি হস্তান্তরও করা হয়েছে। সেমিকনডাক্টর, আইটি হাব, ইন্টিগ্রেটেড আয়রন এবং হাসপাতাল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে শিল্পমহল আগ্রহ দেখাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, এনসিপিআই প্রসঙ্গে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও পুরসভা নির্বাচন নিয়ে নিজের অবস্থান জানান তাপস। তাঁর বক্তব্য, আগামী পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীরা পদ্ম প্রতীকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সিরাজ বাদ পড়ায় তর্জা কং-বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট ম্যাচের জন্য ঘোষিত ভারতের ১১ জনের দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন পেস বোলার মহম্মদ সিরাজ। কেন এই সিদ্ধান্ত তা নিয়ে বিতর্ক এখন ক্রিকেট ময়দান ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে রাজনীতির আঙিনাতেও। ঘটনায় লেগেছে ধর্মীয় মেরুকরণের রংও। হাত শিবিরের সাংসদ ইমরান মাসুদের বলেন, ভালো পারফরম্যান্স করা সত্ত্বেও টিমে ওঁর জায়গা হয়নি। কারণ, ওঁর নাম সিরাজ বলে। ভালো পারফরম্যান্সের পরও ওঁকে নেওয়া না নেওয়ায় বৈষম্যটা স্পষ্ট। ইমরান মাসুদের এই অভিযোগ খণ্ডন করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারীর পালটা তোপ, কংগ্রেসের লজ্জা হওয়া



উচিত। ক্রিকেট টিম বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তারা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছে। বিজেপি নেতা বলেন, কংগ্রেস বলছে, সিরাজ মুসলিম বলেই নাকি বাদ পড়েছে। জাদেজাও তো বাদ পড়েছে। প্রতিটি ক্রিকেটার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বলেই জার্সি পড়েন। ভোট ব্যাংক এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলে বিভাজন বন্ধ করুন।

কম্প্রোমাইজড পিএম বনাম পাক ফ্যান বয়

রাহুলের কটাক্ষে তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : পরমাণু যুদ্ধ এড়িয়ে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে শেনজেনে এপেকের টেবিলে বসেছিলেন তিন রাষ্ট্রনেতা-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার সেই ছবি পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, একজন কম্প্রোমাইজড পিএম কখনও এই টেবিলে বসতে পারবেন না। তাঁর সাফ কথা, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় থাকত তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই টেবিলে বসতেন। প্রথমে কলম্বিয়া, তারপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে লাগাতার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকারের নীতি, সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা। এবার তিন বিশ্বনেতার সঙ্গে একই টেবিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর না বসার বার্তা দেওয়ায় রাহুলের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি।

দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী তাঁকে পাকিস্তানের ফ্যান বয় বলে তোপ দেগেছেন। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাহুল ভারতের অসম্মান করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। অপর মুখপাত্র সিআর কেশবন বলেন, 'কংগ্রেস সাংসদ পাকিস্তানের একজন দরদি চিয়ারলিডার এবং নির্লজ্জ প্রচারকের মতো কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বহুমেরুতে বিভক্ত বিশ্বে ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঐক্য ও সহমত নির্মাণকারী দেশে পরিণত হয়েছে। মোদির নেতৃত্বে ভারতের এই বিশ্বজনীন মর্যাদা সহ্য করতে পারছে না কংগ্রেস।'

বিজেপি রাহুলের বিরুদ্ধে পাকিস্তান-প্রীতির অভিযোগ তুললেও তার জবাব শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকেই দিয়েছেন তিনি। সেখানে খুশ নামে এক পাকিস্তানি পড়ুয়া কংগ্রেস নেতার কাছে জানতে চান ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বরফ আদৌ গলবে কি না। জবাবে রাহুল বলেন, 'সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু একটা বড় সমস্যাও আছে। সেটা হল, আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের সমর্থন এবং উৎসাহ। আমাদের নিরীহ মানুষ খুন হবেন আর আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসব এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব।' রাহুলের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে এসসিও সম্মেলনে পাকিস্তানের মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা নিয়ে মোদি সরকারের সমালোচনাও করেছে কংগ্রেস।

> **আমাদের নিরীহ মানুষ খুন হবেন আর আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসব এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব।**
>
> রাহুল গান্ধি

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকেই আমেরিকা-ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী দেশের ভূমিকা হিসেবে পাকিস্তানের উঠে আসা নিয়েও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন রাহুল। তিনি বলেছেন, 'ভারত এত বড় দেশ। সেকারণেই সমস্ত আন্তর্জাতিক আলোচনায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে ভারত এখন এক কোণায় পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান ইরান ও আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।' মোদিকে তাঁর কটাক্ষ, 'উনি সকলকে নিজের বন্ধু বলে দাবি করেন। কিন্তু ভূরাজনীতিতে বন্ধুত্ব দিয়ে কিছুই হয় না। কেউ বন্ধুত্বকে পাত্তা দেয় না।' এর জবাবে বিজেপি নেতা তুহিন সিনহা বলেন, 'সিমলা চুক্তির সময় ইন্দিরা গান্ধি আপস করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর তারপর পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাস রপ্তানি করেছে।' শর্ম আল শেখে ড. মনমোহন সিংয়ের সময়ও কংগ্রেস আপস করেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।



কুনো ন্যাশনাল পার্কে আফ্রিকার বতসোয়ানা থেকে আনা চিতা জন্ম দিল চার শাবকের। নতুন চার শাবককে নিয়ে এদেশের চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬২। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভুপেন্দর যাদব সুখবরটি দিয়েছেন।

রিয়াধ টাওয়ারে হুথি হামলা

রিয়াধ, ২০ নভেম্বর : আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ভয়াবহ স্মৃতি উসকে দিয়ে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের আকাশচুম্বী 'রিয়াধ টাওয়ার'-এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। বৃহস্পতিবারের এই হামলায় বহুতলটির মাঝের অংশে ভয়াবহ আগুন ধরে যায়, কংক্রিটের চাঙড় খসে পড়ে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের বেশ কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সৌদি সরকারের দাবি, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সৌদির সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি হুথি হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এদিন খামিস মুশাইত ও আভা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্তত সাতটি জরুরি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল, যদিও পরে বিপদ কেটে যায়।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সৌদি বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, 'সৌদি আরব তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জাতীয় সম্পদ সুরক্ষিত রাখা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।' হুথিদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মন্ত্রকের আরও বক্তব্য, 'প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ণ ও বৈধ অধিকার রয়েছে সৌদি আরবের।'

পাকিস্তানের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : সীমান্তে সন্ত্রাস নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির বার্তা দিলেন পাকিস্তানের মন্ত্রী মুসাদিক মাসুদ মালিক। শুক্রবার রাজধানীতে আয়োজিত প্রথম এসসিও সভ্যতা বিষয়ক সংলাপ ফোরামে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।

তিনদিনের আন্তর্জাতিক সংলাপে যোগ দিতে এদিন দিল্লি পৌঁছোন পাকিস্তানের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এই মন্ত্রী। দ্রুত বদলাতে থাকা ভূ-রাজনীতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আমাদের সব সম্পর্কেরই উন্নতি হবে। অঞ্চলটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে।'

এদিকে পাক মন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে তোপ দেগে বলেন, 'পহলগাম হত্যাকাণ্ডে শহিদদের চিতার আগুন এখনও নেভেনি, আর আপনারা নিহতদের পরিবারের ক্ষতে নুনের ছিটে দিচ্ছেন।' বিজেপি সরকারের বিদেশনীতিতে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন তিনি।

গত বছর পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যুর পর মে মাসে সামরিক সংঘাত বাধে পড়শি দুই দেশের। তার জেরে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি আটকে দেয়। তিন বছর পর কোনও পাক মন্ত্রীর এই সফর ঘিরে সম্প্রতি জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল শুরু হয়।

সেতুর বদলা সেতু

কিভ, ২০ নভেম্বর : ক্রিমিয়া সেতুতে ইউক্রেনের হামলার জবাবে ভয়াবহ বিমান হামলা চালাল রাশিয়া। রাতভর প্রায় ১০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৪০০ ড্রোন নিয়ে চালানো এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৮ জন, আহত ২৮। নিপ্রো নদীর ওপর কিভের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজধানীতে ৬ জন এবং লভিভের একটি রেল স্টেশনে হামলায় ২ জন নিহত হয়েছেন।

আড়াই বছর পর ঘরে ফিরছেন অমৃতপাল

জনপ্রিয়তার অ্যাসিড টেস্ট

অমৃতসর, ২০ নভেম্বর : দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় পর শনিবার পঞ্জাবের মাটিতে পা রাখছেন খাদুর সাহিবের নির্দল সাংসদ অমৃতপাল সিং। ৮৪ বছরের ঠাকুমা চরণ কৌরের শেষকৃত্যে যোগ দিতেই অসমের ডিব্রুগড় জেল থেকে মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোল মিলেছে তাঁর। ২০২৩ সালের এপ্রিলে গ্রেপ্তারির পর এই প্রথম নিজের গ্রাম জাল্লুপুর খেরায় ফিরছেন তিনি। এনএসএ মেয়াদ ফুরোলেও অজনালা থানায় হামলার মামলায় ফের গ্রেপ্তার হয়ে ডিব্রুগড়েই বন্দি রয়েছেন ৩৩ বছরের এই নেতা।

গ্রামের মুখে 'জি আয়াঁ নু' পোস্টার আর গাড়ি পার্কিংয়ের আয়োজন দেখে বোঝাই যাচ্ছে, বড়সড় ভিড়ের প্রত্যাশায় রয়েছেন অমৃতপালের বাবা তরসেম সিং।

আগামী বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই ৪৮ আসনে প্রার্থীও ঘোষণা করেছে তাঁদের 'অকালি দল ওয়ারিস পঞ্জাব দে'। তরসেমের দাবি, ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ভোটে জেতা তাঁর ছেলেকে রুখতেই নির্বাচন কমিশন দলের নিবন্ধন আটকে রেখেছে।

কিন্তু চেনা প্রচারের আড়ালে নিজের গ্রামেই এখন দ্বিধাবিভক্ত



জনমত। পাশের গলিতেই থাকেন ১৯৯০ সাল থেকে বন্দি গুরদীপ সিং খেরার স্ত্রী গুরজিত কৌর। সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি অমৃতপালের সঙ্গে দেখা করবেন না। তাঁর ক্ষোভ, গুরু গ্রন্থ সাহিব নিয়ে অজনালা থানায় হামলার জেরে বহু তরুণ জেলে পচছেন। আপ পঞ্চায়েত প্রধান গুরপ্রীত কৌরের পরিবারও গত ভোটে অমৃতপালের সমর্থিত প্রার্থীকে দু'শোর বেশি ভোটে হারিয়েছে। তারন তারান থেকে বাবা বাকালা-সর্বত্রই মিশ্র সুর। সরকারি দমনপীড়নের জেরে একদল তরুণের সহানুভূতি এখনও অমৃতপালের দিকে থাকলেও, উগ্রপন্থা আর তলোয়ার হাতে তরুণদের দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে সাধারণ ব্যবসায়ীরা। শনিবারের তিন ঘণ্টা তাই শুধু শোকপালন নয়, অমৃতপালের জনপ্রিয়তারও বড় অ্যাসিড টেস্ট।

রিলের নেশায় বাঘের পিছুধাওয়া! বিপাকে মন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর : জঙ্গল কি তবে আজকাল রিল বানানোর স্টুডিও? আর ভিআইপি তকমা থাকলেই কি বাঘের পিছনে ছোটা যায়? দক্ষিণ ভারতের অরণ্যে এক মন্ত্রীর কাণ্ডকারখানা ঘিরে এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে গোটা দেশে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে।

দৃশ্যগুলো দেখলে যে কোনও বন্যপ্রাণপ্রেমীরই রক্তচাপ বাড়তে বাধ্য! দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভিতরে বনকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছেন তামিলনাড়ুর সামাজিক ন্যায় ও আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আর ভান্নি আরাসু। সেখানেই শেষ নয়—জঙ্গল সাফারির গাড়ির বনেটে বসে বীরদর্পে পোজ দিচ্ছেন। কখনও দলবল নিয়ে বুনো হাতির খুব কাছে চলে যাচ্ছেন, আবার কখনও রীতিমতো বাঘের পিছনে দৌড়োচ্ছেন! আর সবটাই ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার রিল বানানোর নেশায়।

প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল, গোটা ঘটনাটি তামিলনাড়ুর নীলগিরির মুদুমালাই ব্যাঘ্র প্রকল্পের। কিন্তু ভিডিওর একটি ফ্রেমে কর্ণাটক বন দপ্তরের গাড়ি নজরে পড়তেই মোড় ঘুরে যায়। সন্দেহ দানা বাঁধে, এই নিয়মভঙ্গের একটা অংশ ঘটেছে কর্ণাটকের বান্দিপুর ব্যাঘ্র প্রকল্পে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গেই কড়া অবস্থান নেয় বেঙ্গালুরু। কর্ণাটকের বনমন্ত্রী আর রামালিঙ্গ রেড্ডি



স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, বন দপ্তর ও পুলিশ যেন আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করে। তাঁর সোজাসাপটা বার্তা, ব্যক্তি যতই প্রভাবশালী হোন না কেন, জঙ্গলের আইন সবার জন্য সমান।

কাকতালীয়ভাবে ঠিক তার আগের দিনই নাগরহোলে ব্যাঘ্র প্রকল্পে বুনো হাতিকে পাথর ছোড়ার অপরাধে দুই তরুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে তিন্দিবনমের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভান্নি আরাসুকে ঘিরে তামিলনাড়ুতেও বিরোধীদের আক্রমণ তুঙ্গে। সাধারণ মানুষ জঙ্গলে একটু নিয়ম ভাঙলেই যেখানে জরিমানা আর মামলা জোটে, সেখানে মন্ত্রীমশাই বনকর্মীদের চোখের সামনে এমন 'বীরত্ব' দেখালেন কী করে? ভাইরাল রিলের মোহ যে বন্যপ্রাণ ও মানুষের নিরাপত্তা—দুটোকেই বিপদে ফেলছে, এই ঘটনা আরও একবার তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অবহেলায় বাড়ে সিওপিডির ঝুঁকি



আপনার ফুসফুস কি সত্যিই সুস্থ আছে? ধূমপান ছাড়াও কাঠকয়লার ধোঁয়া কিংবা বায়ু দূষণ নিঃশব্দে ডেকে আনতে পারে সিওপিডির মতো জটিল অসুখ। সামান্য সচেতনতা এবং স্পাইরোমেট্রি পরীক্ষার মতো সহজ পদক্ষেপই বদলে দিতে পারে আগামীদিনের জীবনযাত্রা। এই রোগের আদ্যোপান্ত এবং সুস্থ থাকার উপায় জানালেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট পালমনোলজিস্ট **ডাঃ নীরজকুমার সিং**

সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে হাঁফিয়ে ওঠা, দীর্ঘদিনের কাশি বা নিয়মিত কফ জমার মতো সমস্যাগুলোকে আমরা প্রায়ই বয়স বাড়ার লক্ষণ কিংবা সাধারণ দুর্বলতা ভেবে এড়িয়ে যাই। কিন্তু অবহেলা করা এই সামান্য উপসর্গগুলোই হতে পারে ফুসফুসের মারাত্মক অসুখ সিওপিডি (COPD)-র প্রাথমিক সংকেত। সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব। এবছর ১৮ নভেম্বর ছিল বিশ্ব সিওপিডি দিবস। এবছরের থিম— উন্নত জীবনের জন্য দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সঠিক ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ অবস্থা গুরুতর হওয়ার অপেক্ষা না করে প্রাথমিক লক্ষণগুলো চিনুন এবং সময়মতো পরীক্ষা ও চিকিৎসা শুরু করুন।

সিওপিডি কী?

সিওপিডি অর্থাৎ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ ফুসফুসের এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যাতে শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ফুসফুসের ক্ষতি হতে থাকে। এর ফলে শ্বাস নিতে প্রবল কষ্ট হয়। রোগটি খুব ধীরগতিতে বাড়ে বলে প্রাথমিক অবস্থায় এর লক্ষণগুলো সহজে ধরা পড়ে না।

প্রধান লক্ষণ

- দীর্ঘদিন ধরে একটানা কাশি এবং ঘনঘন কফ ওঠা
- সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বা অল্প দূরত্ব হাঁটলেই শ্বাসকষ্ট হওয়া
- বুকে চাপ অনুভব করা এবং শ্বাস নেওয়ার সময় শাঁই শাঁই শব্দ হওয়া
- অল্প পরিশ্রমেই অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়া
- রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে বিশ্রামরত অবস্থাতেও শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া

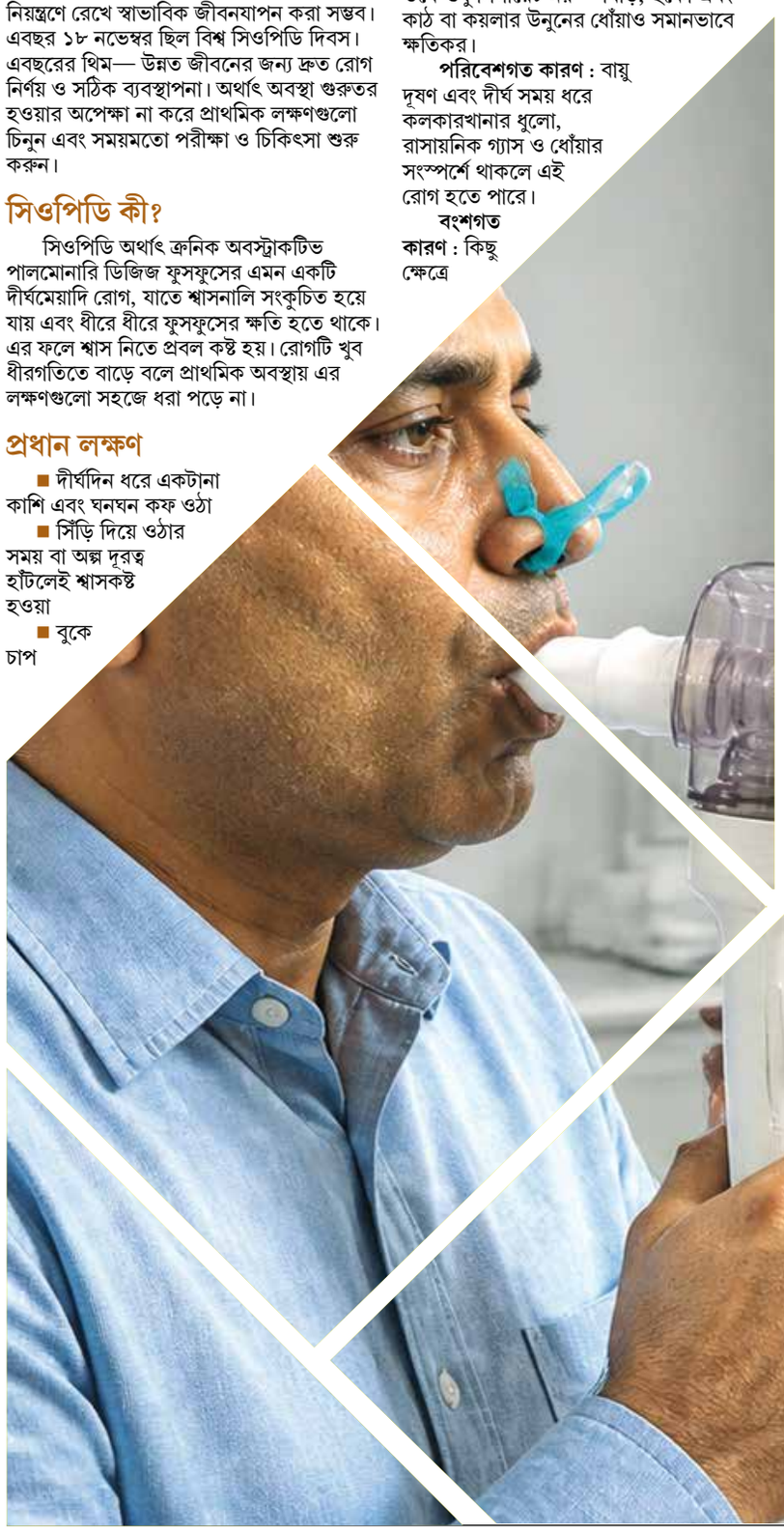
কারণ

ধূমপান : সিওপিডির প্রধান কারণ ধূমপান। তবে শুধু সিগারেট নয়— বিড়ি, হুঁকো এবং কাঠ বা কয়লার উনুনের ধোঁয়াও সমানভাবে ক্ষতিকর।

পরিবেশগত কারণ : বায়ু দূষণ এবং দীর্ঘ সময় ধরে কলকারখানার ধুলো, রাসায়নিক গ্যাস ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকলে এই রোগ হতে পারে।

বংশগত কারণ : কিছু ক্ষেত্রে জিনগত বা বংশগত কারণেও মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।





রোগ নির্ণয়ের উপায়

সিওপিডি নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা স্পাইরোমেট্রি। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা মাপার এই পরীক্ষায় রোগীকে একটি যন্ত্রে জোরে ফুঁ দিতে হয়। এছাড়া রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসকরা বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টেস্ট করানোর পরামর্শ দেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

সিওপিডি পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব না হলেও সঠিক চিকিৎসায় উপসর্গগুলো কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এর মূল চিকিৎসা ইনহেলারের মাধ্যমে ওষুধ গ্রহণ, যা সংকুচিত শ্বাসনালিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। রোগের তীব্রতা অনুযায়ী অনেকের ক্ষেত্রে খাওয়ার ওষুধ, অক্সিজেন থেরাপি, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশনের প্রয়োজন হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা, সুষম আহার এবং সময়মতো টিকা নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধের উপায়

- ধূমপান এবং যে কোনও তামাকজাত দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করুন
- রান্নার কাজে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার করুন
- ধুলোবালি ও ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন
- বায়ু দূষণের সংস্পর্শ কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুন

কখন সতর্ক হবেন

আপনার বয়স যদি ৪০ বছরের বেশি হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে কাশি, কফ বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকে, তবে একে বয়স বাড়ার স্বাভাবিক নিয়ম ভেবে অবহেলা করবেন না। ধূমপায়ী এবং যাঁরা নিয়মিত ধুলো ও ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করেন, তাঁদের বাড়তি সতর্কতা নেওয়া উচিত। মনে রাখবেন, শ্বাসকষ্ট কোনও স্বাভাবিক বিষয় নয়। সময়মতো স্পাইরোমেট্রি টেস্টিং এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ আপনার জীবনযাত্রার মান অনেকটাই উন্নত করতে পারে।

(WBMC Regn. No. : 76853)

মৃগী নিয়ে ভয় নয়



এপিলেপসি বা মৃগীরোগ নিয়ে সমাজে কুসংস্কারের শেষ নেই, অথচ এটি একটি সাধারণ নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। ছোঁয়াচে বা মানসিক রোগ নয়। সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতায় এই রোগীরাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারেন। হঠাৎ কারও খিঁচুনি শুরু হলে কী করবেন, জানালেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মায়াঙ্ক প্রিয়রঞ্জন

এপিলেপসি বা মৃগীরোগ একটি সাধারণ নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা স্নায়ুর রোগ। ভারত সহ সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত। মস্তিষ্কে হঠাৎ অস্বাভাবিক ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রবাহ শুরু হলে বারবার খিঁচুনি দেখা দেয়। এটিই এপিলেপসি বা খিঁচুনির প্রধান কারণ। খিঁচুনি হলে হাত-পা হঠাৎ ঝাঁকাতে শুরু করে, রোগী জ্ঞান হারাতে পারেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, অস্বাভাবিক অনুভূতি বা কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়।

কারণ ও চিকিৎসা

যে কোনও বয়সেই এই রোগ হতে পারে। বংশগত কারণ, জন্মের সময় মস্তিষ্কে আঘাত, মাথায় চোট, ব্রেন ইনফেকশন, স্ট্রোক বা ব্রেন টিউমার থেকে এই রোগ হতে পারে। তবে বহু ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সঠিক চিকিৎসায় এপিলেপসি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অধিকাংশ রোগী নিয়মিত ওষুধ খেয়ে ভালো থাকেন। নিউরোলজিস্টের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টি-সিজার ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করা উচিত নয়। যাঁদের ক্ষেত্রে ওষুধে কাজ হয় না, তাঁরা এপিলেপসি সার্জারি বা অন্যান্য উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে উপকার পেতে পারেন।

খিঁচুনি হলে করণীয়

রোগীকে শান্ত রাখুন এবং আশপাশের ধারালো বা বিপজ্জনক জিনিস সরিয়ে দিন। তাঁকে আলতো করে একপাশে কাত করে শুইয়ে দিন, মাথার নীচে নরম কিছু দিন এবং গলার কাছের আঁটসাঁটো পোশাক ঢিলে করে দিন। সেইসঙ্গে সিজার কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে তা লক্ষ করুন।

রোগীকে জোর করে চেপে ধরবেন না বা মুখে কিছু গুঁজে দেবেন না। পুরোপুরি জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জল, খাবার বা ওষুধ দেবেন না।

সিজার পাঁচ মিনিট বা তার বেশি স্থায়ী হলে, জ্ঞান ফেরার আগেই ফের সিজার হলে, শ্বাসকষ্ট হলে বা চোট লাগলে দ্রুত জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা নিন।

স্বাভাবিক জীবন ও সচেতনতা

সঠিক চিকিৎসা ও সতর্কতা মেনে চললে মৃগীরোগে আক্রান্তরাও সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারেন। পড়াশোনা, চাকরি, বিয়ে, সন্তানধারণ ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে কোনও বাধা নেই।

পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং খিঁচুনির ট্রিগার বা যেসব কারণে খিঁচুনি বাড়ে, সেগুলি এড়িয়ে চলা জরুরি।



মনে রাখা দরকার, মৃগীরোগ ছোঁয়াচে বা মানসিক রোগ নয়, এর পেছনে কোনও অলৌকিক কারণও নেই। এই রোগীদের প্রতি কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়। জনসচেতনতা এবং সময়মতো চিকিৎসাই মৃগীরোগীদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে।

(WBMC Regn. No. : 104829)





তরুণদের স্ট্রোকের ঝুঁকি কেন বাড়ছে



বহু দশক ধরে স্ট্রোককে প্রধানত বয়স্কদের স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করা হত। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিচ্ছে। 'নিউরোলজি' নামক চিকিৎসা সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি নতুন এবং দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোকের হার কমলেও তরুণ এবং ৫৫ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে এই হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১৯৯৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ২৭ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গবেষকরা মূলত সিনসিনাটি এবং উত্তর কেনটাকির পাঁচটি অঞ্চলের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের মধ্যে স্ট্রোকের ঘটনার হার, মৃত্যুর হার এবং এর পেছনে থাকা ঝুঁকির কারণগুলোর মাত্রা কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

এই দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার পরিসংখ্যানগুলো রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। তথ্য অনুযায়ী, ২০ থেকে ৫৪ বছর বয়সিদের মধ্যে স্ট্রোকের হার সময়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৯৩-'৯৪ সালে প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে যেখানে স্ট্রোকের হার ছিল ৩৩.৯, ২০২০ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬২.১৮-তে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, একটি ইতিবাচক দিক হল বয়স্কদের ক্ষেত্রে একই সময়ে এই হার প্রতি এক লক্ষ মানুষে ৬১৮.৭৮ থেকে কমে ৪৫৩.০৪-এ নেমে এসেছে। গবেষণার প্রধান লেখক এবং সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ ডেভিড রবিনসন চিকিৎসা বিষয়ক একটি সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে তরুণদের স্ট্রোকের বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই নির্দিষ্ট বয়সি গোষ্ঠীর শারীরিক অবস্থার যে কোনও পরিবর্তন সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণদের মধ্যে হওয়া এই স্ট্রোকগুলোর বেশিরভাগই হল ইসকেমিক স্ট্রোক। মানবদেহের অত্যন্ত জটিল গঠন অনুযায়ী, যখন মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোনও রক্তনালি হঠাৎ অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন এই ধরনের স্ট্রোক হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে শুরু করে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, তরুণদের মধ্যে ইসকেমিক স্ট্রোকের হার ১৯৯৩-'৯৪ সালের ২৩.৮ থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৪৭.৩-এ দাঁড়িয়েছে, যা তরুণ সমাজের জন্য এক বিশাল সতর্কবার্তা।



এই ক্রমবর্ধমান হারের পেছনের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা বেশ কিছু দৈনন্দিন অভ্যাসের কথা তুলে ধরেছেন। উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবিটিসের মতো পরিচিত ঝুঁকির কারণগুলো, যা আগে শুধু বয়স্কদের হত, তা এখন তরুণদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। ডঃ রবিনসন মনে করেন, তরুণদের এই স্বাস্থ্য ঝুঁকির পেছনে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বড় ভূমিকা রাখছে। যাঁরা কর্পোরেট জগতে বা দীর্ঘক্ষণ ডেস্কে বসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং স্থূলতা দিনদিন বাড়ছে। একটানা বসে থাকা, মানসিক চাপ এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাব এই ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া গবেষকদের ধারণা, গাঁজা ব্যবহারের মতো অভ্যাসগুলোও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিশেষে, এই গবেষণা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বয়স এখন আর কোনও সুরক্ষাকবচ নয়। দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ, শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সক্রিয় জীবনধারা মেনে চলাই সুস্থ থাকার একমাত্র চাবিকাঠি।

সময়ের প্রতিচ্ছবি



আবেগঘন।। *বিষাণ নাট্যমেলায় ক্রান্তিকাল নাট্যদলের নাটক 'সবুজ স্বপ্ন'–র একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

বিষাণ ৫০

নাট্যচর্চার পাঁচ দশক পূর্তিকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নাট্য সংস্থা বিষাণ। উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় পর্যায়ের নাট্যমেলা। তিনদিনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মোট ১৩টি নাট্যদল অংশ নেয়। তার মধ্যে ১০টি প্রযোজনা ছিল প্রতিযোগিতামূলক, বাকি তিনটি প্রদর্শনীমূলক। নানা বিষয় ও আঙ্গিকের নাটক নিয়ে এই আয়োজন হয়ে ওঠে তিনদিনের নাট্য সমাবেশ। তিনদিনের আয়োজনেই একদিকে ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে রহস্য, কৌতুক, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সমকালীন জীবিকার সংকট। প্রযোজনাগুলির বিষয়বৈচিত্র্য নাট্যমেলাকে নানা স্বাদের দর্শক অভিজ্ঞতা দিয়েছে।

প্রথম দিনের প্রদর্শনীমূলক নাটক ছিল বালুরঘাট দৃশ্যকল্পের 'স্বয়ম্ভুতার কৃষ্ণা'। প্রতিযোগিতা শুরু করে ক্রান্তিকাল, সোদপুরের 'সবুজ স্বপ্ন'। পরিবেশরক্ষার বার্তা সমৃদ্ধ নাটকটি দর্শকদের মনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলে। এরপর দেবীনগর জাগরী, রায়গঞ্জের 'চিটিংবাজ' রহস্যের আবহে দর্শকমনে রোমাঞ্চ ছড়ায়।

দ্বিতীয় দিনে প্রতিযোগিতায় নামে ছ'টি দল। অশোকনগর অভিযাত্রীর 'গুণধর সরেন ও একটি ডাইনির গল্প' শিক্ষার সঙ্গে কুসংস্কারের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব তুলে ধরে। এষণা, জয়নগরের 'উর্ণাভ' রহস্য রোমাঞ্চে শিহরন জাগায়। রসুলপুর প্রিজম, পূর্ব বর্ধমানের 'যম অ্যাপ' সাবলীল অভিনয়ে কৌতুকের স্বাদ দেয় এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। জলপাইগুড়ির দর্পণের 'পরীর বাড়ি' অবশ্য দর্শকমনে তেমন দাগ কাটেনি। সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রিতা এবং পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার লোভ নিয়ে মহাদেবপুর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের 'কালান্তক লাল ফিতা' মঞ্চসজ্জায় আলাদা করে নজর কাড়ে। দিনের শেষ প্রযোজনা মালদা নাট্যসেনার 'ছেলেটা শেষে ধরা পড়েছিল'। জীবিকার অনিশ্চয়তার সমকালীন সমস্যাটি নাটকটিতে ভালোভাবে ফুটে উঠেছে।

শেষ দিনে প্রতিযোগিতায় নামে স্বপ্নিল, দমদম। তাদের প্রযোজনা 'ভুণ'-এ আলোর ভাবনায় নতুনত্ব নজর কাড়ে। প্রতিযোগিতার শেষ নাটক কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের 'সলিউশন'। পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব নিয়ে তৈরি নাটকটিতে বৃদ্ধা মায়ের চরিত্রে অভিনেত্রীর পরিমিত সংলাপ ও গান দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। শেষ দিনে প্রতিযোগিতার বাইরে মঞ্চস্থ হয় মুক্তাঙ্গন, জলপাইগুড়ির 'জাতক' এবং বুনিয়াদপুর সহচলির 'চরণদাস চোর'।

প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অশোক ব্রহ্ম ও দেবাশিস দত্ত। ২৫ জন নাট্যপ্রেমী দর্শকও ছিলেন দর্শক-বিচারক। সংস্থার সম্পাদক গদাধর রায় জানান, ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় চলছে ৫০ বছর পূর্তির উৎসব। এর প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান আগেই হয়েছে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে নাট্যমেলার মধ্য দিয়েই শেষ হবে সুবর্ণজয়ন্তীর আয়োজন। উৎসবের সামগ্রিক আয়োজনেও ছিল বৈচিত্র্যের ছাপ।

–গৌতম দাস



মালদার পাঞ্চজন্য সংস্থা আয়োজিত প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'ষড়জ সন্ধ্যা'-র একটি মুহূর্ত। -সৌকর্য সোম

তিন বছর আগে পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়েছে দামামা। তিন বছর পর পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছাবে বলাকা। শহর শিলিগুড়িতে নাট্যচর্চায় শতবর্ষের চৌকাঠও অনেকদিন আগে পেরিয়েছে মিত্র সম্মিলনী। আর গত বছর ৫০ পেরিয়েছে ইঙ্গিত নাট্য সংস্থা। সব মিলিয়ে এই শহরে ধারাবাহিক নাট্যচর্চার ঐতিহ্য রয়েছে। আর এই ধারাবাহিক চর্চায় শিলিগুড়ির যেসব কান্ডারি উজ্জ্বল হয়ে আছেন, বলাকার বিমান দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শুধু নিজের দলের নাটকের জন্য নয়, যে কোনও দলের, যে কোনও প্রয়োজনে এই শহরের নাট্যকর্মীরা যাঁকে সব সময় পাশে পান, তিনিই বিমান। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে বলাকা ৪৭তম বর্ষপূর্তি নাট্যসন্ধ্যায় নিবেদন করল দেবাশিস মজুমদারের 'রিভলভার' এবং তাপস মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয়ার চাঁদ'। এই সন্ধ্যার দুটি নাটকই এককথায় দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

নাটকের আগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় মঞ্চের দীর্ঘদিনের শব্দ নিয়ন্ত্রণের কর্মী খোকন ভদ্র এবং শিল্প নির্দেশনার কর্মী রমেন রায়কে। এই পর্বে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার পরিচালক বিমান দাশগুপ্ত, সঞ্চালনা করেন মৌমিতা আচার্য।

একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নাটক 'রিভলভার'। কিন্তু নাটকটি শেষপর্যন্ত খুনের গল্পে আটকে থাকে না। আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গে এসে নাটকটি বড় সমসাময়িক হয়ে ওঠে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পরিণতিতে যখন ভুল ভাঙে, তখন 'আত্মহত্যা'ই একমাত্র পথ বলে মনে হয়। নাটক শেষে দর্শক বুঝতে পারেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া আসলে আত্মহত্যারই শামিল। সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত পাল খুব ভালো অভিনয় করেছেন। অন্যদের মধ্যে চরিত্রকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন কার্তিক রায়, সুতপা গঙ্গোপাধ্যায়, পিয়ালি দাস, উজ্জ্বল রায়, উত্তমকুমার দাস, সন্তোষকুমার দাস, সার্থক দাস মালাকার, রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জাকির হোসেন, যূথিকা নন্দী, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, রঞ্জিত সরকার এবং অনুজকুমার নন্দী। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রমেন রায়ের মঞ্চসজ্জা। আলোর পরিকল্পনা এবং আবহসংগীত নাটকের বিষয়কে অনুসরণ করেছে।

দ্বিতীয় নাটকও দারুণভাবে সমাজ-বাস্তবতার গল্প বলেছে। একটি প্রতিবাদী চরিত্র রাজনৈতিক আপসের স্রোতে ভেসে যাওয়ার পর আর ফিরে আসতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই নাটক 'দ্বিতীয়ার চাঁদ'। এখানে ঘৃণধরা রাজনৈতিক মানসিকতাকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। চরিত্রের দ্বন্দ্বকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অনুজকুমার নন্দী এবং সুতপা গঙ্গোপাধ্যায়। রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, কল্যাণ খান এবং কার্তিক রায়ের সাবলীল অভিনয়ও নাটকের সহায়ক হয়েছে।

দুটি নাটকেই নেপথ্যে অন্যদের মধ্যে ছিলেন শক্তিপ্রসাদ আইচ, রূপক দে সরকার, শংকর চক্রবর্তী, কুন্তল ঘোষ, মৌকণা মুখোপাধ্যায় ও ইভান রায়। দুটি নাটকেরই পরিচালনা এবং সামগ্রিক ভাবনার রূপায়ণে ছিলেন বিমান দাশগুপ্ত। বলাকার চর্চায় ৪৭ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্যভাবে সময়কে মঞ্চে তুলে ধরতে পেরেছে।

-ছন্দা দে মাহাতো



জমজমাট।। *দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'রিভলভার' নাটকের একটি দৃশ্য।*

প্রান্তিক পাঠের আসর



গত ১৮ নভেম্বরের অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য আকাদেমি ও শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ' গ্রামালোক'। মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জীবন ও সাহিত্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছাবার্তা প্রদান করেন সাহিত্য আকাদেমির প্রধান আধিকারিক অভিষেক রথ। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির পক্ষে কবি সেবন্তী ঘোষ। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বিমল দেবনাথ, সুতপা সাহা, সুব্রত দত্ত, মনোজ পাইন, মানসী কবিরাজ ও শুভ্রদীপ রায়। মূলস্রোতের কবি ও লেখকদের কলমে কীভাবে ফুটে উঠেছে গ্রামীণ বাস্তবতা, বনজ স্বাধীন জীবন, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য- আলোচকদের কথায় উঠে আসে সে সব প্রসঙ্গ। উঠে আসে প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস এবং ক্ষমতার আগ্রাসনে তাদের শিকড়হীনতা ও জীবন-জীবিকা-ভাষার সংকটের কথাও। প্রান্তিকতার সংজ্ঞা, সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তার প্রসঙ্গ, প্রান্তিক মানুষের শ্রেণিসচেতনতা ও সময়ের সঙ্গে তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। ভৌগোলিক ও জীববৈচিত্র্য সংবলিত উত্তরবঙ্গের ৫২টি ভাষার মানুষদের একত্রিত করে সাহিত্যচর্চার বিষয়টিও আলোচনা সভায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চেয়ারপার্সন ঊষা নন্দী ঘটরাজ। অনুষ্ঠানের শেষে স্থানীয় কবিদের কবিতা পাঠ এই আয়োজনে এক অন্যমাত্রা যোগ করে।

–সম্পা পাল

স্বপ্নমায়া উৎসব

সংগীত ও একক নাটক পরিবেশন, গান ও কবিতার কোলাজ এবং কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্প্রতি শিলিগুড়ির সিধো কানহো সরণির কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে হয়ে গেল স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবারের পঞ্চম জন্মবার্ষিকী সাহিত্য উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে ও অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ তাপস ভট্টাচার্য, সমাজসেবী অলক চক্রবর্তী, অসমের সাহিত্যিক রেণু দাস, ডঃ দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, পরাগ মিত্র, বর্ষীয়ান কবি নিশিকান্ত সিনহা, বিশ্বজিৎ নাগ প্রমুখ। স্বপ্নমায়া পরিবারের তরফে উপস্থিত গুণীজনদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা পত্র ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানান সংগঠনের সম্পাদক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল 'মা'-কে উৎসর্গ করে কবিতা সংকলন 'স্বপ্ন সঞ্জীবনী'-র মোড়ক উন্মোচন। এই পর্বে ছিলেন স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডমিন সুজিত গুহ, প্রধান উপদেষ্টা কিরণ মজুমদার, সংকলনের প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীতশিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শুভ্রা নন্দী চক্রবর্তী, আধুনিক এবং লোকসংগীত পরিবেশন করেন শম্পা পাল, দেবরাজ পাল। ডঃ তাপস ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কিশোরকুমারের একটি আধুনিক গান ও কিছু কথাও ছিল শ্রুতিমধুর। শ্রুতিনাটকে মলয় সরকার ও আবৃত্তিতে দেবাশিস ভট্টাচার্য ও শিপ্রা পাল সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সাহিত্যসভায় কবিতা পাঠ পর্বে ছিলেন পূর্ণেন্দু পন্ডা, রিঙ্কু ঘোষ, সুজিত গুহ, বিভাকর দাশগুপ্ত, মলয় সরকার, কিরণ মজুমদার, শাহনাজ বানু, সোমা ভট্টাচার্য, ভারতী পাল, অপুরানি উকিল, ঝর্ণা সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে দক্ষ হতে সঞ্চালনা করেন কিরণ মজুমদার।

- ছন্দা দে মাহাতো

নাট্য অন্বেষণ

বালুরঘাটের বালুছায়া অডিটোরিয়ামে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে এবং হিলি সরকারি কলেজের সহযোগিতায় 'সময় ও সমাজের দর্পণ : বাংলা নাটক' বিষয়ে কিছুদিন আগে একদিনের জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি, বিধায়ক বিদ্যুৎকুমার রায়, ডঃ প্রণব ঘোষ, ডঃ অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মোস্তাক আহমেদ, ডঃ দীপককুমার রায়, ডঃ সঞ্জয় গায়কোয়াড় সহ বিশিষ্টজনেরা। জেলার নাট্যদলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি আইন কলেজ ও বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেন। ডঃ দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মশ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটক : মন ও মননের কথা' গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গবেষকরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্যের পর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। শেষে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়া হয়।

–জয়ন্ত আচার্য

সংশোধনী : গত ১৪ নভেম্বর সংস্কৃতি পাতায় প্রকাশিত 'সরগমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা'-র অনুষ্ঠানস্থল জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবন পড়তে হবে।

সাহিত্যবাসর

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যবাসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে সূচনা করেন সাহিত্যিক পবিত্রভূষণ সরকার ও কবি উৎপল অধিকারী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আদিত্যরঞ্জন অধিকারী। শিশুশিল্পী আরোশি সরকারের নৃত্য মুগ্ধ করে উপস্থিত দর্শকদের। তার নৃত্য পরিবেশনার প্রশংসা করেন সকলে। এদিন ভুবন সরকারের লিমেরিকগ্রন্থ 'পাঁচমিশালী লিমেরিক'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন পবিত্রভূষণ সরকার। পাশাপাশি মানবেন্দ্র দাস সম্পাদিত ৩২তম বর্ষের 'হরিণ সাহিত্যপত্রিকা'-র পুজো সংখ্যার প্রকাশ করেন কবি শংকরচন্দ্র আইন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন পবিত্রভূষণ সরকার, ভুবন সরকার, মানবেন্দ্র দাস, বিবেকানন্দ বসাক, বিশ্বজিৎ দত্ত ও শংকরচন্দ্র আইন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ভুবন সরকার, আদিত্যরঞ্জন অধিকারী, উৎপল অধিকারী, নারায়ণ পণ্ডিত, বিবেকানন্দ বসাক, জয়দীপ সাহা, শৌভিক বণিক, রিনা পণ্ডিত, আশিস ঘোষ সহ অনেকে। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সৈকত দত্ত, দেবাশিস কর্মকার ও শতাব্দ মোহন্ত। সঞ্চালনা করেন কবি আশিস ঘোষ। পৌরোহিত্য করেন পবিত্রভূষণ সরকার।

–মানবেন্দ্র দাস

মেলবন্ধন

শিক্ষারত্ন ও জাতীয় শিক্ষক সম্মানপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাসের নকশালবাড়ির বাসভবনে সম্প্রতি বিশ্বাস পরিবারের উদ্যোগে ঘরোয়া বিজয়া ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি ও শিবমন্দিরের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যোগ দেন। প্রহ্লাদ বিশ্বাসের উদ্বোধনী গানে সর্বেশ্বর বিশ্বাস তবলায় সংগত করেন। অনামিকা প্রিয়দর্শিনী উত্তর ভারত ও দিল্লির দুর্গাপুজো, রতন বিশ্বাস বাংলার দুর্গোৎসব নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন বীরেন্দ্র মুধাও। কবিতা, গান, আবৃত্তি, হারমোনিকা ও গল্প পরিবেশিত হয়। অশোক দেব ও শিশুশিল্পী প্রান্তিক গল্প শোনায়। দমনকান্তি মিশ্র এমন উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। বিপ্লব রায় আলোচনা করেন পরিবেশ ও বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে। বিশ্বজিৎ রায়ের নির্দেশনায় বনমালার অণুনাটক 'ত্রিশ সেকেন্ড' মঞ্চস্থ হয়। অতিথিদের উত্তরীয়, স্মারক ও উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

–ধনঞ্জয় পাল

সেবার বার্তা

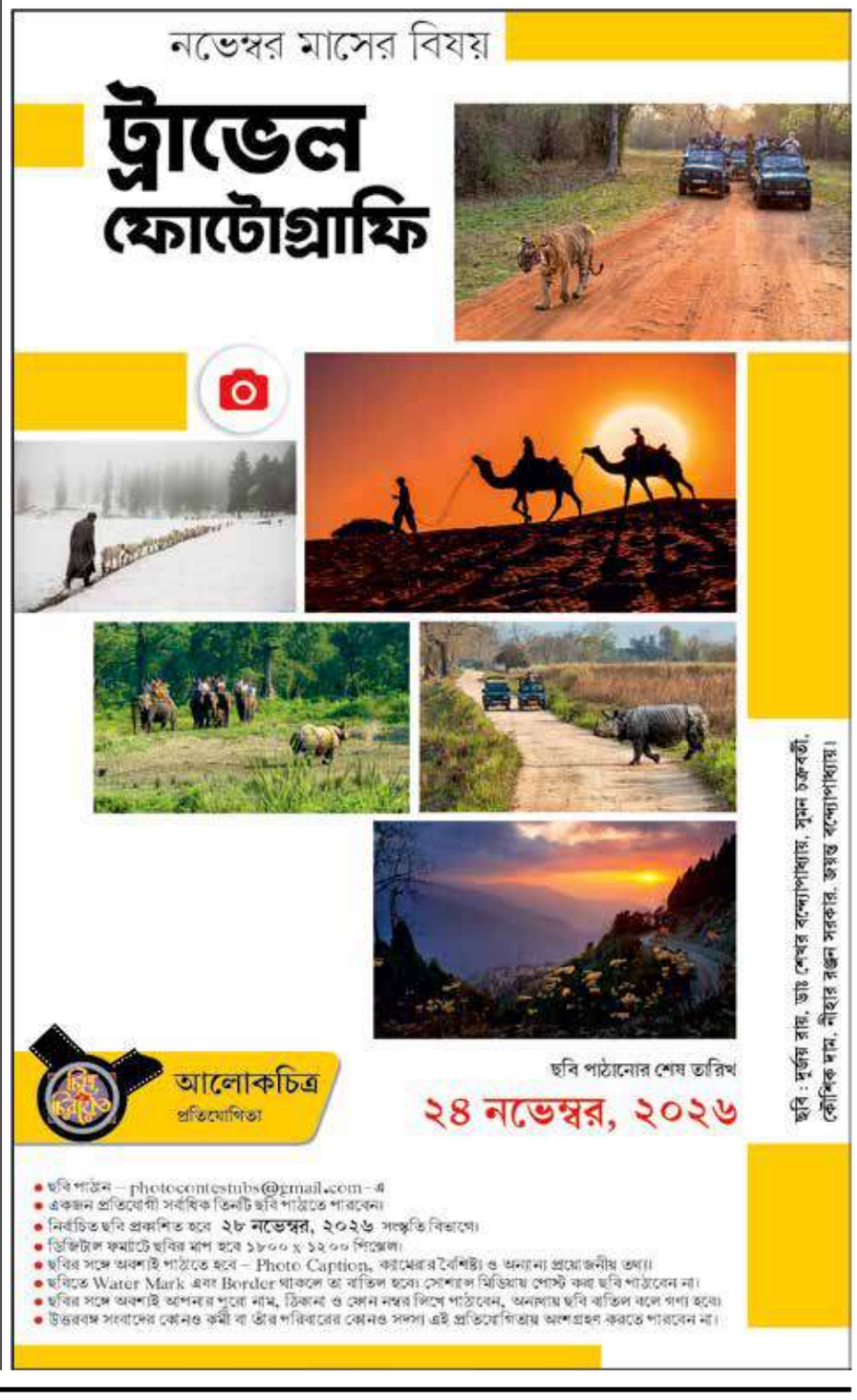
কিছুদিন আগে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হল 'নমো সেবা অজানা কাহিনী' শীর্ষক আধ ঘণ্টার নাটক। 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা ও নির্ধারিত চিত্রনাট্য মেনে নাটকটি পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার নমো সেবা অভিযানের আহ্বায়ক কেশবানন্দ পাল ও সমন্বয়কারী দিলীপকুমার বর্মন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মজীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করতেই এই আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায় গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে সেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এরপর 'ইউথ কানেক্ট' কর্মসূচিতে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা শিক্ষাঋণের বিভিন্ন সুযোগ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের সেবা সংকল্প অভিযান সমন্বয়কারী ডঃ মেঘলাল মল্লিক। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

–দীপঙ্কর মিত্র

শারদ সংখ্যা

কিছুদিন আগে তুফানগঞ্জের দিঘলাপাড়া পূজোমণ্ডপে অমরেন্দ্র বসাক সম্পাদিত 'আড্ডার মুখ' পত্রিকার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যার প্রকাশ ও বিজয়া সম্মিলনি হল। ঊনবিংশ বর্ষে পা দেওয়া পত্রিকায় রয়েছে গল্প, অণুগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন সম্মানিত কবি কমলেশ সরকার, দিলীপ কর, স্বপন সরকার ও প্রতিমা ভট্টাচার্য। কবিতা পাঠ ও সংগীতের আসরে জমে ওঠে সন্ধ্যা।



জ্ঞান পরম্পরা

দার্জিলিং লিটারারি ফেস্টিভাল ২০২৬-এর অঙ্গ হিসেবে দার্জিলিংয়ে সম্পন্ন হল আন্তর্জাতিক সেমিনার। 'উইংস' (এ পাবলিকেশন হাউস), শিলিগুড়ির পরিচালনায় এবং বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন ও হরিয়ানার আচার্য নন্দলাল বাজপেয়ী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারে কানাডা, মরিশাস, নেপাল ও ভারতের ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং পিএইচডি গবেষকরা অংশ নেন। 'শিক্ষা, সাহিত্য, অনুসন্ধান এবং ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার সংরক্ষণ ও বিস্তার' ছিল আলোচনার বিষয়। পাশাপাশি অনলাইন পর্বে আরও ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০টির বেশি কলেজ যোগ দেয়।



স্বাগত ভাষণে 'উইংস'-এর প্রধান সম্পাদক সুলেখা সরকার জানান, উত্তরবঙ্গে এই বৃহৎ পরিসরের আয়োজন নজিরবিহীন। জাতীয়তাবাদ ও ঐক্য সুদৃঢ় করার পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চায় নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য। বৈদিক যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় জ্ঞানধারার বিবর্তন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ভূমিকার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে।

ডঃ ধ্রুব পাণ্ডে দার্জিলিংয়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রেরণার কথা বলেন। প্রতিভা চৌহান আলোচনা করেন শিক্ষায় নারীর ভূমিকা নিয়ে। প্রীতি গুপ্তা বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ঋষি পাল জ্ঞান পরম্পরা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং জগজিৎ কৌর জাতীয় ঐক্যে এমন আয়োজনের ভূমিকা তুলে ধরেন। তপ্তি জোশী শিক্ষা ও সাহিত্যের সমন্বয়ে জোর দেন। সত্যেন্দ্র কুমার বলেন, 'এমন সেমিনার দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারাকে একই মঞ্চে আনে।'

উইংস ও ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড কালচারের পক্ষ থেকে ১১ জনকে 'শীলভদ্র সম্মান' দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজীব চক্রবর্তী, দেবাশিস দত্ত, বি কে ঝাঁ, সুজাতা রানি রাই, মৃন্ময় দাস ও মহেন্দ্র প্রধান। সঞ্চালনা করেন ডঃ সঞ্জয় ধৌলপুরিয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ সুমন রানি।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

ক্যাম্পাস

সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী দক্ষতা, সৃজনশীলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে উদ্যোগী হল গাজোল মহাবিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মজগতের পরিচয়কে যুক্ত করতে মালদার দেবীপুর চেতনা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করল মহাবিদ্যালয়।

সমঝোতাপত্র অনুযায়ী, গাজোল মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের বিভিন্ন পাঠপর্বের পড়ুয়ারা দেবীপুর চেতনার উদ্যোগে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং স্বল্পমেয়াদি শংসাপত্রভিত্তিক পাঠক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

প্রশিক্ষণের বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সমাজসেবা ও জনসমাজের উন্নয়ন, আলোকচিত্রবিদ্যা, সাংবাদিকতা, সাংস্কৃতিক ও অনুষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষা ও শিশুবিকাশ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা। এছাড়াও কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দাপ্তরিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যম, যোগাযোগ ও তথ্য নথিবদ্ধকরণের মতো বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

রক্তদাতা শতাধিক

স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে মালদা কলেজে আলোচনা সভা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলেজের এনএসএস, এনসিসি ও টিচার্স কাউন্সিলের উদ্যোগে এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানসকুমার বৈদ্য। সেখানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে মোট ১১০ জন রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ৪৪ জন ছাত্রী।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানসকুমার বৈদ্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের লেকচারার তথা রক্তদান আন্দোলনের সমাজকর্মী অনিলকুমার সাহা, মালদা কলেজের টিসিএসের পীযূষকান্তি সাহা, এনএসএসের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক শান্তনু গুপ্ত, অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সাউ, অধ্যাপক অরুণাভ আগরওয়াল এবং মালদা মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।





খুদে আড্ডা। আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জে সদানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

র‍্যাংকিংয়ের দৌড়ে





কলেজকে বিশেষ সহায়তা

জাতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিংয়ে দেশের প্রথম ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ১০০টি কলেজকে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এই উদ্যোগের প্রথম পর্যায়ে ৪৬টি কলেজকে 'প্রথম অগ্রাধিকার' তালিকায় রাখা হয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের চারটি কলেজ রয়েছে। সেগুলি হল কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, দার্জিলিংয়ের সাউথফিল্ড কলেজ এবং মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়। এছাড়া আরও ৫৪টি কলেজকে 'দ্বিতীয় অগ্রাধিকার' তালিকায় রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের ১০০টি কলেজকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলতে চায় সরকার।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে ২০১৫ সালে চালু হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ)। ২০২৫ সালের র‍্যাংকিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি কলেজ দেশের প্রথম ১০০টি কলেজের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। সেগুলি হল রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ (ষষ্ঠ), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা (অষ্টম), রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর (২৪তম), মেদিনীপুর কলেজ (৪২তম) এবং লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, কলকাতা (৪৭তম)।

গৌড় মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও আইকিউএসি-র কোঅর্ডিনেটর ধৃতিমান চক্রবর্তী বলেন, 'এনআইআরএফ-এ কলেজের র‍্যাংকিং যত ভালো হবে, কেন্দ্রীয় স্তরে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। র‍্যাংকিংয়ের মান উন্নত হলে বেশি অর্থসাহায্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।' নির্বাচিত কলেজগুলির পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান খতিয়ে দেখতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদল প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাবে। শ্রেণিকক্ষ ও পরীক্ষাগারের সংখ্যা, পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম, ডিজিটাল পরিকাঠামো, শিক্ষার ফলাফল, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রম সহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন, সে বিষয়েও কলেজগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের ৪৩৪টি কলেজের মধ্যে ৩৮০টিরও বেশি ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) স্বীকৃতি পেয়েছে। এনআইআরএফ-এর তালিকায় জায়গা পেতে বৈধ ন্যাক স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কলেজগুলির ন্যাক গ্রেড এবং স্বীকৃতির মেয়াদও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অসীম সরকার জানান, কলেজে বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের মাধ্যমে পড়ুয়ারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। খাদ্য ও পুষ্টিবিদ্যার মতো বিষয়ে পড়াশোনা করে তাঁরা ভালো কাজের সুযোগ পাচ্ছেন বলেও জানান তিনি। কলেজগুলির মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা দপ্তর 'এনআইআরএফ মিশন মোড ইনিশিয়েটিভ' চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। নির্বাচিত কলেজগুলিকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে উন্নত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য, যাতে তারা দেশের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের মেন্টর হিসেবে যুক্ত করার সম্ভাবনাও রয়েছে। গৌড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুস্মিতা সোমের মতে, 'জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে এনআইআরএফ র‍্যাংকিংয়ের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কোনও কলেজকে কেন্দ্রীয় স্তরে পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য পেতে হলে সন্তোষজনক এনআইআরএফ র‍্যাংকিং অর্জন করা প্রয়োজন।'

প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলায় বাজিমাত

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজে আয়োজন করা হল প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলা ও প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি। বালুরঘাট সরকারি আইটিআইয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই মেলায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪৫০ জন চাকরিপ্রার্থী অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনের হাতে ইতিমধ্যেই অফার লেটার তুলে দেওয়া হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ সন্তু চক্রবর্তী জানান, চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে নিয়োগের লক্ষ্যে মেলায় একাধিক নামী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করেন। মোট ৪৩২ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর প্রায় ১০০ জনকে শর্টলিস্ট করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনকে অফার লেটার দেওয়া হয়েছে। বাকি নির্বাচিত প্রার্থীদেরও পরবর্তীতে অফার লেটার দেওয়া হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

মেলায় উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর অফ এমপ্লয়মেন্ট জীবন মণ্ডল, শিলিগুড়ি রিজিয়নের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং গৌতম ভৌমিক, সরকারি আইটিআই বালুরঘাটের প্রিন্সিপাল কপিল দেব মণ্ডল এবং জেলা শিল্পকেন্দ্রের ডিইও। এছাড়াও গঙ্গারামপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সহ জেলার বিভিন্ন আইটিআই ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মোট দশটি সংস্থা এই মেলায় অংশ নেয়।

কর্মসংস্থান মেলা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ সন্তু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা বাস্তবে চাকরির বাজারে কী ধরনের সুযোগ রয়েছে, তা জানতে পারছে। পাশাপাশি চাকরির সুযোগও পাচ্ছে। এটা আমাদের কাছে বড় পাওনা। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হবে।'

আয়োজকদের দাবি, আইটিআই ও পলিটেকনিকের পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে এক ছাতার তলায় এনে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করায় মেলাটি ভালো সাড়া ফেলেছে।

মেলা থেকে কাজের সুযোগ পাওয়া রাধা রায় ও লক্ষ্মী রবিদাস বলেন, 'সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগছে। সেখানে ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করব, যাতে কাজ স্থায়ী করার সুযোগ হয়।'

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামীদিনেও এ ধরনের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ও কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে জেলার কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ করে দেওয়াই লক্ষ্য।



পড়ুয়াদের অনুসন্ধিৎসা জাগাতে প্রশিক্ষণ

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শুধু পাঠদাতা নন, পড়ুয়াদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলারও দায়িত্ব তাঁর। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক। তেমনই একটি কর্মশালায় হায়দরাবাদে দেশের ১৫টি রাজ্যের ১২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। কর্মশালার মূল বিষয় ছিল 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা'।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন সেন্টার অফ কালচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের উদ্যোগে এনইপি-২০২০-কে কেন্দ্র করে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে মালদা থেকে ছিলেন নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক দীপঙ্কর দাস। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌমিতা সিনহা, উত্তর ২৪ পরগনার অরিন্দম বিশ্বাস এবং মুর্শিদাবাদের অরিজিৎ মণ্ডল কর্মশালায় যোগ দেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক উপস্থাপনায় মালদা জেলার লোকনৃত্য গম্ভীরা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের হস্তশিল্প, ইতিহাস ও মুদ্রার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

দীপঙ্কর দাস বলেন, ''প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক-বাহক বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শন সংগ্রহশালায় সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে কীভাবে একসূত্রে বাঁধা যায়, তার প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। সংগ্রহশালায় শুধু ইতিহাসের নিদর্শনই প্রদর্শিত হয় না। সেই সময়ের ধর্মীয়, অর্থসামাজিক, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভাষা ও বিদ্যাচর্চার নানা দিকও এই নিদর্শনগুলির মাধ্যমে উঠে আসে। বর্তমান শিক্ষা আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই পড়াশোনাকে আরও বাস্তবমুখী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পড়ুয়াদের সংগ্রহশালা ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া কিংবা বিদ্যালয়ে একটি 'মিউজিয়াম কর্নার' গড়ে তোলার গুরুত্ব এই কর্মশালা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।''

কর্মশালার অংশ হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হায়দরাবাদের সালার জং মিউজিয়াম, তেলেঙ্গানা স্টেট মিউজিয়াম এবং বিড়লা সায়েন্স মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানো হয়। দীপঙ্কর আরও বলেন, 'শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া শিল্পরামম হস্তশিল্প গ্রামও ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে স্থানীয় ভাষায় নুক্কড় নাটক নামে পরিচিত পথনাটিকাও দেখেছি। সংগ্রহশালা নিয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের বক্তব্য থেকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে সালার জং মিউজিয়ামের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কিউরেটরের বক্তব্য সংগ্রহশালা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।'



প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে দেশ গঠনের বার্তা

মালদার কলিয়াচক কলেজে 'টিচ ইনোভেট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম ইন শেপিং ইন্ডিয়া' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনলাইন ও অফলাইন- দুটি মাধ্যম মিলিয়ে কলেজের কনফারেন্স রুমে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নাজিবর রহমান।

উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি আধুনিক ভারতের রূপায়ণে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের ওপর জোর দেন অধ্যক্ষ। আলোচনায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন ও আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক দেশ গঠনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডঃ এপিজে আবদুল কালামের অবদান ও দূরদর্শিতার কথাও উঠে আসে।

সেমিনারে অনলাইনে যোগ দেন সৌদি আরবের কিং ফয়সল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গওশাল আজম খান। তিনি বলেন, 'বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ছাড়া কোনও দেশই প্রগতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। ভারতের তরুণসমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে দেশের রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।'

কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা দেবলীনা ঘোষও ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও এপিজে আবদুল কালামের মতো মনীষীদের দেখানো পথেই ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত গড়ে উঠেছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির আত্মীকরণ সেই ভিতকে আরও মজবুত করবে।'

সমাপনী ভাষণে অধ্যক্ষ ডঃ নাজিবর রহমান পড়ুয়া ও গবেষকদের উদ্দেশে বলেন, 'শুধু ডিগ্রি অর্জনই শিক্ষার শেষকথা নয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা এপিজে আবদুল কালামের মতো বিজ্ঞানচেতনাকে ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে সমাজসংস্কার ও দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে গ্রামীণ ভারতের রূপান্তর ঘটানোই হোক আমাদের লক্ষ্য।'

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলিয়াচক কলেজের সমাজবিদ্যা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মারিয়া নুরজুম লেপচা, ইংরেজি বিভাগের ডঃ সৌরভ পাল এবং গণিত বিভাগের ডঃ মণিরুল ইসলাম। সেমিনারে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও বহু পড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচনার পর প্রযুক্তিগত অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে গবেষক ও পড়ুয়ারা নিজেদের বিষয়ের ওপর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।





সাইবার নিরাপত্তা ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং

সৌকর্য সোম

'আমার জেলা আমার বিদ্যালয় সপ্তাহ' উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে 'সাইবার নিরাপত্তা ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং' বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার উচ্চবিদ্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এসবিআই মালদা ডিআরএম অফিস ব্রাঞ্চের চিফ ম্যানেজার ডঃ আশিস দাস।

কর্মশালায় পড়ুয়াদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেন তিনি। কোন বিষয়ে পড়াশোনা করে কী ধরনের পেশায় প্রবেশের সুযোগ রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা করেন। পাশাপাশি মোবাইলের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং নিজের ও পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে সতর্ক করেন। কর্মশালায় স্কুলের শতাধিক পড়ুয়া অংশ নেয়।

আশিস দাস বলেন, 'বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে টিকে থাকতে হলে পড়াশোনার গতানুগতিক ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি পড়ুয়াদের ঝোঁক বাড়াতে হবে।'

এদিকে, স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়াদের নিয়ে একটি 'প্রাক্তনী সম্মিলনি' প্রস্তুতি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ১৫ জন সদস্যের এই কমিটি আগামীদিনে প্রাক্তনী সম্মিলনি গড়ে তুলবে। স্কুল প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় রেখে পঠনপাঠন, পরিকাঠামো এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়গুলির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই কমিটি।

প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি সান্যাল বলেন, 'অনেক বছর ধরেই প্রাক্তনীদের নিয়ে এ ধরনের একটি কমিটি গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। অবশেষে তা বাস্তবায়িত হল। সুশৃঙ্খল ও উন্নতমানের বিদ্যালয় গড়ে তুলতে প্রাক্তনী সম্মিলনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি।'

আরও স্কুলে পঞ্চম চালু

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার আরও ৪২টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির পাঠদান চালুর অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। অথচ গত শিক্ষাবর্ষে এমন অনুমোদন পাওয়া একাধিক স্কুলে এখনও তৈরি হয়নি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পঞ্চম শ্রেণির পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী, গত শিক্ষাবর্ষে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রায় ১৫টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে আরও ৪২টি স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রবিনা তামাং।

গত বছর পঞ্চম শ্রেণি চালুর অনুমোদন পেয়েছিল জগদীশ বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঠনপাঠনের সুবিধার জন্য স্কুলের তরফে একটি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই ঘর তৈরি হয়নি। ফলে স্কুলের হলঘরেই পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস করাতে হচ্ছে বলে জানান প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায়। একই সমস্যা রয়েছে বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। ২০২৪ সালে অনুমোদন পাওয়া এই স্কুলে শ্রেণিকক্ষের অভাবে প্রাকপ্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির ক্লাস ডাইনিং রুমে করাতে হয়েছিল। টিচার ইনচার্জ দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১১৪। শ্রেণিকক্ষের অভাবে একটি ঘরের মধ্যে আলমারি রেখে ভাগ করে ক্লাস করাতে হচ্ছে।

এদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণি চালুর অনুমোদন পেয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলেও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই। পঞ্চম শ্রেণির জন্য আলাদা ঘরের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা।

শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মণিকুমার লামা অবশ্য বলেন, 'স্কুলগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরির দিকে নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার।'



শিলিগুড়িতে গান্ধি ময়দানের কাছে আর্টিলারি শেল উদ্ধার করছেন সেনাকর্মীরা। শুক্রবার।

ফুটপাথের ধারে পড়ে 'আর্টিলারি শেল'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : দিনেদুপুরে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল সেনাবাহিনীর আর্টিলারি শেল! শুক্রবার দুপুরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধরে যাওয়ার সময় জনৈক পথচারীর নজরে পড়ে বিষয়টি। তড়িঘড়ি খবর যায় ভক্তিনগর থানায়। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে প্রকাশ্যে শেলটি পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয় সেনাকে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে আইজির দপ্তর। তবু ওই এলাকায় কোনও সিসি ক্যামেরার নজরদারি ছিল না। ফলে কে বা কারা শেলটিকে ওখানে ফেলে গেলেন তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিকে ভক্তিনগর থানা থেকে ফোন পেয়ে এক সেনাকর্তা এসে আর্টিলারি শেলটি চিহ্নিত করেন। এর প্রায় তিন ঘণ্টা পর সেনার বম্ব স্কোয়াড আসে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে শালুগাড়ায় সেনাছাউনি আছে। তা সত্ত্বেও বম্ব স্কোয়াড আসতে এত সময় লাগল কেন? এই নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত পুলিশ প্রশাসন। যদিও সেনার তরফে দাবি, আর্টিলারি শেলের পরিস্থিতি বিচার করে নিষ্ক্রিয় করার সরঞ্জাম আনতে কিছুটা সময় লাগে। শেষপর্যন্ত সেনার নিয়ে আসা ট্রাংকে বালি ভরে শেলটি নিয়ে যাওয়া হয়। শেলটি যেখান থেকে উদ্ধার হয় তার আশপাশের জঙ্গল এলাকায় এদিন বিকেলে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ তল্লাশি চলে। তবে নতুন করে কিছু

উৎসাহীদের ভিড়

মেলেনি। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

এই প্রথম নয়। মাসখানেক আগে ভক্তিনগর থানার রায় কলোনি এলাকায় আরও একটি পরিত্যক্ত আর্টিলারি শেল উদ্ধার হয়েছিল। একের পর এক এ ধরনের ঘটনায় রীতিমতো ধন্দে সেনা ও পুলিশ। বছর দুয়েক আগে সিকিমে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। সেই ঘটনায় ভেসে গিয়েছিল সেনার বেশ কিছু সামগ্রী। সেনাকর্তাদের অনুমান, স্রোতের সঙ্গে নেমে আসা সেইসব জিনিসই উদ্ধার করে কাবাড়ির কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন স্থানীয়রা। মনে করা হচ্ছে, সেনার সরঞ্জাম হাতে পেয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে ফেলে যাচ্ছেন বাতিল জিনিসের কারবারিরা।

এদিকে প্রকাশ্য রাস্তায় আর্টিলারি শেল পড়ে থাকার খবর ছড়াতেই এলাকায় উৎসাহী জনতার ভিড় জমে। সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। সড়কের ওই অংশে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় আধাসেনা। এদিকে, এদিন চড়া রোদ ছিল শিলিগুড়ি শহরে। ফলে নিষ্ক্রিয় করার সময় রোদের তাপে শেলটি যাতে গরম না হয়ে যায়, সাবধান ছিল সেনা। কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কম্পনের প্রভাবে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য পথচারীদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ।

এদিন সার্ভিস রোডের পাশ থেকে আর্টিলারি শেল উদ্ধারের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ভানুনগরের বাসিন্দা অর্জুন দাস। তিনি বলেন, 'শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাঝেমধ্যে আর্টিলারি শেল উদ্ধার হচ্ছে। বিষয়টি চিন্তার। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটে যাবে।'

স্টেডিয়াম নিয়ে গৌতমদের তোপ শংকরের

অসচ্ছলতা সত্ত্বেও দায়িত্ব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পর্যটনমন্ত্রী তথা বিধায়ক শংকর ঘোষ শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে পুরনিগমের পূর্বতন বোর্ডকে একহাত নিয়েছেন। শংকরের দাবি, নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের দায়িত্ব নিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। তারপর সংস্কার তো দূর অস্ত, স্টেডিয়ামের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ। সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা টাকা পাননি। তাঁর মতে, পুরনিগমের নিজস্ব আয় কতটা, রাজ্য থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে সমস্ত দিক ভেবে তারপরেই এসব দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'সব দিক বিবেচনা করেই স্টেডিয়ামের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছিল। ১০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। প্রথম দিকে টাকা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে টাকা না আসায় এজেন্সির বকেয়া মেটানো যায়নি।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মিউনিসিপ্যাল ইন্ডোর স্টেডিয়াম- এই দুটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের হাতে রয়েছে। শুক্রবার সকালে পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে দুটি স্টেডিয়াম ঘুরে দেখেন পর্যটনমন্ত্রী। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জানুয়ারি মাসে জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে। সেই উপলক্ষ্যে এই স্টেডিয়ামের বেশ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন বলে মন্ত্রী জানান। বিশেষ করে অন্তত ২০টি টেবিল বসানোর মতো পরিকাঠামো তৈরি করা, স্টেডিয়ামের চারপাশের ঘরগুলির সংস্কার, একটা সভাকক্ষ তৈরি করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি পুরনিগমের তরফে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যোগ সেন্টার, জিম এবং ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরির বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২০২৪ সালে মাতৃসদনের পিছনের রাস্তায় ৩ নম্বর বরোর স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় ওই অফিসটি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরানো হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ না আসায় বরো অফিসের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। শংকর বলেন, '৩ নম্বর বরোর স্থায়ী অফিস তৈরি হয়ে গেলে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ঘরগুলি খেলাধুলোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। বরো অফিসের নির্মাণকাজ কেন আটকে রয়েছে সেটা দেখব।'

এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে অবাক হয়ে যান শংকর। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দিকের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মন্ত্রী দেখেন, চারদিক জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে তিনি পুর আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন। পরে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিক এবং ঘরগুলি ঘুরে দেখেন। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, এখানেই নেহরু গোল্ড কাপ সহ কত বড় বড় খেলা হয়েছে। বহুবার ফুটবলের ডার্বি হয়েছে। কিন্তু গত সরকারের আমলে এই স্টেডিয়ামের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। বরং স্টেডিয়ামটি ক্রীড়া দপ্তরের হাত থেকে সরিয়ে পুরনিগমকে দেওয়া হয়েছে। শংকর মনে করেন, শিলিগুড়ি পুরনিগম তৃণমূলের হাতে থাকলেও বিগত রাজ্য সরকার শহরের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করেনি। ফলে শহরে কোনও কাজ করতে পারেনি বিগত বোর্ড।

এদিন স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজে যুক্ত এজেন্সির কর্তাও এসেছিলেন। তিনি মন্ত্রীকে বলেন, 'দুটি ধাপে পাঁচ কোটি ৩৫ লক্ষ এবং চার কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাত্র চার কোটি টাকা পেয়েছি, ফলে কাজ করতে পারিনি।' মন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

শংকর এদিন বলেন, 'ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সংস্কারের জন্য পুরনিগমের সচিবকে একটা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে বলেছি। সেটি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলে আর্থিক জোগানের ব্যবস্থা করা হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগমের নিজস্ব আয় বাড়ানোয় জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আর বিনামূল্যে স্টেডিয়াম ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।'



- সংস্কারের কাজ করেও প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় কাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদার সংস্থা
- ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জানুয়ারিতে জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি শুরু
- অন্তত ২০টি টেবিল বসানো, ঘর সংস্কার ও সভাকক্ষ তৈরির পরিকল্পনা, ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যোগ কেন্দ্র, জিম ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরির সিদ্ধান্ত
- দুই স্টেডিয়ামের সংস্কারে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির নির্দেশ; অর্থ জোগাড়ে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হবে
- বিনামূল্যে স্টেডিয়াম ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত

পাচারকারী সন্দেহে মার, হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মাদক পাচারকারী সন্দেহে এক তরুণ ও তরুণীকে হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির গান্ধি ময়দানে। পরে ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যায় এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই তরুণ ও তরুণী কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। তাঁরা শিলিগুড়িতে কেনাকাটার জন্য এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন।

তরুণীর কথায়, 'আমাদের বাড়ি কালিম্পংয়ে। মাঝেমধ্যেই শিলিগুড়িতে কেনাকাটা করতে আসি। এদিন হঠাৎ করে একজন তরুণ এসে আমাদের ব্রাউন সুগার পাচারকারী বলে সন্দেহ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজনের জমায়েত হয়। আমরা বারবার ব্রাউন সুগার পাচার করি না বলতে থাকলেও ওরা তল্লাশি করতে শুরু করে। এর মধ্যে কালিম্পংয়ের বাস চলে এলে আমরা উঠতে চাইলে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয়।' শিলিগুড়ির তিনটি পৃথক জায়গায় মাদক পাচারকারী সন্দেহে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে। একশ্রেণির মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতার জেরে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'কোনও কিছু সন্দেহজনক মনে হলে অবশ্য পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া উচিত। তাই বলে নিজেরা আইন হাতে নিয়ে তল্লাশি চালানো কিংবা হেনস্তা করা অপরাধ। কারও বিরুদ্ধে এ ধরনের হেনস্তার অভিযোগ উঠলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গান্ধি ময়দানের ঘটনায় উপস্থিত এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি, 'আমার মনে হয়েছিল ওরা ব্রাউন সুগার পাচার করছে। সেই কারণে আমি ওদের ধরি। পরে বাকিরা সহযোগিতা করে।' আক্রান্ত তরুণ বলেন, 'এরকম চলতে থাকলে তো শিলিগুড়িতে কেনাকাটা করতে আসাটাও ভয়ের। পাশেই ট্রাফিক পয়েন্ট না থাকলে আমাদের কেউ বাঁচাতে আসত না।'

বদলি আইসি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বদলি হলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। শুক্রবার রাজ্য পুলিশের নির্দেশিকায় তাঁকে বজবজ থানার আইসি হিসেবে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। প্রায় আড়াই বছর ধরে প্রধাননগর থানার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বদলির পর প্রধাননগর থানার নতুন আইসি কে হবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পর্যটনমন্ত্রীর এক্তিয়ারে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পর্যটনমন্ত্রীর 'এক্তিয়ার' নিয়ে প্রশ্ন তুলল সিপিএম। একইসঙ্গে নির্বাচনের পথে না হেঁটে বিজেপি পুরনিগম দখল করতে চাইছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। আইনবহির্ভূতভাবে আধিকারিকরা কাজ করছেন বলেও সিপিএম নেতৃত্বের দাবি।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ পুরনিগমে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক আর বিমলা, কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক সহ কয়েকজন আধিকারিক। বৈঠক শেষে কর আদায়ে অ্যাপ চালু সহ কয়েকটি বিষয় সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন মন্ত্রী শংকর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল সিপিএম। মন্ত্রী পুরনিগমের কেউ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কীভাবে পুরনিগমের কাজ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন, এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সী নুরুল ইসলাম শুক্রবার বলেন, 'মুখের কথায় তো কিছু হয় না। সরকারি ক্ষেত্রে অর্ডারটাই আসল। আর পুরনিগমের আইনে এমন কিছু নেই। উনি (মন্ত্রী) অবশ্যই ভালোমন্দ বলতে পারেন, কিন্তু পুরনিগমের হয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে পারেন না। সমস্তটাই দলীয়করণ হচ্ছে।

বিজেপি দখল করতে চাইছে। ওঁরা মনে করছেন, এভাবে চলতে থাকলে বকলমে বিজেপি চালাতে পারবে। তবে আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএম নেতৃত্ব পর্যটনমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও আমল দিচ্ছেন না শংকর। তিনি বলেন, 'মানুষকে পরিষেবা দেওয়া আমার মূল দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি।' তবে শুধু মন্ত্রী নন, পুর প্রশাসক ও কমিশনারের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, পুর প্রশাসক ও কমিশনার

সরব সিপিএম



সাংবাদিক বৈঠকে বাম নেতারা।

আইনের বাইরে গিয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। সিপিএমের তরফে তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে অবশ্য আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শুক্রবার দুপুরে শহরের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে সিপিএম। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক, মুন্সী নুরুল ইসলাম ও দিলীপ সিং সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নুরুল ইসলাম বলেন, 'পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে আমরা শুরু থেকেই বিরোধিতা করে আসছি। ফলস্বরূপ রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করেও তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

যদিও এ নিয়ে পুরনিগম কিংবা জেলা প্রশাসনের কর্তারা স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি। তাঁদের দাবি, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন কোনও নোটিফিকেশন হাতে পাননি। তবে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গেজেট নোটিফিকেশনে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনের বিষয়ে ভাবা হয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : হোটেলের ঘর থেকে বেরোনোর কথা ছিল শুক্রবার। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় কর্মীদের। পরে পুলিশ দরজা ভেঙে উদ্ধার করে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি শিলিগুড়ির বিধান রোডের একটি হোটেলের। মৃত অজিত দাস ইসলামপুরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার কাজের জন্য শিলিগুড়িতে এসে একাই হোটেলের ঘর ভাড়া নেন তিনি। সেখানে তাঁর কয়েকজন পরিচিত দেখা করতে আসেন। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোতে যান অজিত। শুক্রবার হোটেল ছাড়ার কথা থাকলেও বেরোননি তিনি।

সাফাইয়ে দ্বিমুখী কৌশল পুরনিগমের



- পরীক্ষামূলকভাবে দুটি নতুন ব্যাটারিচালিত গাড়ি নামিয়ে ১৫ দিনের ট্রায়াল রান শুরু
- সাফাইয়ে নজরদারি ও অনিয়মে জরিমানা আদায়ে অত্যাধুনিক অ্যাপ চালুর ভাবনা
- সেকেন্ডারি স্টক পয়েন্ট তুলে আবর্জনা সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা পাঠানোর পরিকল্পনা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : সকাল গড়িয়ে দুপুর হলেও শিলিগুড়ি শহরকে পুরোপুরি সাফ করা সম্ভব হচ্ছে না পুরনিগমের পক্ষে। বিষয়টি নিয়ে পুরকর্তারাও যথেষ্ট চিন্তিত। সেই সমস্যার সমাধানে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম জঞ্জাল অপসারণের কাজে দুটি নতুন কৌশল নিয়েছে।

প্রথমত, তাঁরা প্রযুক্তির ব্যবহার করতে চাইছেন। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, জঞ্জাল অপসারণের কাজে গতি আনতে অত্যাধুনিক অ্যাপের ব্যবহার করা হবে। সেই অ্যাপের সৌজন্যে শহরের সাফসাফাইয়ে নজরদারি চালানো হবে। দ্বিতীয়ত, সাফাইয়ের কাজে গতি আনতে সেকেন্ডারি স্টক পয়েন্টের পরিবর্তে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে তা সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সেই পন্থা কতটা সহজ হবে তা জানতে পুর কর্তৃপক্ষ এবার ১৫ দিনের ট্রায়াল রান শুরু করল। এই ট্রায়াল রানে নিত্য ব্যবহার করা গাড়ি কাজে লাগানো হচ্ছে না। ট্রায়ালের জন্য নতুন দুটি ব্যাটারিচালিত গাড়ি পথে নামানো হয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, ব্যাটারিচালিত গাড়ি ব্যবহার করে নয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে শহরকে স্বচ্ছ রাখা অনেকটাই সহজ হবে। সেইসঙ্গে জঞ্জাল অপসারণের কাজে ব্যয়ও অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'সেকেন্ডারি স্টক পয়েন্ট না থাকলে দূষণের মাত্রাও কমবে। সেইসঙ্গে সাফাইয়ের কাজও অনেকটাই গতি পাবে। ট্রায়াল রান শেষে প্রয়োজন অনুসারে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাটারিচালিত নতুন গাড়ি পথে নামানো হবে। সেইসঙ্গে অ্যাপ ব্যবহারের ভাবনাও রয়েছে।'

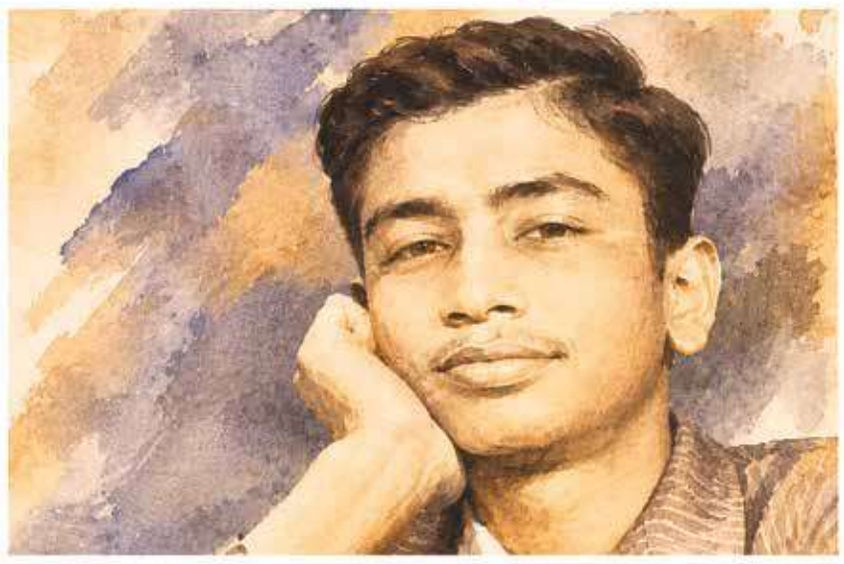
জঞ্জাল অপসারণ ইস্যুতে বিভিন্ন সময় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। বর্তমান প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষকেও এ নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী একদিনের শিলিগুড়ি সফরে এসে পুর কর্তৃপক্ষকে সাফসাফাইয়ে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরই পুর কর্তৃপক্ষ ৭২ ঘণ্টার জন্য স্পেশাল ড্রাইভ চালিয়েছিল। তবে সেই স্পেশাল ড্রাইভের পর শহরের হাল যে খুব একটা বদলায়নি তা বলাই বাহুল্য। এই পরিস্থিতিতে এবার পুর কর্তৃপক্ষ নয়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

বর্তমানে শহরের বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন এলাকা, স্বামীজি মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় সেকেন্ডারি স্টক পয়েন্ট রয়েছে। ওই স্টক পয়েন্টগুলিতে উন্মুক্ত অবস্থায় দিনের একটা বড় সময় পর্যন্ত আবর্জনা পড়ে থাকে। যার ফলে একদিকে যেমন দূষণ ছড়াচ্ছে, তেমনই দিনের একটা বড় সময় পর্যন্ত শহর অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, স্টক পয়েন্ট না থাকলে বিভিন্ন এলাকা থেকে সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে।



পুরনিগম সূত্রে খবর, বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ব্যাটারিচালিত গাড়িতে করে সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হলে তেলের খরচে অনেকটাই রাশ টানা সম্ভব হবে। সেইসঙ্গে সকাল গড়িয়ে দুপুর হওয়ার আগেই শহরের নানা প্রান্তের আবর্জনা সরিয়ে ফেলা অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে। তবে বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হবে তা অবশ্য সময় বলবে। যদিও পুরকর্তাদের দাবি, ব্যাটারিচালিত নতুন গাড়ি পথে নামার পাশাপাশি অ্যাপ চালু হলে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা খুব একটা মুশকিল হবে না। কারণ, ওই অ্যাপের মাধ্যমেই বোঝা যাবে শহরের কোন বাড়ি বা দোকান থেকে নিয়ম করে আবর্জনা পুরনিগমের গাড়িতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়লেই গৃহকর্তা কিংবা দোকান মালিকের থেকে জরিমানা আদায়ের ভাবনাও রয়েছে।

রংদার



শতবর্ষে সুকান্ত

মাত্র একুশ বছরের জীবন, অথচ কবিতার আয়ু আরও দীর্ঘ। সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও নানাভাবে ফিরে আসেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কখনও মিছিলের মুখে উচ্চারিত হয় তাঁর কবিতার পংক্তি, কখনও মৃত্যুর পর পরিবার, সহযাত্রী, সম্পাদক ও প্রকাশকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার। আবার বাংলা ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর কবিতা পৌঁছে যায় নানা ভাষার পাঠকের কাছে। সময়, সমাজ ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতা। প্রতিবাদী কবির শতবর্ষে ফিরে দেখার চেষ্টা সেই বিস্তৃত যাত্রা, যা আজও থামেনি, নতুন পাঠে নতুন অর্থে এগিয়ে চলেছে।

প্রচ্ছদ কাহিনী উত্তম চৌধুরী, শ্যামলী সেনগুপ্ত ও দেবায়ন চৌধুরী
রম্যরচনা দেবব্রত রায়
ছোটগল্প জয়দীপ বিশ্বাস
অণুগল্প শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় সাহা
কবিতা সংকলিতা সান্যাল, সুমন মল্লিক, পরাগ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ রায় ও তপন বসাক

পৃথিবীর পাঠশালা

পরীক্ষা ছাড়াই দারুণ স্কুল



স্কুল মানেই কাঁড়ি-কাঁড়ি বই আর সারাক্ষণ পরীক্ষার চাপ, এমনটাই আমাদের ধারণা। কিন্তু ফিনল্যান্ডের স্কুলগুলোর নিয়ম একদম আলাদা। সেখানে পড়াশোনার কোনও চাপ নেই, নেই কোনও নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতা। উচ্চবিদ্যালয়ের একদম শেষ দিক ছাড়া সেখানে আর কোনও বড় পরীক্ষা নেওয়া হয় না। স্কুলের সময় খুব কম থাকে এবং বাড়িতে পড়ার জন্য খুব সামান্য কাজ দেওয়া হয়, যা মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এখানে পড়াশোনার চেয়ে শিশুদের খেলাধুলো এবং ভালো থাকার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সেখানে ডাক্তার বা উকিলদের মতোই দারুণ সম্মান দেওয়া হয় এবং তাদের সবাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হন।

সমুদ্রের বিরুদ্ধে বিশাল ঢাল



ইতালির ভেনিস শহরটিকে সমুদ্রের জলের হাত থেকে বাঁচাতে এক বিশাল এবং অভিনব দেওয়াল বানানো হয়েছে। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের জোয়ারের জল যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তার জন্য আটাত্তরটি বিশাল স্টিলের গেট জলের নীচে বসানো হয়েছে। সমুদ্রের জল বাড়তে শুরু করলেই এই গেটগুলো জাদুর মতো জলের নীচ থেকে উঠে এসে আস্ত শহরটাকে একটা দেওয়ালের মতো ঘিরে ফেলে। প্রায় ছয় বিলিয়ন ইউরো খরচ করে বানানো এই ব্যবস্থাটি দুই হাজার কুড়ি সাল থেকে কাজ করছে।

শরীরের তাপে জ্বলবে আলো

অ্যান ম্যাকোসিনস্কি নামের এক কিশোরী মাত্র পনেরো বছর বয়সেই এমন এক অভিনব জিনিস বানিয়েছে, যা বিজ্ঞানের দুনিয়ায় তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে এমন একটি টর্চ তৈরি করেছে, যা জ্বালানোর জন্য কোনও ব্যাটারি বা চার্জের দরকার পড়ে না। ফিলিপিন্স-এ থাকা তার এক বন্ধুর রাতে পড়ার সময় বিদ্যুতের খুব সমস্যা হতও। সেই ঘটনা থেকেই অ্যানের মাথায় এই দারুণ বুদ্ধিটা আসে। সে পেল্টিয়ার টাইলস নামের এক বিশেষ জিনিস ব্যবহার করে এই টর্চ বানিয়েছে। এটি মানুষের হাতের তালুর গরম এবং বাইরের বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে দিব্যি একটি এলইডি আলো জ্বালিয়ে দেয়। অর্থাৎ, এই টর্চ হাতে ধরে থাকলেই তা আপনার শরীরের গরমে এমনিতেই জ্বলতে শুরু করবে।



কাঠবেড়ালির অনাথ প্রেম



কাঠবেড়ালিদের সাধারণত খাবার লুকিয়ে রাখার স্বভাবের জন্যই বেশি চেনা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এদের এক অদ্ভুত এবং মায়াবী স্বভাব আবিষ্কার করেছেন। দেখা গিয়েছে, কিছু প্রজাতির কাঠবেড়ালি কেবল নিজেদের ছানাদেরই বড় করে না, বরং অন্য কোনও অনাথ ছানাকে দেখতে পেলেও তাকে পরম আদরে কাছে টেনে নেয়। এরা নিজেদের দলের মধ্যে একে অপরের গা পরিষ্কার করে এবং খুব সুন্দর সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে। মাটির নীচে খাবার বা বীজ লুকিয়ে রাখার পর অনেক সময়ই এরা সেই জায়গার কথা ভুলে যায়। আর সেই ভুলে যাওয়া বীজ থেকেই নতুন চারাগাছ জন্মায়, যা জঙ্গল বড় হতে দারুণ সাহায্য করে।

পাহাড়ে পুর নির্বাচনের আগে সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা

শুভেন্দুর দরবারে বিমল

স্বরূপ বিশ্বাস ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পাহাড়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শুক্রবার সদলবলে দেখা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করলেন বিমলরা। পাহাড়ে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের আগে একদা সেখানকার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা নেতা বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিমল বলেছেন, 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) কিছু বিষয় সহ পাহাড়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রসঙ্গে কথা হয়েছে।' তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, পাহাড়ে শাসকদলের রাজনৈতিক অবস্থান আগামী দিনে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের কথা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিমলদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন দুপুরে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন মোর্চা নেতারা। চারজনের দলে বিমল ছাড়াও দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা দলের যুব নেতা নমন রাই, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা তোপদেন ভুটিয়া ছিলেন। প্রায় ৩০ মিনিটের বৈঠকের শুরুতেই বিমল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দার্জিলিং চা উপহার হিসেবে তুলে দেন।

এই বৈঠকে জিটিএ এলাকার বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত ১৩৬ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষককে স্থায়ীকরণ, মোর্চার গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলদের (জিএলপি) পুলিশে নিয়োগ, ডিআই ফান্ড মার্কেটের জমি পাট্টা, মংপুতে পতঞ্জলী যোগপীঠের জন্য জমির ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন দাবি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি পাহাড়ে জল জীবন মিশন এবং আম্রুত প্রকল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্যের তরফে তদন্তও চেয়েছেন বিমল।

পাহাড়ের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের জরুরি পদক্ষেপ করা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন। রাজ্যের পালাবদলের পর এ নিয়ে কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন বিমল। পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হলেও পাহাড়ে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পাহাড়ের তিনটি পুরসভার নির্বাচন বকেয়া রয়েছে। তার আগে এই সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে বাড়তি গুরুত্বের বার্তা বহন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দার্জিলিং পুলিশ আয়োজিত মেলো টি ফেস্টের উদ্বোধনে ৯ ডিসেম্বর শৈলশহরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় তিনি কালিম্পংয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিলান্যাস করবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।



মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিমল গুরুং, রোশন গিরি ও তোপদেন ভুটিয়া। শুক্রবার নবান্নে।



- পুর নির্বাচনের আগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন বিমল গুরুংরা
- শিক্ষক স্থায়ীকরণ, জিএলপি নিয়োগ ও প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্ত দাবি করা হয়েছে
- ৯ ডিসেম্বরে পাহাড় সফরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, কালিম্পংয়ে মেডিকেল কলেজের শিলান্যাসের সম্ভাবনা



পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কনক্লেভ'-এ পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শুক্রবার।

পর্যটকদের জন্য বিমার ভাবনা

হেরিটেজ পর্যটনে বিনিয়োগ টানতে নতুন নীতি

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : রাজ্যের অবহেলিত ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও হেরিটেজ সম্পত্তিগুলিকে সংরক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটনের মানচিত্রে তুলে ধরতে পৃথক নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উপলক্ষে শুক্রবার পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত 'পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কনক্লেভ'-এ এই পরিকল্পনার কথা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। স্টেকহোল্ডার ও বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি জানান, দার্জিলিং-ডুয়ার্সের চা বাগানের পুরোনো বাংলো, উত্তর কলকাতার রাজবাড়ি, মুর্শিদাবাদের জমিদারবাড়ি, ধান্যকুড়িয়ার প্রাসাদোপম বাড়ি এবং হুগলি নদীর তীরের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যগুলিকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সম্পত্তির মালিক, বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও সরকার, এই ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে দপ্তর। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তায় নির্দিষ্ট মেয়াদে বিমা চালুর বিষয়টিও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের হেরিটেজ প্রপার্টির প্রচার ও প্রসারে পূর্বতন সরকার কোনো নীতি নেয়নি। আমরা ১৩৫টি ঐতিহাসিক সম্পত্তিকে পর্যটনের উপযোগী করতে ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি।' রাজ্য হেরিটেজ কমিশন ও কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তিগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে আগামী এক-দু'মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব তৈরি হবে। সাম্প্রতিককালে পাহাড়ে পর্যটক মৃত্যু, বেআইনি হোম-স্টে বৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণ রোধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। পর্যটকদের বিমা সুরক্ষা চালুর বিষয়ে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবে পর্যটন দপ্তর। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানান, ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করলে সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে।

কনক্লেভে পর্যটন দপ্তরের শীর্ষ অধিকর্তা বরুণকুমার রায় পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, উত্তরপ্রদেশে ৭৪৩টি, কর্ণাটকে ৫০৬টি এবং তামিলনাড়ুতে ৪১২টি হেরিটেজ সাইট তালিকাভুক্ত রয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স বা স্পেনের মতো বাংলার স্থাপত্য ও ঐতিহ্যকেও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

স্টপে শৃঙ্খলা ফেরাতে পুলিশের নতুন উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শহরের স্টপ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার পিডব্লিউডি-র কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে মাল্লাগুড়ি থেকে ভেনাস মোড় পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১৫টি স্টপের জায়গা ঘুরে দেখেন ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা। যৌথ পরিদর্শনে চিহ্নিত করা হয় স্টপের স্থানগুলি। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, পরিকল্পনায় স্টপগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে রাখা হয়েছে।

মাল্লাগুড়ি থেকে ভেনাস মোড়ের মধ্যে বর্তমানে প্রায় সাতটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে। তবে সেগুলির অধিকাংশই কার্যত অব্যবহৃত থাকে। পুরোনো প্রতীক্ষালয়গুলির কয়েকটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার করা হবে। কয়েকটি ভেঙে সামনের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি নতুন করে তৈরি হবে আরও আটটি স্টপ। যাত্রীরা যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়ির অপেক্ষা করতে পারেন, সে জন্য প্রতীক্ষালয়ের আদলেই সেগুলি তৈরি করা হবে। সেখানে বাস, টোটো ও সিটি অটোর জন্য পৃথক বে থাকবে। নির্দিষ্ট বে-র বাইরে কোনও স্কুটার, টোটো, সিটি অটো বা বাস দাঁড়ালে জরিমানা করা হবে। শহরে দীর্ঘদিন ধরেই বাস, টোটো ও সিটি অটোর চালকদের যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানোর প্রবণতা রয়েছে। চালকরা নিজেদের সুবিধামতো রাস্তার নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে যাত্রী তোলেন ও নামান। এর জেরে যানজট বাড়ছে। এবার সেই প্রবণতায় লাগাম টানতে চাইছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

অন্যদিকে, শুক্রবার ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও বিশেষ অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী সরানোর জন্য অভিযানের সঙ্গে একটি পণ্যবাহী গাড়িও রাখা হয়। বিধান রোডের বিধান মার্কেটের অংশে অভিযান চালিয়ে একাধিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।'

দুই 'ফুল' তুলে কংগ্রেসে বিষ্ণু

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ২০ নভেম্বর : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার হাত ধরে সফর শুরু, তারপর বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের শিবির ঘুরে এবার কংগ্রেসে কার্সিয়াংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েন।

শুক্রবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস সদর দপ্তর বিধান ভবনে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের (এআইসিসি) পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা প্রকাশ যোশি তাঁর হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে দেন। বিষ্ণুপ্রসাদের দাবি, 'বিজেপি বিরোধী হিসাবে এখন কংগ্রেসই একমাত্র ময়দানে নেমে লড়াই করছে। পাহাড়ের জন্য যা কিছু করার কংগ্রেস করেছে। বিজেপির আমলে কিছু হয়নি। তাই পাহাড়ের ভালো কিছু করতে হলে ওরা করবে। বিজেপি শুধু গোর্খাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। এখন লড়াই হচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বনাম কাজ করে যাওয়া।'



কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন বিপি বজগায়েন।

বিমল গুরুংয়ের মোর্চার সঙ্গে ২০০৭ সাল থেকে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে ছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। পরবর্তীতে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২১ সালে কার্সিয়াং বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী করে। ভোটে জিতে বিধায়ক হন। কিন্তু বিজেপি পৃথক রাজ্যের দাবিকে মান্যতা দেওয়া নিয়ে পদক্ষেপ না করায় কিছুদিন পর থেকেই দলবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন এই বিধায়ক।

২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে দার্জিলিং আসনে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন বিষ্ণুপ্রসাদ। তবে, কোনও দাগ কাটতে পারেননি। কিন্তু দলবিরোধী কাজের পরেও পাহাড়ের আবেগ মাথায় রেখে বিতর্কিত নেতার বিরুদ্ধে বিজেপি পদক্ষেপ করেনি।

গত বিধানসভা ভোটের আগে আচমকাই বিষ্ণু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেসময় কার্সিয়াংয়ের বিধায়কের বক্তব্য ছিল, 'তৃণমূলের সঙ্গে থেকে পাহাড়, তরাই আর ডুয়ার্সের জন্য কাজ করতে চাই।' তৃণমূল যে রাজ্যের শাসনক্ষমতা থেকে চলে যেতে পারে, সম্ভবত এই আঁচ ভোটের প্রাকমুহূর্তেও করতে পারেননি বজগায়েন। কিন্তু পাহাড় থেকে সমতলে তৃণমূল ও তার সহযোগী দলগুলি বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরই তৃণমূলের প্রতি মোহভঙ্গ হয় বজগায়েনের। তারপর থেকে রাজনীতির ময়দানে টিকে থাকার জন্য বিকল্প চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন।

ফলস্বরূপ শুক্রবার কংগ্রেসে যোগদান। তিনি বরাবর পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে সওয়াল করেছেন। কী আশা নিয়ে কংগ্রেসে গেলেন? কংগ্রেস কি পৃথক রাজ্য দেবে? এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বজয়াগেন বলেছেন, 'দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কংগ্রেস আমলে হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের যা অবস্থা, তাতে ওই দলে থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না।'

এই ইস্যুতে সাবধানি বক্তব্যও হাত শিবিরের প্রদেশ সভাপতির। বলেছেন, 'সংবিধান মোতাবেক গোর্খাদের জন্য যা যা করা প্রয়োজন দল করবে। গোর্খাল্যান্ড মানে আলাদা দেশ বা রাষ্ট্র- এমন কোনও ব্যাপার নেই।'

বিধান ভবনে বজগায়নের যোগদানের অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক, মুনীশ তামাং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন যুব কংগ্রেস, ছাত্র, আদিবাসী সেল ও সেবাদলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন প্রকাশ-শুভঙ্কররা। সাংগঠনিক কাজকর্ম ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

১৯ বছরের বেশি কারাদণ্ড

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুকে খুনের চেষ্টার অপরাধে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তাকে ১৯ বছরের বেশি কারাদণ্ড দিল মার্কিন আদালত।

শুক্রবার নিউ ইয়র্কের সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে প্রায় ৮০ মিনিট শুনানি হয়। সেই সময় অভিযুক্ত নিখিল নিজের দোষ স্বীকার করেছেন বলে দাবি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের। এ বছরের গোড়ার দিকে পান্নুকে খুনের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত হিসেবে নিখিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই মামলায় এদিন বিচারক ভিক্টর মার্রেরোর এজলাস তাঁকে ২৩৫ মাসের সাজা দেয়।

অ্যাম্বুল্যান্সে মদের চোরাচালান, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : রোগী পরিবহণের আড়ালে চলছিল বিদেশি মদ পাচার। ভক্তিনগর আবগারি দপ্তরের অভিযানে সেই চক্রের হদিস মিলল। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি সন্দেহভাজন অ্যাম্বুল্যান্স আটক করে উদ্ধার হল ৭৩৫ লিটার মদ। বাজারমূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সটিও।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে পাচারের খবর পেয়ে বিশেষ দলটি ওই এলাকায় ওঁত পেতে ছিল। অ্যাম্বুল্যান্সটি পৌঁছাতেই সেটি আটকানো হয়। বাইরে থেকে সাধারণ গাড়ি মনে হলেও তল্লাশিতে ভেতরে বিশেষ কায়দায় তৈরি গোপন চেম্বার মেলে। সেখানেই সাজানো ছিল মদের বোতল ও কার্টন। চালক রাকেশ কুমার ও সহকারী অভিষেক কুমারকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনই বিহারের বাসিন্দা।

আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, সিকিম থেকে কম দামে মদ কিনে বিহারে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিহারে মদ নিষিদ্ধ থাকায় নজর এড়াতে জরুরি পরিষেবার গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন পাচারকারীরা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল পান্ডাদের খোঁজ চলছে।



খেলনার পসরা। চেন্নাইয়ের এডওয়ার্ড এলিয়টস বিচে।

জংশনে ফের উচ্ছেদ আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

গত ২৯ অক্টোবর সেই নোটিশের সময়সীমাও পেরিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে কোনও তরফেই সক্রিয়তা না থাকায় জংশনজুড়েই হতাশার পাশাপাশি চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়ী অশোক মাহাতো বলছিলেন, 'আশায় থেকে থেকেই দিন চলে গেল। কিছুই আর হল না। আর হবে বলেও মনে হয় না। কোথায় কী করব, কীভাবে বাড়িতে টাকা দেব, বুঝতে পারছি না। নতুন করে এখন কোথায় জায়গা খুঁজব?' আরেক ব্যবসায়ী মণীশ সিনহার কথায়, 'ইতিমধ্যেই আমি নতুন মাল অর্ডার করা বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই তাই করছি। মাল নিলে তো আমরা আরও ঋণে জড়িয়ে পড়ব। কাজও আর থাকবে না। দোকানের কর্মীদেরও বলে দিয়েছি, যে কোনও সময় কাজের এই জায়গা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্রও বলছেন, 'আমরা ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি।'

সতর্ক তারেক সরকার

প্রথম পাতার পর

করতে গোয়েন্দা রিপোর্টের নামে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে।

বুধবারের অশান্তির ৩৬ ঘণ্টা পর শুক্রবার সকালে প্রথম ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে যাতায়াত করছে শুধু দূরপাল্লার বাস। গোপালগঞ্জে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু গোপালগঞ্জ জেলার ভেতরে নয়, জেলার ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিও বন্ধ। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেন, 'সন্ত্রাসীদের ঠাঁই বাংলাদেশে হবে না।'

পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে, পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে শেখ হাসিনার তরফে ফের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করায়। লন্ডনের একটি আইনি পরামর্শদাতা সংস্থা 'ম্যাট্রিক্স চেম্বার্স'-এর ব্যারিস্টার স্টিভেন পাউলস কেসি দিল্লিতে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার প্রীতি রহমকে ই-মেল পাঠান। গত ৯ নভেম্বরের আবেদনের জবাব না মেলায় এবং হাইকমিশন আইনি প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ চাওয়ায় হাসিনার সই করা অনুমোদনপত্র সহ বিষয়টি 'জরুরি ভিত্তিতে' বিবেচনার আর্জি জানানো হয়েছে।

ই-মেলে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার নিয়মকানুন জানতে চাওয়া হয়েছে। হাসিনা ওই সংস্থাকে নিয়োগ করেছেন। হাইকমিশনে সংস্থার পাঠানো ই-মেলে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ওকালতনামা যুক্ত করা হয়েছে। যাতে হাসিনার স্বাক্ষর আছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও স্বাক্ষরটি জাল বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'শেখ হাসিনার আগের পাসপোর্টে তাঁর স্বাক্ষর ও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ম্যাট্রিক্স চেম্বারের পাঠানো ওকালতনামার স্বাক্ষরের কোনও মিল নেই।' শুক্রবার নোয়াখালির চৌমুহনিতে ঝটিকা মিছিল বের করেন নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা। সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় হামলা হয়েছে।

পাবনার বেড়া থানার সামনে আওয়ামী লিগ, যুব লিগ ও ছাত্র লিগের কর্মীরা ঝটিকা মিছিল ও বিক্ষোভ দেখানোয় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে বিএনপি ও ছাত্রদলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দু'পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এই ঘটনার জেরে প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটে।

গোপালগঞ্জে ব্যাপক গোলমাল ও হামলার খবর মিলেছে। টুঙ্গিপাড়া ও মুকসুদপুর থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি বিএনপির একাধিক সাংসদের বাড়িতে ভাঙচুর হয়। শেখ হাসিনার সমর্থকরা প্রধান সড়ক অবরোধ করায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার বাস পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে সুনামগঞ্জে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করে বিএনপি। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটও রাজপথে থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ডিসেম্বরজুড়ে কর্মসূচির ঘোষণা করেছে জামায়াতে। বাংলাদেশের অস্থিরতা নিয়ে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতে রাজি হননি।

শিকড়ের টানেই উত্তরে বিয়ের আসর

প্রথম পাতার পর

কখনও নিজের বাড়িতে, কখনও মামাবাড়িতে। সেই পান্ডাপাড়ার বাড়ি ও মামাবাড়ি পাশাপাশি। আজও সেখানে মিমিকে ঘিরে রয়েছে ছেলেবেলার অসংখ্য স্মৃতি। এবার তাঁর বিয়ের খবরে সেই পাড়াতেই যেন নতুন করে আগ্রহ।

পাত্র সিদ্ধার্থ দত্ত। পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে প্রেম চললেও এতদিন তা গোপনই ছিল। প্রকাশ্যে এসেছে সম্প্রতি। আর তারপর থেকে অভিনেত্রীর বিয়ে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

মিমির বড় মামা সুব্রত চক্রবর্তী বলছেন, 'ভাগ্নির বিয়ে নিয়ে সবাই মেতে রয়েছি এখন। কোন অনুষ্ঠানে কে কী পরবে, শাড়ির রং কী, পাঞ্জাবির রং কী- এসবই এখন মূল আলোচ্য বিষয়। বাড়িতে একটা বিয়ে হলে যা হয় আর কী!'

হাইপ্রোফাইল এই বিয়ে উপলক্ষ্যে আর ক'দিনের মধ্যেই সেজে উঠবে কালিম্পংয়ের বাসুরি এলাকার বিলাসবহুল রিসর্টটি। বিয়ের ক'দিন বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ সেখানে। অতিথি মেরেকেটে ১০০-১২০ জন। ৩ তারিখ থাকছে ককটেল ডিনারের আয়োজন। ৪ নভেম্বর মেহেন্দি ও সংগীত অনুষ্ঠান। মূল বিয়ে ৫ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার।

অভিনেত্রীর আত্মীয়ের সংখ্যা প্রচুর। কলকাতা ও কালিম্পংয়ে দু'জায়গায় অনুষ্ঠান হওয়ায় পরিবারের সদস্যরাও তাই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবেন। একদল থাকবেন কলকাতার অনুষ্ঠানে, অন্যরা যোগ দেবেন পাহাড়ের আয়োজনে। টলিউডের একঝাঁক পরিচিত মুখের উপস্থিতির সম্ভাবনাও রয়েছে বিয়েতে। কালিম্পংয়ে আমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীময়ী চট্টরাজ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় সহ মিমির ঘনিষ্ঠ মহলের অনেকে। শোনা যাচ্ছে, বর্তমান সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রীরাও মূল বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেন।

তবে, এই আয়োজনের আসল আকর্ষণ কিন্তু নেতা বা তারকাদের উপস্থিতি নয়। বরং কলকাতার ব্যস্ত জীবনে অভ্যস্ত মিমি কেন জীবনের এমন বিশেষ মুহূর্তের একটি বড় অংশের জন্য উত্তরবঙ্গকে বেছে নিলেন, সেই প্রশ্নটাই আসল। কয়েক মাস আগে ছুটি কাটাতে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিল

ম্যাজিক বলে ফিলিপস-বধ আকাশের

বেসিন রিজার্ভে যশস্বী-ভব

ওয়েলিংটন, ২০ নভেম্বর : আকাশ দীপের ম্যাজিক বল।

যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুলের রেকর্ড জুটি। জোড়া ফ্যাক্টরে দ্বিতীয় দিনের শেষে শুধু ম্যাচে ফেরাই নয়, জাঁকিয়ে বসার মঞ্চও প্রস্তুত। নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ভারত ১৫৯/১। এখনও ২০৯ রানে পিছিয়ে থাকলেও ম্যাচ পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ ভারত।

শনিবার মঞ্চটাকে কাজে লাগানোর পালা। বেসিন রিজার্ভে তৃতীয় দিন সবচেয়ে ব্যাটিং অনুকূল। যশস্বী (৮৫) আউট হলেও অর্ধশতরান করে ক্রিজে আছেন লোকেশ (৫২)। সঙ্গী দেবদত্ত পাডিক্কাল (১৬)। গুরুত্বপূর্ণ সকালের সেশন লোকেশরা ঠিকঠাক কাটিয়ে দিলে রাশ আরও শক্ত।

৩৬৮ রানের চাপ নিয়ে খেলতে নামার সময় অবশ্য ভারতীয় সাজঘরে আশা-নিরাশার দোলাচল। উঁকি মারছিল নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ব্যাটিং-ধসের অতীত তালিকা। চা পানের আগে ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসনদের পেস-সুইংয়ের সামনে চাপটা ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন লোকেশ-যশস্বী। একাধিক ক্ষেত্রে ভাগ্য সঙ্গ দেয়। ৬ রানে যশস্বী জীবন পান গ্লেন ফিলিপস ক্যাচ ফসকানোয়। ডিআরএস না নেওয়ায় নিশ্চিত এলবিডব্লিউ থেকে রেহাই লোকেশের।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফেরার পর অবশ্য একেবারে ভিন্ন গল্প। যে গল্পের মূল স্ক্রিপ্ট রাইটার একান্তভাবে যশস্বী। প্রাক্তনদের অনেকেই ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের জন্য তাঁকে তিন ফরম্যাটের প্লেয়ার মানেন। পড়ন্ত বিকেলে এদিন তারই প্রতিফলন। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে একেবারে 'জয় হো' মেজাজ। যশস্বীর প্রিয় কভার ড্রাইভ অনায়াসে ফাঁকফোকর খুঁজে নিচ্ছিল। ম্যাট হেনরি-জ্যাকব ডাফিদের লাইন-লেংথে উনিশ-বিশেরও ফায়দা তুললেন। তরুণ সতীর্থকে এগিয়ে দিয়ে 'অ্যাঙ্কর রোলে' লোকেশ। ভিন্ন ধর্মী দুই ইনিংসের যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে ঝলমলে রোদ।

ভারতীয় ইনিংস দৌড়োল ওডিআইয়ের মেজাজে। চা পানের পর প্রথম ঘণ্টায় ১৫ ওভারে ৮১ রান। পুরো সেশনে ১৪৩! কে বলবে ৩৬৮ রানের চাপ নিয়ে ব্যাট করছে ভারত। তবে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পরও শতরান হাতছাড়া আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন যশস্বী। হেনরির বল ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপার টম ব্লান্ডেলের হাতে।

আম্পায়ার আবেদনে সাড়া দেননি। উইকেটকিপার ব্লান্ডেল নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু হেনরি ও ড্যারিল মিচেলের দাবি মেনে ডিআরএস নিয়ে যশস্বী-লাভ। ১৬টি চার দিয়ে সাজানো ৮৯ বলের দুরন্ত ইনিংস থামে ৮৫-তে। জুটিতে ১৩০। ১৯৯৪ সালের পর (নয়ন মোঙ্গিয়া-নভজ্যোৎ সিং সিধু, হ্যামিল্টন) নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওপেনিং জুটিতে ভারতের প্রথম শতকীয় জুটি।

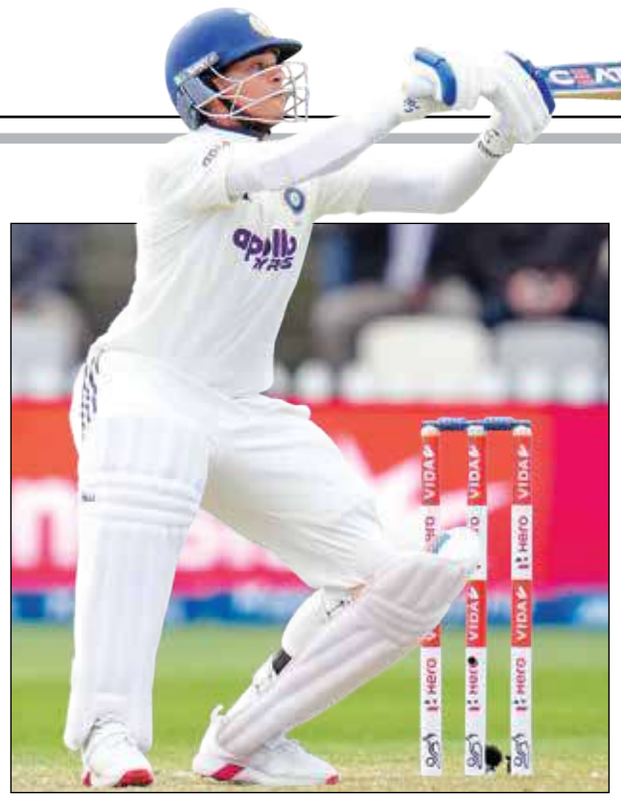
লোকেশের নামের পাশে ২২তম টেস্ট অর্ধশতরান। টেকনিক আর টেম্পারামেন্টের মিশেল। প্রথম ভারতীয় হিসেবে চারটি সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশেই টেস্টে হাফ সেঞ্চুরি। একসঙ্গেই ২০১৬ সালের (পাকিস্তানের সামি আসলাম, আজহার আলি) পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে একই ইনিংসের সফরকারী দলের দুই ওপেনারের হাফ সেঞ্চুরির নজিরও। ফুটওয়ার্কে ঘাটতি থাকলেও রান করার অভ্যাস বজায় রাখার ইঙ্গিত পাডিক্কালের ইনিংসেও।

শুক্রবার ম্যাচে ফেরার শুরুটা অবশ্য আকাশের ম্যাজিক বলের দৌলতে। গতকালের পর এদিনও গৌতম গম্ভীরদের কপালের ভাঁজ বাড়াচ্ছিলেন হেনরি নিকোলস-ফিলিপস। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথমবার পঞ্চাশ, একশোর পর দেড়শোর স্কোরও পেরিয়ে যান নিকোলস। ফিলিপস অপরদিকে টি২০, ওডিআই সিরিজে সেঞ্চুরির টেস্টেও শতরানের অভ্যাস বজায় রাখলেন। এক বছরে তিন ফরম্যাটে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির যে নজির দ্বিতীয় কোনও ব্যাটারের নেই।

৭০/৫ থেকে ২৮৬/৫। ৬৫.৪ ওভারে ২১৬ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি। এখান থেকেই ম্যাচে ফেরা ভারতের। ৯৪ ওভারের শেষ বলে আকাশ দীপের 'জাদু কি ঝাপ্পি'। ফিলিপসের রক্ষণ ভেঙে সোজা লাগে অফস্টাম্পে। নিকোলস শেষপর্যন্ত দাপট চালিয়ে গেলেও উলটো দিকের ব্যাটারদের প্রতিরোধের সুযোগ দেননি ভারতীয় বোলাররা। কাইল জেমিসনকেও (১১) ফেরান আকাশ (৫৩/৩)।

নাথান স্মিথকে (১৪) আউট করে উইকেটের খাতা খোলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। জসপ্রীত বুমরাহর (৯২/৪) চতুর্থ শিকার হেনরি (১)। নিকোলসকে যদিও আউট করা যায়নি। প্রায় ১০ ঘণ্টা ক্রিজে কাটিয়ে ৩৩৫ বলে ২১টি চারের সাহায্যে অপরাজিত ১৭৫! জেমিসনরা আরও কিছুটা সঙ্গ দিলে হয়তো দ্বিশতরান নিয়ে ফিরতেন।

ওয়াশিংটন সুন্দর অবশ্য খাতা খুলতে পারেননি। তবে শেষ দুই দিনে স্পিন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে দাবি করেন ফিলিপস। সেক্ষেত্রে সুদে-আসলে আক্ষেপ মেটানোর সুযোগ পাবেন সুন্দর। আপাতত চোখ লোকেশদের ব্যাটের দিকেই। সুনীল গাভাসকারের কথায়, 'এখনই ভারত চালকের আসনে বলব না। তবে মঞ্চ তৈরি। আগামীকাল তা কাজে লাগানোর পালা।'



আপার কাটে দুঃসাহসী যশস্বী জয়সওয়াল। শুক্রবার ওয়েলিংটনে।

নজরে পরিসংখ্যান

১ ভারতের প্রথম ওপেনার (এশিয়ার মধ্যে ষষ্ঠ) হিসেবে টেস্টে চারটি সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশেই অর্ধশতরান করলেন লোকেশ রাহুল।

১৩০ ওয়েলিংটনে ওপেনিং জুটিতে ১৩০ রান করেছেন লোকেশ-যশস্বী জয়সওয়াল। যা নিউজিল্যান্ডে টেস্টে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক ওপেনিং জুটি।

৩২ ভারতীয় ওপেনাররা ৩২ বছর পর নিউজিল্যান্ডে টেস্টে শতরানের পার্টনারশিপ গড়লেন।

১৭৫ হেনরি নিকোলসের ১৭৫ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে তিন নম্বরে নামা নিউজিল্যান্ডের কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক রান।

১ গ্লেন ফিলিপস প্রথম ক্রিকেটার যিনি ভারতের বিরুদ্ধে এক বছরে তিন ফরম্যাটেই শতরান করলেন।

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড
(প্রথম ইনিংস)
(২৪৩/৫ স্কোরের পর থেকে)
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিকোলস অপরাজিত	১৭৫
ফিলিপস বো আকাশ	১১৮
স্মিথ এলবিডব্লিউ বো প্রসিধ	১৪
জেমিসন ক লোকেশ বো আকাশ	১১
হেনরি এলবিডব্লিউ বো বুমরাহ	১
ডাফি ক ঋষভ বো অংশুল	৪
অতিরিক্ত	২০
মোট (অল আউট, ১২১ ওভার)	**৩৬৮**

উইকেট পতন : ২৮৬/৬, ৩১৮/৭, ৩৪৩/৮, ৩৪৮/৯, ৩৬৮/১০।
বোলিং : বুমরাহ ২৯-৮-৯২-৪, অংশুল ২৩-৫-৬৯-২, আকাশ ২৩-৭-৫৩-৩, প্রসিধ ২৬-২-১০০-১, ওয়াশিংটন ২০-২-৪৫-০।

ভারত
(প্রথম ইনিংস)

যশস্বী ক ব্লান্ডেল বো হেনরি	৮৫
লোকেশ অপরাজিত	৫২
দেবদত্ত অপরাজিত	১৬
অতিরিক্ত	৬
মোট (১ উইকেট, ৩৯ ওভার)	**১৫৯**

উইকেট পতন : ১৩০/১।
বোলিং : হেনরি ১২-৩-৪৩-১, জেমিসন ১১-৫-১৫-০, ডাফি ১০-০-৭২-০, স্মিথ ৬-০-২৯-০।

গুরু গম্ভীরের কাছে কৃতজ্ঞ আকাশ

ওয়েলিংটন, ২০ নভেম্বর : প্রথম দিনের অস্বস্তি কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনে ম্যাচে ফেরা।

নিউজিল্যান্ডকে ৩৬৮ রানে অলআউট করে দেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের দাপট বেসিন রিজার্ভ টেস্টে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১৫৯/১। এখনও ২০৯ রানে পিছিয়ে থাকলেও লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়ালরা দেখিয়ে দিয়েছেন, ওয়েলিংটনের পিচে কোনও জুজু নেই। বাইশ গজে নিজেকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে বড় রান সম্ভব।

টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের, বিশেষ করে দুই ওপেনার যশস্বী-রাহুলের ১৩০ রানের পার্টনারশিপের পর সামান্য হলেও চাপে নিউজিল্যান্ড। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কিউয়ি ব্যাটার গ্লেন ফিলিপস চাপের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন।

ঘূর্ণির 'হুমকি' ফিলিপসের

উপরি হিসেবে টিম ইন্ডিয়াকে 'ঘূর্ণির হুমকি' দিয়েছেন তিনি। ফিলিপসের কথায়, 'সবাই জানে ওয়েলিংটনের পিচ পেস সহায়ক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, এই পিচে স্পিনাররাও সাহায্য পায়। আমার মতে, আগামীকাল-পরশু বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে বল ঘুরবে। আর সেই ঘূর্ণি ভারতীয় ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলবে।' দলের প্রয়োজনে বল হাতে স্পিন করতেও তৈরি বলে জানিয়েছেন ফিলিপস। সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন, আজ ৩৬৮ রানে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পর ভারতীয় ওপেনাররা সবুজ পিচে নতুন বলটা দারুণভাবে সামলেছেন। ফিলিপসের কথায়, 'ভারতের দুই ওপেনার দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে আজ। নতুন বলটা দারুণভাবে সামাল দিয়েছে ওরা। যদিও চলতি টেস্টে খেলার এখনও অনেক বাকি।'

হেনরি নিকোলসের মতো ফিলিপসও প্রথম ইনিংসে শতরান করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার পেসারদের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়েছেন। ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে শতরানের পর জসপ্রীত বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ফিলিপস। বলেছেন, 'বুমরাহ অসাধারণ বোলার। একমাত্র ওর বিরুদ্ধেই সবসময় আমরা বাড়তি সতর্ক ছিলাম। এই পিচে বড় রান অসম্ভব নয়। শর্ত একটাই, সতর্ক হয়ে খেলতে হবে।' দ্বিতীয় ইনিংসে কিউয়ি ব্যাটাররা কেমন পারফর্ম করবেন, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ভারতের হয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পেস বোলার আকাশ দীপ জানিয়েছেন, সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি দল।



৩ উইকেট নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহকে সঙ্গ দিলেন আকাশ দীপ। শুক্রবার।

দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন আকাশ। আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তনের আগে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলেছেন তিনি। এহেন আকাশ শুক্রবার ফিলিপসকে বোল্ড করে কিউয়ি শিবিরে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন। আকাশের কথায়, 'গ্লেনকে আউট করার ডেলিভারিতে বাড়তি চেষ্টা করেছিলাম। বলকে একটু বেশি সুইং করাতে চেয়েছিলাম। সেটা হয়েছিল। তাছাড়া বেসিন রিজার্ভের পিচে বলটাকে ঠিক জায়গায় রাখতে পারা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি পুরো সময়।' প্রায় দেড় বছর পর চোট সারিয়ে ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরেছেন আকাশ। মাঝের সময়ে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলেছেন। এতদিন পর কীভাবে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল?

সাংবাদিক সম্মেলনের একেবারে শেষের দিকে এমন প্রশ্নের সামনে পড়েছিলেন আকাশ। জবাব দিতে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশংসার পাশে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার পেসারের কথায়, 'কোচ গম্ভীর স্যরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চোটের সময় যখন আমি দলের বাইরে ছিলাম, নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন গম্ভীর স্যর। ফিট হওয়ার পর যখন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আমার রিহ্যাব চলছিল, তখনও কোচ গম্ভীর আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন। কতটা ফিট হলাম, বোলিং শুরু করেছি কি না, প্রায়ই জানতে চাইতেন। গম্ভীর স্যর আমায় বুঝতেই দেননি যে আমি জাতীয় দলের বাইরে ছিলাম।' প্রায় দেড় বছর চোটের কারণে ক্রিকেটের মূলস্রোতের বাইরে থাকার পর ক্রিকেটে ফেরার আগে নিজের বোলিংয়ের দুর্বল দিক নিয়েও বাড়তি কাজ করেছেন আকাশ। ভারতীয় পেসারের কথায়, 'রিহ্যাবের সময় নিজের বোলিংয়ের দুর্বল দিক নিয়ে খেটেছি। চেষ্টা করেছি, নিজের বোলিংয়ের আরও উন্নতি করতে। ফের যাতে চোটের কবলে না পড়তে হয়, তা নিয়েও সতর্ক রয়েছি আমি।'

করণ-ঋষভে অনায়াস জয়

বাংলা-১৯৬/২ মিজোরাম-১০৩
(বাংলা ৯৩ রানে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ব্যাটাররা তাঁদের ছন্দ ধরে রাখলেন। বোলাররাও বল হাতে শৃঙ্খলা দেখালেন। নিট ফল, চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র গ্রুপ 'এ'-র চার নম্বর ম্যাচে মিজোরামকে শুক্রবার উড়িয়ে দিল বাংলা। জয় এল ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে। আর এই জয়ের ফলে চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গেল টিম বাংলা। দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন দুই অলরাউন্ডার করণ লাল (৪১ বলে ৬৭ ও ১৪/৩) ও ঋষভ চৌধুরী (২২ বলে অপরাজিত ৩৩ ও ২১/৪)।

গ্রুপ শীর্ষে বাংলা

কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ে ভরাডুবি হওয়ার পর থেকেই দারুণ ছন্দে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা দল। আজ মিজোরামকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকও হয়ে গেল। আর দলকে সফল করে করণ-ঋষভরা বুঝিয়ে দিলেন, আগামীর লক্ষ্যে আরও সাফল্যের জন্যও তাঁরা তৈরি। মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে আজ দুপুরের ম্যাচে টসে জিতে বাংলাকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিল মিজোরাম। দলের রানরেট ভালো করার লক্ষ্যপূরণ দারুণভাবে করলেন বাংলার ব্যাটাররা। অভিষেক পোড়েল (৩০ বলে ৫২) ও করণ বাংলার হয়ে ওপেনিং জুটিতে নিয়মিত রান করছেন। আজও টস হারের পর ব্যাটিং করতে নেমে ১০ ওভারে ৯৯ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলের বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। পরে সাকির হাবিব গান্ধি (২৭ বলে অপরাজিত ৪২) ও ঋষভের দাপটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৯৬/২-এর বড় স্কোর করে বাংলা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ১০৩ রানে শেষ হয় মিজোরামের ইনিংস। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড দাপটের ফলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন করণ। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বেশ সতর্ক। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাইছি। সব ম্যাচেই সফল হতে হবে আমাদের। করণ-ঋষভরা দারুণ পারফর্ম করেছে। এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।' উল্লেখ্য, রবিবার বরোদার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ বাংলার।

এদিকে, নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে কলকাতায় আজ মুস্তাক আলি ট্রফির সব ম্যাচই ভেস্তে গিয়েছে। বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই বনাম বিদর্ভের ম্যাচও ভেস্তে গিয়েছে। টানা তিন ম্যাচে জয়ের ফলে সূর্যকুমার যাদবের মুম্বই এখনও গ্রুপ 'ডি'-র শীর্ষেই রয়েছে।



বাংলার জয়ের অন্যতম নায়ক করণ লাল।

প্রশ্ন আজহারের ■ গম্ভীরের পাশে 'কোচ'

সিরাজের বাদে এবার রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম রং লেগে গেল মহম্মদ সিরাজ-বিতর্কে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদের দাবি, নামের কারণেই (মুসলিম) কোপ পড়েছে সিরাজের ওপর। যার পালটা হিসেবে গৌতম গম্ভীরের হয়ে ব্যাট ধরেছেন শুভমান গিলদের হেডস্যরের প্রাক্তন কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজ।

গত কয়েক বছরে বিদেশ সফরে ভারতীয় পেস বোলিংয়ের বড় অস্ত্র সিরাজ। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সর্বাধিক উইকেট শিকারিও। ফলে চলতি ওয়েলিংটন টেস্টে সিরাজের জায়গা না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীরা। মহম্মদ আজহারউদ্দিনও কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তি খুঁজে পাননি।

বাইশ গজ ছেড়ে বিতর্ক পৌঁছে গিয়েছে রাজনৈতিক আঙিনায়। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ সরাসরি হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের প্রসঙ্গ উসকে দিয়ে বলেছেন, 'ওর নাম সিরাজ। এটাই বাদ দেওয়ার যথেষ্ট কারণ নয় কি? ভালো খেলার পরও যদি কেউ সুযোগ না পায়, তাহলে বাদের পিছনে আর কী কারণই বা থাকতে পারে? এই একটা কারণই উঠে আসছে। অন্য যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ইমরানের যে দাবি মানতে নারাজ গম্ভীরের ছোটবেলার কোচ সঞ্জয়। পালটা দাবি, সিরাজকে বরাবরই সমর্থন করেছে গম্ভীর। ব্যক্তিগত আক্রোশের কোনও জায়গাই নেই। শক্তিশালী দল তৈরি করাই সবসময় কোচের কাছে অগ্রাধিকার পায়। এখানে ধর্ম খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বলেছেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। ভারতীয় ক্রিকেট দলে কোনওরকম হিন্দু-মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি নেই। প্রত্যেকেই ভারতীয়, দেশের প্রতিনিধি।'

ভরদ্বাজ আরও বলেছেন, 'দলের কী প্রয়োজন, তার ভিত্তিতে সিরাজের জায়গা হয়নি প্রথম একাদশে। টিম কম্বিনেশন, প্লেয়ারদের পজিশন, তাদের পারফরমেন্স- সব কিছু মাথায় রেখে দল তৈরি হয়। কারও প্রতি ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ নিয়ে কখনও চলে না গম্ভীর। সঠিক কম্বিনেশন এবং শক্তিশালী দল তৈরিকেই মূল অগ্রাধিকার দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের মানসিকতাকে সমর্থন করে না। সিরাজ-ইস্যুতে ধর্মকে যেভাবে সামনে আনা হচ্ছে, তা যুক্তিহীন।'

যদিও ভরদ্বাজের ক্রিকেটীয় যুক্তি নস্যাৎ করে সিরাজের পাশে দাঁড়িয়ে আজহারউদ্দিনের পালটা দাবি, 'আমি সত্যিই হতাশ এবং অবাক। বরাবর দেশের হয়ে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে ও। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দেশকে সাফল্য এনে দিয়েছে। অংশুল কম্বোজের প্রতি অনেক শুভেচ্ছা। তবে সিরাজকে বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার রবীন্দ্র জাদেজাকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'জাদেজার খারাপ লাগার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ৯০-এর ওপর টেস্ট খেলেছে ও। ইংল্যান্ডের মাটিতেও প্রচুর রয়েছে ওর। সুন্দরের ওপর দল ভরসা করলে করুক। তাহলে দুজনকে খেলাও। জাদেজার প্রতি কিন্তু সঠিক বিচার হল না। জাদেজা দলে থাকলে সবসময় খেলানো উচিত।'



অনুশীলনে খামতি না থাকলেও প্রথম টেস্টে জায়গা হয়নি মহম্মদ সিরাজের।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সেমিতে লক্ষ্য

কোওলুন, ২০ নভেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনেও সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন লক্ষ্য সেন। শুক্রবার পুরুষদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউকে তিন গেমের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে পরাস্ত করেন তিনি।



ম্যাচের প্রথম গেম ২১-১৭ পয়েন্টে জিতে শুরু করেন লক্ষ্য। দ্বিতীয় গেমে আচমকাই ছন্দপতন। সিঙ্গাপুরের প্রতিপক্ষের কাছে ১০-২১ পয়েন্টে গেম খোয়ান তিনি। তবে তৃতীয় গেমে ২১-১৩ পয়েন্টে জয়ের সুবাদে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন লক্ষ্য। প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্যের সম্ভাবনা আরও

শেষ চারে সাত্ত্বিক-চিরাগও

উজ্জ্বল করেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের হু কে ইউয়ান এবং লিন জিয়াং ই-কে ২১-১২, ১৩-২১, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরা।

লক্ষ্য, সাত্ত্বিকরা সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করলেও মহিলাদের সিঙ্গলসে রক্ষিতা রামরাজের অভিযান থামল কোয়ার্টার ফাইনালেই। থাইল্যান্ডের পর্নপায়ি চোচুওংয়ের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিলেন রক্ষিতা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট ভারতের

নেট রানরেটে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

ঢাকা, ২০ নভেম্বর : পুরুষ ও মহিলাদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল ভারতীয় দল। একই ছবি দেখা গেল দৃষ্টিহীনদের এশিয়া কাপে। এবার অবশ্য ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। শুক্রবার বৃষ্টিতে ফাইনাল ভেস্তে যাওয়ায় নেট রানরেটে এগিয়ে থাকা পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। যদিও ভারতীয় শিবিরের অভিযোগ নিয়মবহির্ভূতভাবে পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন করা হয়েছে। ফাইনাল ভেস্তে গেলে দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করাই নিয়ম। আয়োজকরা তা অমান্য করায় ক্ষুব্ধ ভারতীয় শিবির আগামীদিনে পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলার হুমকি দিয়েছে। দৃষ্টিহীনদের বিশ্ব ক্রিকেট পর্ষদের সভাপতি পাকিস্তানের সইদ সুলতান শা। ভারতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট সংস্থার সচিব শৈলেন্দ্র যাদব তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলেছেন, 'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। আদৌ কি আপনি আইসিসি বা ডব্লিউবিসিসি-র নিয়ম জানেন? রানরেটের বিচারে গ্রুপ পর্বের যোগ্যতা অর্জনকারী ঠিক করা যায়। চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণ হয় না। রিজার্ভ ডে না থাকলে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করতে হয়।'

ভারসাম্যের কারণেই দলে হার্দিক : পন্টিং

সিডনি, ২০ নভেম্বর : ২০২৭ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে মোট ১৯ জন ক্রিকেটারকে রিটেইন করেছে পাঞ্জাব কিংস। ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মোট ছয়জনকে। যদিও পাঞ্জাব কিংসের টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তের চেয়েও বেশি করে আলোচনায় রয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে দলে নেওয়ার বিষয়টি। কেন অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে ট্রেড করে মুম্বই থেকে তাদের অধিনায়ক হার্দিককে দলে নিল পাঞ্জাব? আজ এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন পাঞ্জাবের কোচ রিকি পন্টিং। জানিয়েছেন, দলের ভারসাম্য আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই হার্দিকের মতো অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়া হয়েছে।

কোচ পন্টিং বরাবরই বিশ্বাস করেন, কুড়ির ক্রিকেটে অলরাউন্ডাররাই ম্যাচ জেতান। পাঞ্জাব স্কোয়াডে মার্কো জানসেন, মার্কাস স্টোয়িনিস, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, সূর্যাংশ শেরগের মতো বিস্তর অলরাউন্ডার রয়েছে। সেই তালিকায় এখন হার্দিকের নামও যোগ হয়েছে। পাঞ্জাব কোচ পন্টিং বলছেন, 'নিলামের আগে আমরা অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছি দল। গতবারের দলটাকেই ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। সঙ্গে হার্দিকের মতো চ্যাম্পিয়ন অলরাউন্ডারকে পাওয়া গেলে আমাদের ভারসাম্য আরও বাড়বে, এই ভাবনা থেকেই হার্দিককে নেওয়া। আমার বিশ্বাস, টি২০-তে অলরাউন্ডাররাই ম্যাচ জেতায়।'

চাপ বাড়লেও অধিনায়কত্ব ছাড়তে নারাজ কামিন্স

মেলবোর্ন, ২০ নভেম্বর : বাড়ছে বিতর্ক। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাপও।

ক্যামেরন ব্যানক্রফট মুখ খোলার পর পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। সংকটে প্যাট কামিন্সের অধিনায়কত্ব। ম্যাথু হেডেন, মিচেল জনসনদের মতে, এহেন পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা বা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। অস্ট্রেলিয়া সরকারও স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি জানিয়েছে।

জল ক্রমশ ঘোলা হলেও নেতৃত্ব এখনই ছাড়তে নারাজ কামিন্স। সেকথা পরিষ্কারও করে দিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে নিজের ইচ্ছের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। আর নেতৃত্বের ইস্যুতে কামিন্সের পাশেই রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ব্যানক্রফটের দাবির (কামিন্স সহ প্রত্যেকেই বল বিকৃতির ঘটনা জানত) প্রেক্ষিতে বিতর্কের ঝড় উঠলেও অধিনায়ককে সরানোর রাস্তায় এখনই হাঁটার পক্ষপাতী নয় অজি বোর্ড।

৪৫০০ শব্দের বিস্ফোরক বিবৃতিতে ব্যানক্রফট দাবি করেছেন, কামিন্স মিথ্যা কথা বলছেন।

স্বচ্ছতার দাবি অজি সরকারের

স্যান্ডপেপার দিয়ে বল ঘষার কথা কামিন্স সহ দলের সবাই জানতেন। গত কয়েকদিনে যা নিয়ে কয়েক দফা বৈঠকে বসেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ আধিকারিকরা। 'ফোরাম' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেখানে ক্রিকেটাররা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। তবে কামিন্সের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ এই মুহূর্তে নেওয়া হচ্ছে না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্দরমহলের খবর, আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজ এবং পরবর্তী ভারত সফরে কামিন্সই দায়িত্ব সামলাবেন।

ক্রিকেট বোর্ড পাশে দাঁড়ালে কামিন্স চাপ কীভাবে সামলাবেন, তা নিয়ে সন্দিহান মিচেল জনসন। প্রাক্তন স্পিডস্টার বলেছেন, 'প্রবল

দুইবার পিছিয়েও ড্র ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২ (এডমুন্ড ও লোবা)
দিল্লি স্পোর্টিং ক্লাব-২ (ফর্টেস ও আশুতোষ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : এএফসি এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মিলিয়ে পরপর চার ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল। শেষ জয় গত ২৩ অক্টোবর ইন্টার কাশী এফসি-র বিপক্ষে।

এহেন পরিস্থিতিতে আকে আনাউদ লোবাকে কেন এত দেরিতে নামান আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। বৃষ্টি ভেজা মাঠে একাধিক চোট। ক্ষতি হল দুই দলেরই। এডমুন্ড লালরিনডিকার হাতের চোট আপাতদৃষ্টিতে বড় বলেই মনে হয়েছে। ৭৪ মিনিটে তিনি উঠে যেতেই পরপর নামলেন পিভি বিষ্ণু, ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও লোবা। ৮৩ মিনিটে তাঁর গোলেই কোনওক্রমে ১ পয়েন্ট প্রাপ্তি ইস্টবেঙ্গলের। চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারের ম্যাচেও কিন্তু গোল ছিল তাঁর। ঘরের মাঠে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির মতো অতি সাধারণ মানের একটা দলের বিপক্ষে দুই-দুইবার পিছিয়ে পড়ে এই ড্র করাটা যথেষ্ট লজ্জাজনক। তার থেকেও বড় কথা প্রথমার্ধে ১-১ করার পর কিছুটা সময় খেললেও এদিন দুই গোল ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের সেই দাপট কোথায়? যে লোবাকে কোচ নামাতে চান না সেই তিনিই ৮৩ মিনিটে গোলটা না করলে মান বাঁচত না। গোলের বলটা বাড়ান আর এক পরিবর্ত ডেভিড। এদিন লুকাস জোলিনস্কিকে প্রথম একাদশে রেখে নামালেও তাঁকে মাঠে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ সেই লুকাসকেই তিনি তুললেন ৭৫ মিনিটে। একইরকম খারাপ খেললেন বিপিন সিংও। তাঁকে পুরো সময় মাঠে রেখে দিলেন হাবাস। এরকম চলতে থাকলে ২৯ তারিখ ডার্বির চাপ বড় হয়ে উঠতে পারে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

এদিন ৬ মিনিটে বিপিনের ক্রস জোলিনস্কি মাথা ছোঁয়ালেই গোল ছিল। তারপর থেকেই এই দুইজন বেপাত্তা হয়ে যান। ১৮ মিনিটে ড্যানি র‍্যামিরেজের শট ক্রসপিসে না লাগলে তখনই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ২৮ মিনিটে হার্দিক ভাটের ক্রশ থেকে সুযোগ নষ্ট জেলোনস্কির। ৩০ মিনিটে গোটা ডিফেন্সকে টেনে নিয়ে গিয়ে সুন্দর বল রাখেন হুয়ান সেবাস্টিয়ান পেনা। বলটা হয়তো নাও গোলে রাখতে পারতেন মহম্মদ আইমেন। কিন্তু তাঁকে মহম্মদ বসিম রশিদ বক্সের মধ্যে কড়া ট্যাকল করলে পেনাল্টি দেন রেফারি জাহিরুল ইসলাম। ৩১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন কার্লোস ফর্টেস। তবে খুব বেশিক্ষণ অবশ্য গোলের অ্যাডভান্টেজ ধরে রাখতে পারেনি দিল্লি। রামিরেজের নাম অ্যাসিস্টের তালিকায় লেখা থাকলেও ৪১ মিনিটে একেবারে নিজস্ব কৃতিত্বে গোলশোধ করেন এডমুন্ড। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে জয় গুপ্তার শট পোস্টের তলায় লেগে ফিরলে বিরতির আগেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৬৭ মিনিটে আশুতোষ মেহতা যখন দ্বিতীয় গোল করে দিল্লিকে এগিয়ে দেন সেসময়টা বেশ ব্যাকফুটে ইস্টবেঙ্গল। একটা নিরীহ বল রিসিভ করতে গিয়ে কর্নার করে ফেলেন হার্দিক ভাট। কর্নার ছিল আইমানের। যা রডরিগুইনহো হেড করলে তা প্রভসুখান সিং গিলের হাত থেকে ছিটকে পোস্টে লেগে এসে আশুতোষের পায়ে পড়লে তিনি বল গোলে ঠেলে দেন। সেই সময় লাল-হলুদ বক্সে একাধিক ফুটবলার। এদিন একটা পেনাল্টির দাবি ছিল ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের পর রেফারির দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায় হাবাসকে।

এডমুন্ড ছাড়াও এদিন ১৩ ও ২৫ মিনিটে পরপর চোট পেয়ে দিল্লির অধিনায়ক ডুভান ভিয়াফারা মিনা ও ক্লারেন্স ফার্নান্ডেজ উঠে গেলেও সেই সুবিধা নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচের পর চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পাঁচ নম্বরে হাবাসের দল।



ইস্টবেঙ্গলকে ১ পয়েন্ট এনে দিয়ে অন্য ধরনের সেলিব্রেশন আকে আনাউদ লোবার।

ইস্টবেঙ্গল
প্রভসুখান, হার্দিক, নুঙ্গা, জিভুলিচ, জয়, বিপিন, জিকসন (ডেভিড), রশিদ, এডমুন্ড (বিষ্ণু), র‍্যামিরেজ ও লুকাস (লোবা)।

চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচে নেই মিগুয়েল

কাজে লাগবে নিউজিল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা : লিস্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : গোল পাচ্ছিলেন না। প্রথম একাদশ থেকে জায়গাও হারিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাসও তলানিতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিজস্ব ছন্দে ফিরছেন লিস্টন কোলাসো।

গত কয়েক মরশুম ধরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লেফট উইংকে নিজের 'পৈতৃক সম্পত্তি' বানিয়ে ফেলেছিলেন লিস্টন। কিন্তু এই মরশুমের শুরু থেকে ছন্দহীন বাগানের গোয়ানিজ তারকা। তার ওপর এই মরশুমে বাগান শিবিরে যোগ দিয়েছেন ডেজান ড্রাজিচ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের মতো অ্যাটাকার। ফলে প্রথম একাদশে জায়গা হারিয়েছেন লিস্টন।

শেষ দুই আইএসএল ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লিস্টন। ফলস্বরূপ সাফ কাপে জাতীয় দলে ডাক পান। সেখান থেকে সরাসরি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে চলে যান। জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন লিস্টন। নিউজিল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে তাঁর কাছে। সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চান তিনি। লিস্টন বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড দলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্কটিশ লিগে খেলা ফুটবলার রয়েছেন। ওদের সঙ্গে আমাদের গুণগত মানের পার্থক্য রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের খেলা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।' জাতীয় দলে ভালো খেলার ফলস্বরূপ কি বাগান জার্সিতে প্রথম একাদশে দেখা যাবে? উত্তরে লিস্টন জানান, 'আমি সবসময়ই প্রথম একাদশে থাকতে চাই। তবে সেটা কোচের ওপর নির্ভর করছে। একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে যখনই সুযোগ পাব নিজেকে উজাড় করে দেব।'

আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে রবিবার ফের মাঠে নামছে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স। ডার্বির আগে এই ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে চায় বাগান শিবির। দলে বড় কোনও চোট-আঘাতের ঘটনা নেই। তারপরেও ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে নিয়ে বাড়তি সতর্কতা। ডার্বির কথা মাথায় রেখেই তাঁকে চার্চিল ম্যাচে দলে না রাখার সিদ্ধান্ত বাগান কোচ প্যানোসের। ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজের তিনটি হলুদ কার্ড দেখা হয়ে গিয়েছে। 'স্প্যানিশ মনস্টার' দলে থাকলেও প্রথম একাদশে তাঁকে রাখা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে বাগান ম্যানেজমেন্ট। শনিবার সকালে চার্চিল ম্যাচ খেলতে গোয়া রওনা দেবে মোহনবাগান।

পদক উন্মোচন

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনের পদক উন্মোচিত হল শুক্রবার, কলকাতার যাদুঘরে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক সংস্থার বর্তমান সচিব জ্যোতির্ময়ী শিকদার, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও রাজ্যের মন্ত্রী অশোক দিন্দারা। জ্যোতির্ময়ী শিকদার, অশোক দিন্দারাও টাটা স্টিল আয়োজিত এই গোল্ড লেবেল রোড রেসে অংশগ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। এবার টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনের আসর বসবে আগামী ২০ ডিসেম্বর।

স্মরণে

স্বর্গীয় জীবন কুমার নন্দী
প্রয়াণ : ২১শে নভেম্বর ২০২৪
"যাওয়ার ছিল চলেই গেলে
দেখলে না আর ফিরে।
তোমার সংসার রইলো পড়ে
তোমার স্মৃতি ঘিরে।"
দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকীতে
সশ্রদ্ধ স্মরণে শোকাহত
কনা নন্দী (স্ত্রী) ও পরিবারবর্গ
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি

বিদায়ি সংবর্ধনায় আপত্তি রোনাল্ডোর

লিসবন, ২০ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসরের ১৫ দিন অতিক্রান্ত। তাঁকে বিদায়ি সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিল পর্তুগিজ ফুটবল সংস্থা। কিন্তু তাতে আপত্তি জানিয়েছেন খোদ সিআর সেভেন নিজেই।



মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, অবসর ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে বিদায়ি সংবর্ধনা নিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন রোনাল্ডো। তাঁর মতে এই সময়টি উপযুক্ত নয়। যদিও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্যাচে পর্তুগিজ ফুটবলাররা সিআর সেভেনকে সম্মান জানাতে ৭ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামেন। গ্যালারি থেকে 'ধন্যবাদ অধিনায়ক' লেখা ব্যানারও টাঙানো হয়। এমনকি পর্তুগালের নয়া ৭ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কার্লোস ফোর্বসের গায়ে জার্সির নম্বরটিও ছিল নতুন ডিজাইনের।

শুরুতেই দাপট তিলকদের

দোহা, ২০ নভেম্বর : আগ্রহ ছিল বৈভব সূর্যবংশী, অভিষেক শর্মাকে নিয়ে। কিন্তু দুইজনেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তবে বৈভবদের ব্যর্থতার দিনে অধিনায়ক তিলক ভার্মা ও উইকেটকিপার-ব্যাটার কুমার কুশাগ্রর শতরানে নেপালকে ৩০৬ রানে উড়িয়ে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সের অভিযান শুরু করল ভারত। টসে হেরে ব্যাটিং নেমে অভিষেক (৯) ও বৈভব (২৬) সুবিধা করতে পারেননি। ৪২/৩ হয়ে যাওয়ার পর ২০৬ রানের জুটিতে ভারতকে টানেন তিলক (১০৭) ও কুশাগ্র (১১৭)। শেষদিকে সূর্যাংশ শেরগের (১৪ বলে অপরাজিত ৩৬) ক্যামিওতে ভারত ৩৩২/৯ স্কোরে পৌঁছে যায়। পরে বল হাতে নেপালকে ২৬ রানে গুটিয়ে দিলেন প্রিন্স যাদব (৬/৫) ও দীর্ঘদিন বাদে ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফেরা হর্ষিত রানা (১৬/৪)।





গোল করলেও এডমুন্ড লালরিনডিকার চোট ভাবাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে।

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ানে মেহরাজের ভারত

কুয়ালা লামপুর, ২০ নভেম্বর : টানা দ্বিতীয়বারের জন্য অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ভারত। প্রতিযোগিতার মূলপর্বে অংশগ্রহণের জন্য বাছাই পর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচ থেকে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর ভারতের প্রয়োজন ছিল ১ পয়েন্ট। আর এদিন মালয়েশিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে মাঠ ছাড়ল অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফুটবল দল। ম্যাচের সিংহভাগ সময় আধিপত্য নিয়ে খেললেও গোলমুখ খুলতে পারেনি মেহরাজের ছেলেরা। পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল মালয়েশিয়া যুব দলও। তবে ভারতের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। গত বছর বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের প্রশিক্ষণে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারত। দায়িত্ব নিয়ে সেই ধারা বজায় রাখলেন মেহরাজও।



ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সমীর প্রধান। শুক্রবার।

হারের হ্যাটট্রিক মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ক্রমশ অন্ধকারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবে আর্থিক দুর্দশা তো চলছে। সেইসঙ্গে মাঠের পারফরমেন্সও ক্রমশ তলানিতে। শুক্রবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের তৃতীয় ম্যাচেও হার মহমেডানের। টানা তিন ম্যাচ হেরে লিগ টেবিলের শেষেরদিকে সাদা-কালো শিবির। এদিন ঘরের মাঠে গোকুলাম কেরালা এফসি-র কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত মহিতোষ রায়রা। সবকটা গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ৭ মিনিটে জবি জাস্টিনের গোলে লিড নেয় গোকুলাম। ২৫ ও ৩৪ মিনিটে জোড়া গোল গোকুলামের ব্রাজিলীয় তারকা ক্রিসলান হেনরিকের। ৩৬ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন কেরালার দলটির অধিনায়ক শিখিল এনএস। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে মহমেডানের একমাত্র গোলটি আসে লালদিনপুইয়ার কাছ থেকে।

রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বাঁ হাতের কবজি ভেঙে দশ সপ্তাহ মাঠের বাইরে এডমুন্ড লালরিনডিকা। তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে হবে বলে এদিন ম্যাচের পর জানালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তিনি বলেছেন, 'এডমুন্ডের চোট গুরুতর। ওর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রায় দশ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।' রেফারিং নিয়েও ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ বাহিনী। হাবাস বলেছেন,

দশ সপ্তাহ নেই এডমুন্ড

'এই ম্যাচের রেফারিং সত্যিই ভয়াবহ। কোনও সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে দেওয়া হয়নি। প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের সামান্য টোকা লেগে পড়ে গেলেই পেনাল্টি দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না।' একই কথা মিক্সড জোনে বলেন মহম্মদ বসিম রশিদও। তাঁর মন্তব্য, 'একই জিনিস আমাদের সঙ্গে বারবার হচ্ছে। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের পর এদিনও পেনাল্টি পেলাম না।' এদিন হাবাস আরও যোগ করেছেন, 'আমরা গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন দল। অথচ আমাদের প্রতি কোনও সম্মান দেখানো হচ্ছে না। বারবার ফাউল করলেও ওদের জন্য কোনও কার্ড নেই।' ম্যাচ শেষে তাঁর রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়া ও এসব মন্তব্যের ফলে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ম্যানেজমেন্ট।

সরোজিনীকে আটকাল মহানন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রোশন রাই সরোজিনীকে এগিয়ে দেন। ৭০ মিনিটে মহানন্দার ১ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন রাজেশ সিং। ম্যাচের সেরা হয়ে নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছেন সরোজিনীর সমীর প্রধান। শনিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।



মধ্যপ্রদেশে স্কুল অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ের পর মণিকা বৈদ্য।

জ্যাভলিন থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ মণিকার

জলপাইগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মধ্যপ্রদেশের শিবপুরিতে এসজিএফআই ন্যাশনাল স্কুল অ্যাথলেটিক্স মিটে ব্রোঞ্জ জিতল জলপাইগুড়ির মণিকা বৈদ্য। প্রতিযোগিতায় সে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ৪৬.৮১ মিটার ছুড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সোনা জিতেছে হরিয়ানার মীনাক্ষি। রুপো পেয়েছে মহারাষ্ট্রের রাহি বিশাল চা।

বিমল-আরতি ট্রফি শুরু ১ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বিমলচন্দ্র পাল ও আরতি পাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় অকশন ব্রিজ ১ ডিসেম্বর সূর্যনগরের প্রীতিলতা ভবনে শুরু হবে। অর্গানাইজেশনের সচিব অমরচন্দ্র পাল জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় সফলদের বিমলচন্দ্র পাল ও আরতি পাল ট্রফি দেওয়া হবে। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো যাবে। প্রতিদিন সন্ধে ৬.৩০ মিনিট থেকে খেলা শুরু হবে।

লাল বলে খরা কাটল পাকিস্তানের

রাওয়ালপিন্ডি, ২০ নভেম্বর : দীর্ঘ দুই বছর অপেক্ষার পর টেস্ট সিরিজ জয়ের খরা কাটাল পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরে নিল বাবর আজমের দল। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে শুরু থেকেই ব্যাকফুটে ছিল শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩১৬ রানে। পাকিস্তানের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৯০ রান। আমির জামাল (অপরাজিত ৩৪) এবং আজান আওয়াইসের (অপরাজিত ৩২) ব্যাটে ভর করে পাকিস্তান ২ উইকেটে ৯০ রানে তুলে নেয়। ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর এই প্রথম কোনও টেস্ট সিরিজ জিতল পাক ব্রিগেড। উলটোদিকে ১৯৯৭ সালের পর এই প্রথম একটিও টেস্ট ম্যাচ না জিতে বছর শেষ করল শ্রীলঙ্কা।



দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কাকে ভাঙলেন মহম্মদ আব্বাস।

